সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

মহাভারত

সভাপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

ময়দানব কর্ত্তৃক সভা নির্ম্মাণ।

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
কৃষ্ণসহ পিতামহ দানব প্রধান॥
খাণ্ডব দহিয়া দুয়ে কহ অতঃপরে।
কি কি কর্ম্ম করিলেন কহ তা আমারে॥
শুনিতে আমার চিত্তে পরম আনন্দ।
তব মুখে শুনিয়া ঘুচুক মহাসন্ধ॥
বলিলা বৈশম্পায়ন শুন নৃপবর।
অগ্নি-সত্যে পার হৈল পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
ধর্ম্মরাজে কহিলেন সব বিবরণ।
করিলেন ভূপতি সন্তোষ আলিঙ্গন॥
লক্ষ লক্ষ ধেনু স্বর্ণ করিলেন দান।
ময়দানবের বহু করিলেন মান॥
পাণ্ডবের মহাকীর্ত্তি ব্যাপিল সংসার।
রিপুগণে শুনিয়া লাগিল চমৎকার॥
হেনমতে নানা সুখে থাকেন পাণ্ডব।
নিরবধি যজ্ঞ দান করেন উৎসব॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব কথন॥
ময় পার্থের অগ্রে করিয়া যোড়কর।
বিনয় করিয়া বলে দানব-ঈশ্বর॥
সুদর্শন চক্রে ভয় করে তিনলোকে।
উদ্ধারিলা হেন চক্র হইতে আমাকে॥
প্রচণ্ড অনল মুখে করিলা যে ত্রাণ।
আজি হৈতে তোমাতে বিক্রীত মম প্রাণ॥
কি করি আমাকে আজ্ঞা কর মহাশয়।
তব প্রীতি হেতু আমি ব্যাকুল হৃদয়॥
ময় বলে যাবৎ না করি কোন কর্ম্ম।
তাবৎ রহিবে মম মানসে অধর্ম্ম॥
সবিনয়ে পুনঃ পুনঃ বলে যোড়পাণি।
আজ্ঞা কর অবশ্য করিব যাহা জানি॥
পার্থ বলে কিছু আমি না চাহি তোমারে॥
যে পার, করহ প্রীতি, দেব দামোদরে॥
কৃতাঞ্জলি বলে ময় কৃষ্ণের গোচর।
কি করিব আজ্ঞা কর দেব গদাধর॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন।
দিব্য সভা দেহ এক করিয়া রচন॥
হেন সভা কর যাহা কেহ নাহি দেখে।
অদ্ভুত হইবে সুরাসুর তিন লোকে॥
এত শুনি আনন্দিত দানবের পতি।
নির্ম্মাণ করিতে সভা গেল শীঘ্রগতি॥
কনক রচিত চিত্র বিচিত্র নির্ম্মাণ।
নানা গুণযুত যেন দেবতার স্থান॥

চৌদিকে সহস্র দশ ক্রোশ পরিসর।
সুরাসুর ভুজঙ্গ নরের অগোচর ॥
রচিয়া বিচিত্র সভা দানব প্রধান।
সবিনয়ে জানাইল কৃষ্ণ বিদ্যমান ॥
যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ পার্থ প্রশংসে দানবে।
দেখিতে গেলেন সভা মহা মহোৎসবে ॥
দ্বিজগণে পায়সান্ন করান ভোজন।
নানা রত্ন দান দেন রজত কাঞ্চন ॥
করিলেন শুভক্ষণে প্রবেশ সভায়।
পাণ্ডব সপরিবারে রহেন তথায় ॥
চিরদিন রহে কৃষ্ণ পাণ্ডবের প্রীতে।
পিতৃ দরশনে যাব করিলেন চিতে ॥
পিতৃস্বসা কুন্তীর বন্দিয়া দুই পাদ।
আলিঙ্গিয়া ভোজসুতে করেন প্রসাদ ॥
সুভদ্রা ভগিনী স্থানে করিয়া গমন।
গদ গদ মৃদুবাক্য সজল নয়ন ॥
করেন রুক্মিণীকান্ত ভদ্রা প্রবোধিয়া।
স্নেহেতে চক্ষুর জল পড়িছে বহিয়া ॥
সেবিবা শাশুড়ী কুন্তীদেবীর চরণে।
সমভাবে সর্ব্বদা বঞ্চিবা কৃষ্ণা সনে ॥
তত্ত্বকথা কহিয়া চলেন গদাধর।
প্রণমিয়া ভদ্রা দেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
ভদ্রা প্রবোধিয়া কৃষ্ণ গিয়া কৃষ্ণা পাশে।
বিনয়ে কহেন তাঁকে মৃদু মৃদু ভাষে ॥
প্রাণের অধিক মম সুভদ্রা ভগিনী।
সদাকাল স্নেহ তারে করিবা আপনি ॥
দ্রৌপদীরে সম্ভাষিয়া গিয়া নারায়ণ।
ধৌম্য পুরোহিত সহ করি সম্ভাষণ ॥
যুধিষ্ঠিরে কহেন করিয়া নমস্কার।
আজ্ঞা কর গৃহে আমি যাব আপনার ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিষণ্ণ বদন।
কৃষ্ণে আলিঙ্গন করি সজল নয়ন ॥
ভীমার্জ্জুন সহিত হইল কোলাকুলি।
কৃষ্ণে প্রণমিল মাদ্রীপুত্র মহাবলী ॥
শুভতিথি নক্ষত্র গণক জানাইল।
বেদ বিধি ব্রাহ্মণ মঙ্গল উচ্চারিল ॥
দারুক গরুড়ধ্বজ করিয়া সাজন।
গোবিন্দের অগ্রে ল'য়ে দিল ততক্ষণ ॥
যাত্রা শুভ যাঁর নাম করিলে স্মরণ।
তিনি যাত্রা করিলেন করি শুভক্ষণ ॥
স্নেহেতে কৃষ্ণের সহ ধর্ম্মের নন্দন।
খগপতি ধ্বজে আরোহনে ছয়জন ॥
রথ চালাইয়া দিল দারুক সারথি।
যোজনান্তে গিয়া ধর্ম্মে বলেন শ্রীপতি ॥
নিবর্ত্তহ মহারাজ যাও নিজালয়।
আমাতে রাখিবে সদা সদয় হৃদয় ॥
আলিঙ্গন করি পার্থ সজল নয়ন।
বহুকষ্টে নিবৃত্ত হইল পঞ্চজন ॥
বিরস বদনে ফিরিলেন পাঁচজন।
গেলেন দ্বারকাপুরে দ্বারকারমণ ॥
তবে ময় বলে ধনঞ্জয় বিদ্যমান।
মম মনোনীত সভা নহিল নির্ম্মাণ ॥
আজ্ঞা কর যাব আমি মৈনাক পর্ব্বতে।
কৈলাস উত্তরে হিমালয় সন্নিহিতে ॥
বৃষপর্ব্বা নামে ছিল দানবের পতি।
ত্রিলোক শাসিয়া তথা করিল বসতি ॥
করিলাম তার সভা পূর্ব্বেতে নির্ম্মাণ।
নানা রত্ন মণিময় আছে সেই স্থান ॥
এ তিন লোকেতে যত দিব্য রত্ন ছিল।
নানা রত্নে নানা অস্ত্রে গৃহ পূর্ণ কৈল ॥
কৌমোদকী নামে গদা আছে গদাধর।
সে গদার যোগ্য হয় বীর বৃকোদর ॥
তব হস্তে যেমন গাণ্ডীব ধনু সাজে।
তেন গদাধর আছে বিন্দু সরোমাঝে ॥
বরুণে জিনিয়া বৃষপর্ব্বা দৈত্যেশ্বর।
পাইয়াছে দেবদত্ত শঙ্খ মনোহর ॥
তার স্বর শুনি দর্প ত্যজে রিপুগণ।
সে শঙ্খ তোমাকে হয় বিশেষ শোভন ॥
এই সব দ্রব্য আছে বিন্দু সরোবরে।
আজ্ঞা কর আমি গিয়া আনিব সত্বরে ॥
আজ্ঞা পেয়ে চলিল দানবরাজ ময়।
কৈলাসের উত্তরেতে হেমন্ত-তনয় ॥

ভাগীরথী হেতু যথা রাজা ভগীরথ।
বহুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিল ব্রত ॥
নর-নারায়ণ শিব যম পুরন্দর।
করিলেন যথা যজ্ঞ অনেক বৎসর ॥
যথা স্রষ্টা করিলেন সৃষ্টির কল্পনা।
বহু গুণবন্ত সেই না হয় বর্ণনা ॥
ময় গিয়া সব দ্রব্য বাহির করিল।
রাক্ষস কিন্নরগণ শিরে করি নিল ॥
দেবদত্ত শঙ্খ নিল গদা অনুপম।
যত রত্ন নিল তার কত লব নাম ॥
ভীমে গদা দিল, শঙ্খ দিল অর্জ্জুনেরে।
দেখি আনন্দিত হৈল দুই সহোদরে ॥
কনক বৈদুর্য্যমণি মুকুতা প্রবাল।
মরকত রজত স্ফটিক চিত্র ঢাল ॥
স্ফটিকের স্তম্ভ সব চিত্র মণি হীরা।
সর্ব্বগৃহে লম্বে মণি মুকুতার ঝারা ॥
বসিবার স্থান সব কৈল রত্নছেদি।
বিচিত্র রচন কৈল নানামত বেদী ॥
নানাজাতি বৃক্ষে সব ফল ফুল শোভে।
ভ্রময়ে ভ্রমরগণ মকরন্দ লোভে ॥
উচ্চ নীচ বুঝিয়া ভ্রময়ে বিজ্ঞ লোকে।
বিশেষ বিপক্ষগণ চক্ষে নাহি দেখে ॥
এক মাসে সভা ময় করিয়া রচন।
কুন্তীপুত্র প্রতি করিলেক নিবেদন ॥
সভা দেখি আনন্দিত হইয়া রাজন্।
আনিলেন দেখাইতে পরিবারগণ ॥
দশ লক্ষ ব্রাহ্মণেরে করান ভোজন।
আনন্দ সাগরে মগ্ন ভাই পঞ্চজন ॥
ঘৃত দুগ্ধ অন্ন জল যত সব ভক্ষ্য।
হরিণ বরাহ মেষ কোটি লক্ষ লক্ষ ॥
যে জন যে ভক্ষ্যে তৃপ্ত তাহা সে পাইল।
ভোজনান্তে দ্বিজগণ স্বস্তি উচ্চারিল ॥
দ্বিজগণ স্বস্তি শব্দে পরম উল্লাসে।
নানারত্ন দান পেয়ে চলিল সন্তোষে ॥
আশ্রম করিয়া কত রহিল সভাতে।
তপস্যায় অনুরত চিত্ত মনোরথে ॥
অসিত দেবল সত্য সর্পমালী ঋষি।
মহাশিরা অর্ব্বাবসু সুমিত্র তপস্বী ॥
মৈত্রেয় সনক বলি সুমন্ত্র জৈমিনী।
শ্রীবৈশম্পায়ন পৈল চারিশিষ্য গণি ॥
জাতুকর্ণ শিখাবাণ পৈঙ্গ অপ্সু হৌম্য।
কৌশিক মাণ্ডব্য মার্কণ্ডেয় বক ধৌম্য ॥
গালব কৌণ্ডিন্য সনাতন বভ্রুমালী।
বরাহ সাবর্ণ ভৃগু কলাপ ত্রৈবলী ॥
ইত্যাদি অনেক ঋষি না যায় গণন।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় প্রতি তপোধন ॥
যুধিষ্ঠির সভাতে থাকেন অহর্নিশি।
পুরাণ প্রস্তাব ধর্ম্ম নানা কথা ভাষি ॥
পৃথিবীনিবাসী যত মুখ্য ক্ষত্রগণ।
যুধিষ্ঠির সভাতে থাকেন অনুক্ষণ ॥
মুঞ্জকেতু বিবর্দ্ধন কুন্তী উগ্রসেন।
সুধর্ম্মা সুকর্ম্মা কৃতবর্ম্মা জয়সেন ॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ অধিপতি।
সুমিত্রা সুমনা ভোজ সুশর্ম্মা প্রভৃতি ॥
বসুধান চেকিতান মালবাধিকারী।
কেতুমান জয়ন্ত সুষেণ দণ্ডধারী ॥
মৎস্যরাজ ভীষ্মক কৈকয় শিশুপাল।
সুমিত্র যবনপতি শল্য মহাশাল ॥
বৃষ্ণি ভোজ যদুবংশী যতেক কুমার।
ইত্যাদি অনেক রাজা গণিতে অপার ॥
অর্জ্জুনের স্থানে অস্ত্র শিক্ষার কারণ।
জিতেন্দ্রিয় বৃত্তি হ'য়ে থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥
চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু অধিপতি।
অপ্সর কিন্নর নিজ অমাত্য সংহতি ॥
নৃত্য গীত বাদ্যরসে পাণ্ডবেরে সেবে।
বিরিঞ্চিকে সেবে যেন ইন্দ্র আদি দেবে ॥
না হইল না হইবে আর সভান্তর।
হেনমতে বঞ্চে সুখে পঞ্চ সহোদর ॥
সভাপর্ব্বে উত্তম সভার অনুবন্ধ।
কাশীরাম দেব কহে পাঁচালীর ছন্দ ॥

———

যুধিষ্ঠিরের সভায় নারদের আগমন ও
উপদেশ প্রদান।

মুনি বলে মহাশয়, শুন শুন জন্মেজয়,
হেনমতে থাকেন পাণ্ডব।
একদিন আচম্বিত, শ্রীনারদ উপনীত,
সর্ব্বত্র গমন মনোভব ॥
ধ্যান জ্ঞান যোগ যুজ্য, অমর অসুর পূজ্য,
চতুর্ব্বেদ জিহ্বাগ্রেতে বৈসে।
ব্রহ্মার অঙ্গেতে জন্ম, বিজ্ঞ যত ব্রহ্মকর্ম্ম,
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমেণ অনায়াসে ॥
পরমার্থ অনুবন্ধি, বিজ্ঞেয় বিগ্রহ সন্ধি,
কলহ গায়নে বড় প্রীত।
শিরেতে পিঙ্গল জটা, ললাটে পিঙ্গল ফোঁটা
শ্রবণে কুণ্ডল স্মিত সিত ॥
মুখে হরিনাম স্রবে, ভুজস্থ বীণার রবে,
গতি মন্দ জিনিয়া মাতঙ্গ।
বারিজ নয়নযুগে, বহে বারি যেন মেঘে,
পুলকে কদম্ব পুষ্প অঙ্গ ॥
শরদিন্দু মুখাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
প্রোজ্জ্বল অনল দীপ্ত কায়।
পরিধান কৃষ্ণাজিন, সঙ্গে মুনি কত জন,
উপনীত পাণ্ডব-সভায় ॥
দেখিয়া নারদ ঋষি, যে ছিল সভাতে বসি,
সম্ভ্রমে উঠিলা ততক্ষণে।
আস্তে ব্যস্তে ধর্ম্মসুত, সহোদরগণযুত,
প্রণাম করেন শ্রীচরণে ॥
সুগন্ধি উদক দিয়া, পদযুগ পাখালিয়া,
বসিতে দিলেন সিংহাসন।
যথা শিষ্ট ব্যবহার, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর,
ভক্তিভাবে করেন পূজন ॥
তবে মুনি স্নেহবশে, জিজ্ঞাসেন মৃদুভাষে,
কহ রাজা ভদ্র আপনার।
কুলের কৌলিক কর্ম্ম, ধন উপার্জ্জন ধর্ম্ম,
নির্ব্বিঘ্নেতে হয় কি তোমার ॥
সাধু বিজ্ঞ যত জন, অনুরক্ত মন্ত্রিগণ,
এ সবার রাখ কি বচন।

একক অনেক সহ, বিচার ত না কর
কার্য্যেতে কি রাখ মুখ্যগণ ॥
ভক্ষ্যদ্রব্য যথাযথ, ন্যায় মূল্যে কিন তত
না রাখহ দ্বিজের দক্ষিণা।
তব অনুরক্ত যত, ভয়ে কি শরণাগত
দুঃখ ত না পায় কোন জনা ॥
বিজ্ঞ যোগ্য পুরোহিত, দৈবজ্ঞ জ্যোতির্ব্বি
আছে কি বৈদ্য চিকিৎক।
অনাথ অতিথি লোকে, অনল ব্রাহ্মণমুখে
সদা দেহ ঘৃত অন্নোদক ॥
রাজ্যের যতেক রাজা, পায় যথোচিত পূজা
সবে অনুগত তো তোমার।
ধান্য ধন বহুমত, উদক আয়ুধ হত
পূর্ণ করিয়াছ তো ভাণ্ডার ॥
প্রাতঃকালে নিদ্রাবশ, বৈকালেতে ক্রীড়ারস
আলস্য ইন্দ্রিয় নিবারণ।
ধর্ম্মকর্ম্মে ধনব্যয়, করি নিত্য উপচয়
পুত্রবৎ পাল প্রজাগণ ॥
বিবিধ অনেক নীতি, জিজ্ঞাসিল মহামতি
পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মার নন্দন।
শুনি ধর্ম্ম অধিকারী, কহিলা বিনয় করি
প্রণমিয়া মুনির চরণ ॥
অবধান তপোধন, করি এক নিবেদন
চরাচর তোমার গোচর।
এই সভা মনোহর, অনুরূপ মুনিবর
দেখিয়াছ ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি, ঈষৎ হাসিয়া মুনি
কহেন সকল বিবরণ।
তোমার সভার প্রায়, মনুষ্য-লোকেতে র
নাহি দেখি শুনহ রাজন ॥
ব্রহ্মার বিচিত্র সভা, হেন কৈলাসের প্রভ
ইন্দ্র যম বরুণের পুরী।
দেখিয়াছি যথা তথা, মনুষ্যে অদ্ভুত কথ
শুন কিছু কহি ধর্ম্মকারী।
রাজা বলে সবিনয়, কহ মুনি মহাশয়
যে সকল সভার বিধান।

প্রসার বিস্তার কত, বর্ণগণ ধরে যত,
প্রত্যক্ষ শুনিব তব স্থান ॥
দিব্য সভাপর্ব্ব কথা, বিচিত্র ভারত গাঁথা,
শুনিলে অধর্ম্ম যায় নাশ।
গোবিন্দ-চরণে মন, সমর্পিলা অনুক্ষণ,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

—————

নারদ কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের সভার প্রসঙ্গ।

নারদ বলেন রাজা কর অবধান।
ইন্দ্রের সভার কথা কহি তব স্থান ॥
দেবশিল্পী পটু বিশ্বকর্ম্মার দ্বারায়।
নির্ম্মাণ করান নিজ মহতী সভায় ॥
বিবিধ বিধান চিত্র কোটি চন্দ্রপ্রভা।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি ধার্ম্মিকের সভা ॥
উচ্চ পঞ্চ যোজনেক শতেক বিস্তার।
শচী সহ ইন্দ্র তথা করেন বিহার ॥
জরা শোক ভয় নাহি সতত আনন্দ।
ইন্দ্রের আশ্রমে সদা থাকে সুরবৃন্দ।
মরুত কুবের আদি সিদ্ধ সাধ্যগণ।
অম্লান কুসুম বস্ত্র সবার ভূষণ ॥
অষ্টবসু নবগ্রহ ধর্ম্ম কাম অর্থ।
তড়িৎ বিদ্যুৎ সপ্তবিংশ কৃষ্ণবর্ত্ম ॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি সেবে পুরন্দরে।
বর্ণিতে না পারি সভা যত গুণ ধরে ॥
হরিশ্চন্দ্র নরপতি আছেন তথায়।
আর যত নরপতি লিখনে না যায় ॥
নারদ বলেন শুন সভার প্রধান।
শমন রাজার সভা কর অবধান ॥
দীর্ঘ প্রস্থ শত শত যোজন বিস্তার।
আদিত্য সমান প্রভা অতি চমৎকার ॥
নহে শীত নহে তপ্ত নাহি দুঃখ শোক।
প্রেমময়, নাহি হিংসা সদাকাল সুখ ॥
কতেক কহিব তথা যতেক বিষয়।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কহি শুন মহাশয় ॥
যযাতি নহুষ পুরু মান্ধাতা ভরত।
কৃতবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য সুনীল সুরথ ॥
শিবি মৎস্য বৃহদ্রথ নল বহীনর।
শ্রুতশ্রবা পৃথুলাশ্ব রাজা পরিচর ॥
দিবোদাস অম্বরীষ রঘু প্রতর্দ্দন।
কৃষদশ্ব সদশ্ব মরুত্ত বসুমন ॥
শরভ সৃঞ্জয় বেণ ঐল উশীনর।
পুরু কুৎস প্রদ্যুম্ন বাহ্লীক নৃপবর ॥
শশবিন্দু কঙ্কসেন সগর কৈকয়।
জনক ত্রিগর্ত্ত বার্ত্ত জয় জন্মেজয় ॥
শত ধৃতরাষ্ট্র আছে ভীষ্ম দুই শত।
শত ভীম কৃষ্ণার্জ্জুন শত আর কত ॥
প্রতীপ শান্তনু পাণ্ডু জনক তোমার।
কতেক কহিব কথা যত আছে আর ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ আদি বহু ফল দান।
যত যত আছে তত না যায় বাখান ॥
বরুণের সভা কহি কর অবধান।
অপূর্ব্ব সভার শোভা বিচিত্র বাখান ॥
বিশ্বকর্ম্মা বিরচিল সভা অনুপম।
জলের ভিতরে সে পুষ্করমালী নাম ॥
শত শত যোজন বিস্তার দীর্ঘ তার।
নানা রত্ন বহু বর্ণ কহিতে বিস্তার ॥
দিবসে বরুণ তথা বারুণী সহিত।
পুত্র পৌত্র পাত্রমিত্র সহ পুরোহিত ॥
দ্বাদশ আদিত্য আর নাগগণ যত।
বাসুকী তক্ষক কর্কোটক ঐরাবত ॥
সংহ্লাদ প্রহ্লাদ বলি নমুচি দানব।
বিপ্রচিত্তি কালকেয় দুর্ম্মুখ শরভ ॥
মূর্ত্তিমন্ত চারি সিন্ধু আর নদীগণ।
জাহ্নবী যমুনা সিন্ধু সরস্বতী শোণ ॥
চন্দ্রভাগা বিপাশা বিতস্তা ইরাবতী।
শতদ্রু সরযু আর নদী চর্ম্মন্বতী ॥
কিম্পুনা বিদিশা কৃষ্ণবেণী গোদাবরী।
নর্ম্মদা বিশল্যা বেণ্বা লাঙ্গলী কাবেরী ॥
দেবনদী মহানদী ভারবী ভৈরবী।
ক্ষীরবতী দুগ্ধবতী লোহিতা সুরভী ॥
করতোয়া গণ্ডকী আত্রেয়ী শ্রীগোমতী।
ঝুমঝুমি স্বর্ণরেখা নদী পদ্মাবতী ॥

মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় আছে সবে।
তড়াগ পুকুর আদি বরুণেরে সেবে ॥
চারি মেঘ বৈসে তথা সহ পরিবার।
কহিতে না পারি কত যত বৈসে আর ॥
কুবেরের সভা রাজা কর অবধান।
কৈলাস শিখরে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ ॥
শতেক যোজন দীর্ঘ বিস্তার সত্তরি।
নিবসে গুহ্যক যক্ষ কিন্নর কিন্নরী ॥
চিত্রসেনা রম্ভা ইরা ঘৃতাচী মেনকা।
চারুনেত্রা উর্ব্বশী বুদ্‌বুদী চিত্ররেখা ॥
মিশ্রকেশী অলম্বুষা এই মহাদেবী।
নৃত্য গীত বাদ্যে সদা কুবেরেরে সেবি ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ আছে লক্ষ লক্ষ।
প্রেত ভূত পিশাচ রাক্ষস দিব্য রক্ষ ॥
ফলকক্ষ ফলোদক তুম্বুরু প্রভৃতি।
হাহা হুহু বিশ্বাবসু বিসু চিত্রসেন কৃতী ॥
চিত্ররথ মহেন্দ্র মাতঙ্গ বিদ্যাধর।
বিভীষণ স্থিতি সদা সহ সহোদর ॥
ফণা ধরে নাগগণ মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া।
হিমাদ্রি মৈনাক গন্ধমাদন মলয়া ॥
আমিও থাকি যে, আমা তুল্য বহু আছে।
উমা সহ সদানন্দ সদা তার কাছে ॥
নন্দী ভৃঙ্গী গণপতি কার্ত্তিক বৃষভ।
পিশাচ খেচর দানা শিবাগণ সব ॥
আর যত আছে তাহা কহিতে কে পারে।
কহিব ব্রহ্মার সভা শুন অতঃপরে ॥
পূর্ব্বে দেবযুগে দিবা নামে দিবাকর।
ভ্রমেন মনুষ্যলোকে হ'য়ে দেহধর ॥
আচম্বিতে আমারে দেখিয়া মহাশয়।
দিব্যচক্ষে জানিয়া নিলেন পরিচয় ॥
ব্রহ্মার সভার গুণ কহিলে আমারে।
শুনিয়া হইল ইচ্ছা সভা দেখিবারে ॥
তাঁরে জিজ্ঞাসিলাম করিয়া সবিনয়।
কিমতে ব্রহ্মার সভা মম দৃশ্য হয় ॥
বলিলেন সহস্র বৎসর ব্রতী হৈয়া।
করহ কঠোর তপ হিমালয়ে গিয়া।
শুনি করিলাম তপ সহস্র বৎসর।
পূনর্ব্বার আইলেন দেব দিবাকর ॥
আমা সঙ্গে করিয়া গেলেন ব্রহ্মপুরী।
দেখিলাম যাহা, তাহা কহিতে না পারি ॥
তার অন্ত নাহিক, নাহিক পরিমাণ।
মানসিক সেই সভা ব্রহ্মার নির্ম্মাণ ॥
চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া সে সভার কিরণ।
শূন্যেতে শোভিছে সভা না যায় নয়ন ॥
তথায় থাকিয়া বিধি করেন বিধান।
প্রজাপতিগণ থাকে তাঁর সন্নিধান ॥
প্রচেতা মরীচি দক্ষ পুলহ গৌতম।
আঙ্গিরা বশিষ্ঠ ভৃগু সনক কর্দ্দম ॥
কশ্যপ বশিষ্ঠ ক্রতু পুলস্ত্য প্রহ্লাদ।
বালখিল্য অগস্ত্য মাণ্ডব্য ভরদ্বাজ ॥
গন্ধর্ব্ব সকল আছে মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া।
আয়ুর্ব্বেদ চন্দ্র তারা সূর্য্য সন্ধ্যা ছায়া ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কান্তি শান্তি ক্ষমা
অষ্টবসু নবগ্রহ শিব সহ উমা ॥
চতুর্ব্বেদ ছয় শাস্ত্র তন্ত্র স্মৃতি শ্রুতি।
চারিযুগ বর্ষ মাস দিবা সহ রাতি ॥
সাবিত্রী ভারতী লক্ষ্মী অদিতি বিনতা।
ভদ্রা ষষ্ঠি অরুন্ধতা কদ্রু নাগমাতা ॥
মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আছেন নারায়ণ।
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন ॥
আমার কি শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি।
নিত্য নিত্য আসি সেবে সৃষ্টি অধিকারী
এত সভা দেখিয়াছি আমি এ নয়নে।
তব সভা তুল্য নাহি মনুষ্য ভুবনে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন তুমি মনোজব।
শুনিলাম তোমার প্রসাদে এই সব ॥
এক বাক্যে বিস্ময় হইল মম মনে।
যতেক নৃপতি সব যমের ভবনে ॥
একা হরিশ্চন্দ্র কেন যমের আলয়।
কোন্ পুণ্য তপ দানে কহ মহাশয় ॥
যমালয়ে যবে দেখিলেন মম পিতা।
আমার কারণ কিছু কহিলেন কথা ॥

নারদ বলেন শুন পাণ্ডব প্রধান ।
সূর্য্যবংশে শ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রের আখ্যান ॥
এক রথে জিনিয়া লইল মর্ত্ত্যপুর ।
বাহুবলে হৈল সপ্ত দ্বীপের ঠাকুর ॥
রাজসূয় যজ্ঞ সে করিল হরিশ্চন্দ্র ।
আজ্ঞায় আইল যত ছিল রাজবৃন্দ ॥
অনেক ব্রাহ্মণ আইল যজ্ঞের সদন ।
প্রতি দ্বিজে সেই রাজা করিল সেবন ॥
সব রাজা হ'তে সে করিল বড় কাজ ।
যেই ফলে স্বর্গে সে হইল দেবরাজ ॥
আর যত রাজা রাজসূয় যজ্ঞ কৈল ।
সম্মুখ সংগ্রাম করি তাহারা মরিল ॥
যোগিগণ যোগে নিজ দেহ ত্যাগ করে ।
সেই সব লোক বসে ইন্দ্রের নগরে ॥
কহি শুন তোমার পিতার সমাচার ।
যমালয়ে দেখা হৈল সহিত তাঁহার ॥
কহিয়াছিলেন তিনি করিয়া বিনয় ।
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ আমার তনয় ॥
অনুগত তাঁর বীর্য্যবন্ত ভ্রাতৃগণ ।
যাঁহার সহায় কৃষ্ণ কমললোচন ॥
পৃথিবীতে তাঁহার অসাধ্য কিছু নয় ।
রাজসূয় যজ্ঞ তাঁর অনায়াসে হয় ॥
এই রাজসূয় যদি করে ধর্ম্মরাজ ।
হরিশ্চন্দ্র প্রায় থাকি ইন্দ্রের সমাজ ॥
তোমার জনক ইহা কহিল আমারে ।
যে হয় উচিত রাজা করহ বিচারে ॥
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে শ্রেষ্ঠ রাজসূয় গণি ।
বহু বিঘ্ন হয় এতে আমি ভাল জানি ॥
ছিদ্র পেয়ে যজ্ঞ নাশ যক্ষগণ করে ।
যজ্ঞ হেতু রাজগণ যুদ্ধ করি মরে ॥
যেমতে মঙ্গল হয় কর নরপতি ।
আমারে বিদায় কর যাব দ্বারাবতী ॥
এত বলি প্রস্থান করেন মুনিবর ।
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হেতু দ্বারকা নগর ॥
সভাপর্ব্বে অনুপম সভার বর্ণন ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধুজন ॥

শ্রীকৃষ্ণকে আনিতে দূত প্রেরণ ।

মুনিমুখে বার্ত্তা শুনি, তবে ধর্ম্ম নৃপমণি,
মনে মনে করেন চিন্তন ।
অন্য নাহি লয় মনে, কহিলেন ভ্রাতৃগণে,
কি করিব বলহে এখন ॥
নারদ বলেন যত, পিতৃ আজ্ঞা যেইমত,
শুনি হ'ল পুলকিত মন ।
এ যজ্ঞ কর্ত্তব্য কিনা ভেবে দেখ সর্ব্বজনা,
কিসে হয় পূর্ণ আকিঞ্চন ॥
শুনি ভৃত্য মন্ত্রিগণ, কহে তবে সর্ব্বজন,
কেন বৃথা চিন্তিত রাজন ।
চিন্তা কর কোন হেতু, কর রাজসূয় ক্রতু,
তুমি হও সর্ব্ব গুণবান ॥
কিকার্য্য অসাধ্য আছে,কেবা বিরোধিবেপাছে
নাহি হেরি আছে ত্রিভুবনে ।
মন্ত্রিগণ বাক্য শুনি, বিচারেন নৃপমণি,
কি কার্য্য করিব এক্ষণে ॥
যেকর্ম্ম যাহে না শোভে,সেকর্ম্ম করিলেতবে
সভা মাঝে হইব নিন্দন ।
পাছে হয় বিড়ম্বনা, অযশ ঘোষে সর্ব্বজনা,
চিন্তাতে হয়েন নিমগন ॥
বিশেষে বিষম যজ্ঞ, সব লোক নহে যোগ্য,
কিরূপেতে হইবে সাধন ।
কহিয়া সব প্রকাশি,গোবিন্দে আগে জিজ্ঞাসি
কি কহেন শুনি জনার্দ্দন ॥
কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, হরির হইলে শ্রব্য,
করিব এ ব্রত আচরণ ।
যদি দেন অনুমতি. এ যজ্ঞে হইব কৃতী,
নতুবা এ বৃথা আকিঞ্চন ॥
ইহা চিন্তি নরপতি, দূত পাঠাইল তথি,
কৃষ্ণেরে করিতে নিবেদন ।
সে দূত সত্বর হ'য়ে, দ্বারকা প্রবেশে গিয়ে,
দাঁড়াল বন্দি চরণ ॥
কৃষ্ণে করি নমস্কার, একে একে সমাচার,
জানাইল হরিরে তখন ।

কহে সে বিনয় করি, চল তথা তুমি হরি,
তোমা লাগি চিন্তিত রাজন॥
তোমার দর্শন বিনে, কুন্তী-পুত্র দুঃখী মনে,
রহিয়াছে বিরস বদন।
এ কথা কহিবা মাত্র,গোবিন্দ তোলেন গাত্র,
যাইবারে করেন মনন॥
বৈনতেয় আরোহণে, যান ইন্দ্রসেন সনে,
ধর্ম্ম পুত্রে দিতে দরশন।
দিনকর যায় অস্তে, উপনীত ইন্দ্রপ্রস্থে,
হইলেন দেব নারায়ণ॥
কৃষ্ণ আইলেন পুরে শুনি হর্ষ নৃপবরে,
আগুবাড়ি লইতে তখন।
ভ্রাতৃ মন্ত্রী পাঠাইল, অগ্র হৈয়া কৃষ্ণে নিল,
মহা সুখে ভাসে সর্ব্বজন॥
ধর্ম্ম নমস্কার করি, সম্ভাষেণ তবে হরি,
মিষ্ট ভাষে তুষি ভগবান।
ধর্ম্ম নরপতি তবে, কৃষ্ণে পূজে ভক্তিভাবে,
বসিবারে দিল সিংহাসন॥
বসিলেন সবে তথা, চন্দ্রের মণ্ডলী যথা,
রূপের তুলনা নাহি হয়।
শ্রীহরি চরণদ্বয়, যে ভাবে সদা হৃদয়,
ভব মাঝে দুঃখ নাহি রয়॥

গোবিন্দ-যুধিষ্ঠির কথা।

বলেন গোবিন্দ প্রতি ধর্ম্মের কুমার।
নারদেরে কহিলেন জনক আমার॥
রাজসূয় মহাযজ্ঞ দুর্ল্লভ সংসারে।
যুধিষ্ঠিরে রাজসূয় কহ করিবারে॥
এই হেতু যজ্ঞ বাঞ্ছা হইল আমার।
শুন এই কথা কৃষ্ণ কহি সারোদ্ধার॥
পরস্পর আমারে সুহৃদ্ বলে সবে।
কেহ প্রীতে কেহ হিতে কেহ ধনলোভে॥
যে যত বলেন নাহি লয় মম মনে।
যতক্ষণ নাহি শুনি তোমার বদনে॥
বুঝিয়া সন্দেহ প্রভু ভাঙ্গহ আমার।
করিব কি না করিব যে আজ্ঞা তোমার॥

গোবিন্দ বলেন তুমি সর্ব্ব গুণবান।
পৃথিবীর মধ্যে রাজা কে তব সমান॥
যোগ্য হও রাজা তুমি যজ্ঞ করিবারে।
এক নিবেদন আমি করিব তোমারে॥
আমি যাহা কহি তাহা জান ভালমতে।
একলক্ষ রাজা চাহি এ মহাযজ্ঞেতে॥
মগধ ঈশ্বর জরাসন্ধ শ্রেষ্ঠ রাজা।
পৃথিবীর যত রাজা করে তার পূজা॥
তাহারে না মানে হেন নাহি ক্ষিতিমাঝে।
বলেতে বান্ধিয়া আনে যে জন না ভজে॥
তাহার সহায় বহু দুষ্ট রাজগণ।
শিশুপাল দন্তবক্র নৃপতি যবন॥
এমত অনেক যত দুষ্ট নরপতি।
সদাকাল প্রায় থাকে তাহার সংহতি॥
ইক্ষ্বাকু তাহার বংশে যত রাজগণ।
জরাসন্ধে না ভজিল যত যত জন॥
তার ভয়ে নিজ দেশে রহিতে নারিয়া।
উত্তর দেশেতে সবে গেল পলাইয়া॥
জরাসন্ধ দুই কন্যা অস্তি প্রাপ্তি বলি।
কংসের বনিতা দোঁহে আমার মাতুলি॥
স্বামীর কারণে বাপে গোহারি করিল।
সসৈন্যে মগধপতি মথুরা বেড়িল॥
অসংখ্য তাহার সৈন্য কে বর্ণিতে পারে।
ক্ষয় নহে মারিলেক শতেক বৎসরে॥
রাম আমি দুই ভাই করিনু সংহার।
সেই হেতু যুদ্ধ হইল অষ্টাদশবার॥
তবে চিত্তে বিচার করিনু সর্ব্বজন।
মথুরা বসতি আর নহে সুশোভন॥
নিরন্তর দুই কন্যা কহিবেক বাপে।
পুনঃ জরাসন্ধ রাজা আসিবেক কোপে॥
এমত বিচারি সবে মথুরা ত্যজিয়া।
সবে ল'য়ে দ্বারকায় রহিলাম গিয়া॥
সেই যুদ্ধে না আইল যত রাজগণে।
বন্দী করি রাখিয়াছে আপন ভবনে॥
পশুবৎ করি সব রাখিয়াছে রাজা।
সবাকারে বলি দিবে রুদ্রে করি পূজা॥

ছিয়াশী সহস্র রাজা আছে বন্দিশালে ।
তবে যজ্ঞ হয় রাজা সব মুক্ত হৈলে ॥
জরাসন্ধে বিনাশিলে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ।
নিষ্কণ্টকে যজ্ঞ তবে কর মহাশয় ॥
জরাসন্ধ জীয়ন্তে না হয় কোন কাজ ।
তারে মারি বশ কর ভূপতি সমাজ ॥
হইবে অনন্ত জয় সংসার ভিতরে ।
আমার মন্ত্রণা এই কহিনু তোমারে ॥
এতেক বলেন যদি কমললোচন ।
ধর্ম্মের তনয় রাজা, কৃষ্ণেরে কহেন ॥
অনুচিত কহিলা যতেক মহাশয় ।
ইহা না করিলে যজ্ঞ কি প্রকারে হয় ॥
শান্তি আচরণ আমি করি যে প্রথমে ।
পৃথিবী সুসাধ্য আরো করি ক্রমে ক্রমে ॥
পশ্চাতে করিব জরাসন্ধের উপায় ।
মম মত এই কহিলাম যে তোমায় ॥
ভীমসেন বলেন না লয় মম মনে ।
প্রথমে মারিব বৃহদ্রথের নন্দনে ॥
তারে মারি মুক্ত হবে বহু জ্ঞাতিগণ ।
যজ্ঞে বিঘ্ন করে তবে নাহি কোন্ জন ॥
রাজা হ'য়ে শান্তি ভজে লক্ষ্মী নাহি পায় ।
পূর্ব্ব রাজগণ কর্ম্ম কহি শুন রায় ॥
বাহুবলে ভরত শাসিল ভূমণ্ডল ।
মান্ধাতা নৃপতি কর ত্যজিল সকল ॥
প্রতাপেতে কার্ত্তবীর্য্যে ঘোষে জগজ্জনে ।
ভগীরথ খ্যাত করি প্রজার পালনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা কর অবগতি ।
যেমতে হইবে হত মগধের পতি ॥
সৈন্য সাজি তাহারে নারিবে কদাচিত ।
অসংখ্য দুর্দ্দান্ত সৈন্য যাহার সহিত ॥
ভীমার্জ্জুন দেহ রাজা আমার সংহতি ।
উপায়ে করিব হত মগধের পতি ॥
শুনিয়া কহেন রাজা ধর্ম্মের তনয় ।
যতেক কহিলা মম চিত্তে নাহি লয় ॥
মহারাজ জরাসন্ধ রাজচক্রবর্ত্তী ।
যাহারে করেন ভয় ইন্দ্র সুরপতি ॥
যার ভয়ে জগন্নাথ মথুরা ত্যজিয়া ।
পশ্চিম সমুদ্রতীরে রহিলেন গিয়া ॥
তোমরা উভয়ে চক্ষু, কৃষ্ণ মম প্রাণ ।
সঙ্কটেতে পাঠাইতে না হয় বিধান ॥
হেন যজ্ঞে প্রয়োজন নাহিক আমার ।
সন্ন্যাসী হইয়া পাছে ভ্রমিব সংসার ॥
এত শুনি তখন কহেন ধনঞ্জয় ।
কেন হেন না বুঝিয়া বল মহাশয় ॥
বিনা দুঃখে সঙ্কটেতে নহে কোন কর্ম্ম ।
সুকর্ম্মবিহীন রাজা বৃথা তার জন্ম ॥
এ উপায়ে কর্ম্ম যদি না হয় সাধন ।
পশ্চাৎ করিবা তাহা যাহা লয় মন ॥
এতেক বলিল যদি ইন্দ্রের নন্দন ।
সাধু বলি প্রশংসা করেন নারায়ণ ॥
ধর্ম্মরাজ বলেন বলহ নারায়ণ ।
জরাসন্ধ নাম তার কিসের কারণ ॥
অত বল ধরে কাহার পাইয়া বর ।
তোমা হিংসি রক্ষা পায় বিস্ময় অন্তর ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কর অবধান ।
জরাসন্ধ বিবরণ কহি তব স্থান ॥
মগধ দেশের রাজা নাম বৃহদ্রথ ।
অগণিত সৈন্যগণ গজ বাজী রথ ॥
তেজে সূর্য্য ক্রোধে যম ধনে ধনপতি ।
রূপে কামদেব রাজা ক্ষমাগুণে ক্ষিতি ॥
নিরন্তর যজ্ঞ করে অন্য নাহি মন ।
দুই কন্যা দিল তারে কাশীর রাজন ॥
পুত্রার্থী পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে মহীপাল ।
না হইল বংশ তার গেল যুবাকাল ॥
আপনারে ধিক্কার করিয়া নরপতি ।
রাজ্য ত্যজি বনে গেল ভার্য্যার সংহতি ॥
গৌতমনন্দন চণ্ডকৌশিক যে ঋষি ।
পরম তপস্বী তিনি সদা বনবাসী ॥
বহুদেশ ভ্রমিয়া নগরে নগরে উপনীত ।
বৃক্ষতলে রাজা তাঁরে দেখে আচম্বিত ॥
তবে রাজা প্রণমিল মুনির চরণ ।
মুনি জিজ্ঞাসিল রাজা কোথায় গমন ॥

করযোড়ে ভূমিপতি বলিল বচন।
মম দুঃখ অবধান কর তপোধন॥
বহু কর্ম্ম করিলাম রাজ্যে হ'য়ে রাজা।
সমুচিত বিধানেতে পালিলাম প্রজা॥
ধন জনে আর মন নাহি তপোধন।
সব শূন্য দেখি মুনি, পুত্রের কারণ॥
এই হেতু রাজ্য ত্যজি যাই বনবাস।
তপস্যা করিব গিয়া লইয়া সন্ন্যাস॥
রাজার বিনয় শুনি গৌতম-নন্দন।
ধ্যানেতে বসিয়া মুনি চিন্তে ততক্ষণ॥
হেনকালে দৈবে সেই আম্রবৃক্ষ হৈতে।
শূন্য হ'তে এক আম্র পড়িল ভূমিতে॥
আম্র ল'য়ে মুনিবর হৃদে লাগাইল।
হরিষে রাজার করে অর্পিয়া কহিল॥
এ ফল খাইতে দেহ প্রধান ভার্য্যারে।
গুণবান পুত্র হবে তাহার উদরে॥
বাঞ্ছা পূর্ণ হৈল রাজা যাও নিজ ঘর।
এত শুনি আনন্দিত হৈল নরবর॥
মুনি প্রণমিয়ে রাজা নিজালয়ে গেল।
দুই ভার্য্যা সমান দোঁহারে বাঁটি দিল॥
দুই ভাগ করি দোঁহে করিল ভক্ষণ।
এককালে গর্ভবতী হৈল দুইজন॥
একত্র প্রসব দোঁহে হৈল এককালে।
আনন্দে নিরখে দোঁহে সেই দুই বালে॥
এক চর্ম্ম নাশা কর্ণ এক পদ কর।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ অঙ্গ দেখি বিস্ময় অন্তর॥
হৃদয়ে হানিয়া কর বিষাদে বলিল।
দশ মাস গর্ভব্যথা বৃথা বহা গেল॥
সেইক্ষণে ফেলাইয়া দিল দাসীগণ।
জরা নামে রাক্ষসী আইল ততক্ষণ॥
সদাই শোণিত মাংস আহার যাহার।
সংসারের গর্ভপাত শাসন তাহার॥
রাজগৃহে গর্ভপাত শুনিয়া ধাইল।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ অঙ্গ দেখি বিস্ময় মানিল॥
আপন নয়নে ইহা কখন না দেখে।
দুই হাতে দুইখান লইয়া নিরখে॥

রহস্য দেখিয়া দুই সংযোগ করিল।
আচম্বিতে দুই অঙ্গ একত্র হইল॥
উঙা উঙা করি কান্দে মুখে হাত ভরি।
আশ্চর্য্য হইয়া চিত্তে ভাবে নিশাচরী॥
না হবে উদর পূর্ণ ইহারে খাইলে।
নৃপতি হইবে তুষ্ট এ পুত্র পাইলে॥
এত চিন্তি কোলে করি লইল নন্দন।
মেঘের গর্জ্জন জিনি শিশুর নিঃস্বন॥
মনুষ্যের মূর্ত্তি ধরি জরা নিশাচরী।
রাজার সম্মুখে গেল পুত্র কোলে করি॥
নৃপতিরে কহিল সকল বিবরণ।
হের ধর লও রাজা আপন নন্দন॥
পুত্র পেয়ে উল্লাসিত হইল নৃপতি।
তবে জিজ্ঞাসিল রাজা রাক্ষসীর প্রতি॥
কে তুমি কোথায় বাস কি তোমার নাম।
কার কন্যা কার ভার্য্যা কোথা তব ধাম॥
এত স্নেহ আমারে তোমার কি কারণে।
আমারে এমত করে নাহি ত্রিভুবনে॥
রাজার বচন শুনি বলে নিশাচরী।
আমারে সৃজিল অগ্রে সৃষ্টি অধিকারী॥
শিশুর বিনাশে মম হইল সৃজন।
সর্ব্ব গৃহে থাকি আমি ভক্ষ্যের কারণ॥
পুত্র পৌত্র সহ মোরে যে গৃহস্থ পূজে।
বিবিধ বিধানে সুখ মম বরে ভুঞ্জে॥
নিষ্কণ্টকে তাহার বালকগণ বাড়ে।
নির্ব্যাধি সে হয়, ব্যাধি তাদের ছাড়ে॥
তব গৃহে পূজা রাজা পাই অনুক্ষণ।
তেঁই রক্ষা করিলাম তোমার নন্দন॥
সমুদ্রে শোষয়ে রাজা মম এই পেটে।
সুমেরু সদৃশ মাংস খাইলে না আঁটে॥
এত বলি রাক্ষসী চলিল নিজ স্থান।
পুত্র পেয়ে নরপতি মহা হর্ষ মন॥
জাতকর্ম্ম বিধিমত করিল রাজন।
অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগণ॥
জরায় সন্ধিত হেতু নাম জরাসন্ধ।
দিনে দিনে বাড়ে যেন শুক্লপক্ষ চন্দ্র॥

কতদিনে বৃহদ্রথ পুত্রে রাজ্য দিয়া।
ভার্য্যা সহ বনে গেল ব্রহ্মচর্য্য নিয়া ॥
জরাসন্ধ রাজা হৈল বলে মহাবল।
নিজ ভুজবলেতে শাসিল ভূমণ্ডল ॥
দুই সেনাপতি হংস ডিম্বক তাহার।
সর্ব্বত্র অভয় অস্ত্রে অভেদ আকার ॥
তিন জন মহাবীর অজেয় সংসারে।
চতুর্থ জামাতা কংস মহাবল ধরে ॥
আমা হৈতে ভোজপতি যবে হ'ল হত।
তথা হৈতে গদা প্রহারিল বার্হদ্রথ ॥
শতেক যোজন গদা এল আচম্বিতে।
মথুরা কাঁপিল যেন গিরি বজ্রাঘাতে ॥
সংগ্রামে সাজিয়া আসে অষ্টাদশ বার।
ত্রয়োদশ অক্ষৌহিণী সহ পরিবার ॥
হংস নামে এক রাজা ছিল সঙ্গে তার।
বলভদ্র হাতে তার হইল সংহার ॥
মরিল মরিল হংস হৈল এই শব্দ।
শুনিয়া মগধ লোক হইলেক স্তব্ধ ॥
ডিম্বক আছিল সেই রাজ্যের রক্ষণ।
শুনিল সংগ্রামে হ'ল ভ্রাতার মরণ ॥
সহিতে নারিল, শোকে হইল অস্থির।
ডুবিয়া যমুনা-জলে ত্যজিল শরীর ॥
জরাসন্ধ সহ তবে হংস গেল ঘর।
শুনিল মরিল শোকে ডুবিয়া সোদর ॥
হেনমতে ডুবিয়া মরিল দুইজন।
একমাত্র জরাসন্ধ আছয়ে দুর্জ্জন ॥
সংগ্রামে জিনিতে তাঁরে না দেখি ভুবনে।
উপায় আছয় এক চিন্তিয়াছি মনে ॥
মল্লযুদ্ধ বিনা তার না হয় নিধন।
বৃকোদর বাহুবলে করিবে সাধন ॥
আমার হৃদয় যদি জান মহাশয়।
আমার বচন তবে করহ প্রত্যয় ॥
পৌরুষ বিভব যদি বাঞ্ছ নরপতি।
ভীমার্জ্জুন দেহ রাজা আমার সংহতি ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
একদৃষ্টে চান ভীমার্জ্জুনের বদন ॥
হৃষ্টমুখ দুই ভাই দেখি নরপতি।
কহেন মধুর বাক্যে গোবিন্দের প্রতি।
কি কারণে এমত বলিলা যদুরায়।
তোমা বিনা পাণ্ডবের কি আছে উপায় ॥
লক্ষ্মী পরাঙ্মুখ যারে সে তোমা না জানে।
সহজে পাণ্ডববন্ধু খ্যাত ত্রিভুবনে ॥
তব নাম নিলে ভয় নাহি ত্রিজগতে।
তার কি আপদ যার থাকিবা সঙ্গেতে ॥
এত বলি নরপতি দুই ভাই ল'য়ে।
গোবিন্দের চরণে দিলেন সমর্পিয়ে ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার ॥

মগধরাজ্যে ভীমার্জ্জুন সহিত
শ্রীকৃষ্ণের যাত্রা।

শুভক্ষণ করিয়া চলেন তিন জন।
পদব্রজে ধরি ব্রহ্মচারীর লক্ষণ ॥
পদ্মসর লঙ্ঘিয়া পর্ব্বত কালকূট।
গণ্ডকী ঘর্ঘর বর্ত্ত বিষম সঙ্কট ॥
সরযু অযোধ্যা আর নগর মিথিলা।
ভাগীরথী সরস্বতী যমুনা আইলা ॥
পার হৈয়া পূর্ব্ব মুখে যান তিন জনে।
গেলেন মগধ রাজ্যে তারা কত দিনে ॥
চৈত্ররথ আদি করি পঞ্চ মহাগিরি।
তাহার মধ্যেতে বৈসে গিরি ব্রজপুরী ॥
অনুপম দেশ সেই দেখিতে সুন্দর।
ধন ধান্য গো মহিষ সহিত নগর ॥
ভীমার্জ্জুনে বলেন গোবিন্দ মহামতি।
এই পঞ্চ গিরি মধ্যে নগর বসতি ॥
পঞ্চ পর্ব্বতের কথা শুন দুই জন।
শত্রু দেখি দ্বার রুদ্ধ হয় ততক্ষণ।
আর এক আশ্চর্য্য আছয়ে দুয়ারেতে।
তিন গোটা ভেরী শব্দ করে আচম্বিতে ॥
শত্রু দেখি ভেরী শব্দ করয়ে যখন।
সজাগ হইয়া সেনা করয়ে সাজন ॥
শত্রুবাপী অর্ব্বুদ এ দুই নাগবর।
যার ভয়ে রিপু নাহি প্রবেশে নগর ॥

মহারথীগণ সব রক্ষা করে দ্বার।
ইহার উপায় এক করহ বিচার ॥
অর্জ্জুন বলেন ভেরী রৈল মম ভাগে।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন নিবারিব দুই নাগে ॥
ভীম বলিলেন মম পর্ব্বতের ভার।
অন্য পথে যাব পুরে না যাইব দ্বার ॥
এইরূপ বিচার করেন তিনজন।
দ্বার ত্যজি করিলেন গিরি আরোহণ ॥
নাগের কারণ দেব কৃষ্ণ মহামতি।
খগপতি স্মরণ করেন শীঘ্রগতি ॥
আইল ভুজঙ্গরিপু কৃষ্ণের স্মরণে।
এ তিন ভুবন কম্পে যাহার গর্জ্জনে ॥
ভয়েতে ভুজঙ্গ দুই প্রবেশে পাতালে।
কৃষ্ণেরে মেলানি মাগি খগপতি চলে ॥
ভেরী হেতু অর্জ্জুন এড়িলা শব্দভেদী।
এক অস্ত্রে তিন ভেরী ফেলিলেন ছেদী ॥
চৈত্রগিরি পৃষ্ঠে করিলেন আরোহণ।
রিপু দেখি গিরিবর করয়ে গর্জ্জন ॥
গিরিশৃঙ্গ ধরি ভীম উপাড়িয়া করে।
অচল করিল বজ্রমুষ্টির প্রহারে ॥
পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া কৈল নগরে প্রবেশ।
সুরপুর সম দেখে জরাসন্ধ দেশ ॥
সুগন্ধি কুসুম মাল্য দেখি সুশোভন।
বলে ল'য়ে তিন জন করেন ভূষণ ॥
পূর্ব্ব দ্বার লঙ্ঘিয়া গেলেন তিন জনা।
অন্তঃপুরে যাইতে ব্রাহ্মণে নাহি মানা ॥
তিন দ্বার লঙ্ঘিয়া গেলেন অন্তঃপুর।
যথা আছে মহীপাল জরাসন্ধ শূর ॥
যজ্ঞদীক্ষা লইয়াছে যজ্ঞেতে তৎপর।
উপবাসী ব্রতী হ'য়ে আছে একেশ্বর ॥
কেবল ব্রাহ্মণগণ আসে তথাকারে।
বিনাহ্বানে অন্য জন যাইতে না পারে ॥
তিন দ্বিজ দেখি রাজা উঠি যোড়হাতে।
অগ্রসরি আসিয়া লইল কত পথে ॥
বসিবারে দিল দিব্য কনক আসন।
স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া বৈসেন তিনজন ॥
তিন জন মূর্ত্তি রাজা করে নিরীক্ষণ।
শাল বৃক্ষ কোঁড়া যেন অঙ্গের বরণ ॥
আজানুলম্বিত বাহু বলের আধার।
অস্ত্রচিহ্ন লেখা আছে অঙ্গে সবাকার ॥
ভূষণ বিবিধ মালা দেখিয়া রাজন।
নিন্দা করি বলিতে লাগিল ততক্ষণ ॥
ব্রতী বিপ্র হ'য়ে কেন হেন অনাচার।
সুগন্ধি চন্দন মাল্য অঙ্গে সবাকার ॥
মুনিগণ কহে আর আমি জানি ভালে।
ব্রাহ্মণ কখন মাল্য নাহি পুরে গলে ॥
পরিধান বহুবিধ বিচিত্র বসন।
বিপ্রদেহে অস্ত্রচিহ্ন কিসের কারণ ॥
সত্য কহ তোমরা যে হও কোন্ জাতি।
কি হেতু আইলা বল আমার বসতি ॥
দ্বিজ বিনা আসে হেথা নাহি অন্যজন।
চোররূপে আসিয়াছ লয় মম মন ॥
চৈত্রগিরি শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া আইলে হেথায়।
রাজদ্রোহ পাপভয় নাহিক তোমায় ॥
কি হেতু আইলা কোন্ ভিক্ষা অনুসারে।
কোন্ বিধিমতে করি পূজা সবাকারে ॥
এত শুনি বাসুদেব বলেন বচন।
গভীর নিনাদ যেন শরীর দাহন ॥
পুষ্পমাল্য সদা রাজা লক্ষ্মীর আশ্রয়।
লক্ষ্মীপ্রিয় কর্ম্মেতে কাহার বাঞ্ছা নয় ॥
দ্বারে না আইলা হেন বলিলে বচন।
শত্রুগৃহ দ্বারেতে না যাই কদাচন ॥
জরাসন্ধ বলে মম না হয় স্মরণ।
কবে শত্রু আমার তোমরা তিনজন ॥
না হিংসিতে যেইজন হিংসা আসি করে।
তার সম পাপী নাহি সংসার ভিতরে ॥
কারো হিংসা নাহি করি আমি মনে জানি।
কিমতে তোমার শত্রু কহ দেখি শুনি ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি কহ বিপরীত।
তোমার যতেক নিন্দা জগতে বিদিত ॥
পৃথিবীর রাজা সব বান্ধিয়া আনিলে।
পশুবৎ রাখিয়াছ নিজ বন্দীশালে ॥

মহাদেবে বলি দিবা শুনিনু শ্রবণে।
বল দেখি হেন কর্ম্ম করে কোন্ জনে ॥
আপদভঞ্জন আমি ধর্ম্মের রক্ষণ।
জ্ঞাতিহিংসা দেখিতে না পারি কদাচন ॥
ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী অষ্টাদশবার।
হারি পলাইলা সব করিয়া সংহার ॥
সেই কৃষ্ণ আমি বসুদেবের নন্দন।
পাণ্ডুপুত্র ভীমার্জ্জুন এই দুইজন ॥
আপনার হিত যদি বাঞ্ছহ রাজন।
আমার বচনে রাজ্য ছাড় রাজগণ ॥
নহে যুদ্ধ কর রাজা আমার সংহতি।
দুই কর্ম্মে তোমার যেমন লয় মতি ॥
শ্রীকৃষ্ণের বচনে জ্বলিল জরাসন্ধ।
অশেষ বিশেষে গোবিন্দেরে বলে মন্দ ॥
পূর্ব্বকথা বিস্মরণ হইল তোমার।
যুদ্ধে পলাইয়া গেলে শৃগাল আকার ॥
পৃথিবী ছাড়িয়া গেলে সমুদ্র ভিতরে।
কভু নাহি শুনি পুনঃ আসিতে নগরে ॥
এখন তোমারে দেখি আপনার দেশে।
করিলে অদ্ভুত কর্ম্ম বল কি সাহসে ॥
দর্প করি কহিলে ছাড়িতে রাজগণ।
কাহার শরীরে সহে এমত বচন ॥
ভুজবলে বান্ধি আনিলাম রাজগণে।
সঙ্কল্প করেছি বলি দিব ত্রিলোচনে ॥
পূর্ব্বকথা তব বুঝি নাহিক স্মরণে।
যাও গোপসুত লজ্জা নহিল বদনে ॥
সংগ্রাম মাগিলা কেন না বুঝি কারণ।
তোমা ছার সহিত যুঝিবে কোন্ জন ॥
যেবা ভীমার্জ্জুন দেখি অত্যল্প বয়স।
ইহাদের সহ যুদ্ধে হইবে অযশ ॥
মারিলে পৌরুষ নাহি হারিলে অযশ।
পলাও বালকদ্বয় না কর সাহস ॥
গোপালের বলে বুঝি করিলা উদ্যম।
না জানহ জরাসন্ধ কৃতান্তের যম ॥
এতেক বলিল যদি জরাসন্ধ কোপে।
ক্রোধে বীর বৃকোদর অধরোষ্ঠ কাঁপে ॥
গোবিন্দ বলেন মিথ্যা না কর বড়াই।
তোমার বিচারে দেখি সম কেহ নাই ॥
সে কারণে হীনবল দেখি রাজগণে।
বলে ধরি মারিবারে চাহ অকারণে ॥
না করিবা ইচ্ছা যদি আমা সহ রণ।
এ দোঁহার মধ্যে তব যারে লয় মন ॥
বালক বলিয়া চিত্তে না ভাবিও তুমি।
ক্ষণেকে জানিবে অগ্রে চল যুদ্ধভূমি ॥
জরাসন্ধ বলে যদি ইচ্ছিলে মরণ।
রণ বাঞ্ছা করিলে করিব আমি রণ ॥
কিরূপে করিবে রণ কহ দেখি শুনি।
এত শুনি তাহারে কহেন চক্রপাণি ॥
বিধির নিয়ম এই ক্ষত্রধর্ম্মে কয়।
সৈন্যে সৈন্যে যুদ্ধ কিংবা একা একা হয় ॥
একাকী করহ যুদ্ধ ইচ্ছা যার সনে।
গদাযুদ্ধ মল্লযুদ্ধ যেই লয় মনে ॥
শুনিয়া বলিছে বৃহদ্রথের কুমার।
ভুজবলে মহামত্ত করি অহঙ্কার ॥
সহজে বালক এই বিশেষ অর্জ্জুন।
হীনবল সহ যুদ্ধ না করে নিপুণ ॥
কোমল বালক প্রায় দেখি যে নয়নে।
কিছুমাত্র বৃকোদর লয় মম মনে ॥
ভীমের সহিত আজি করিব সমর।
এত বলি উঠিল মগধ দণ্ডধর ॥
দুই গোটা গদা রাজা আনিল তখনি।
ভীমে দিল এক, এক লইল আপনি ॥
নগর বাহিরে গেল রঙ্গ ভূমি যথা।
ধাইল নগর লোক শুনি যুদ্ধকথা ॥
কৌতুক দেখেন কৃষ্ণ থাকিয়া অন্তর।
নৃপতি যুঝিছে সহ বীর বৃকোদর ॥
অপূর্ব্ব সংগ্রাম করে ভীম জরাসন্ধ।
বিস্তারে রচিয়া কহে ত্রিপদীর ছন্দ ॥
সভাপর্ব্ব সুধারস জরাসন্ধ বধে।
কাশীদাস দেব কহে গোবিন্দের পদে ॥

———

জরাসন্ধ সহ ভীমের যুদ্ধ।

অপূর্ব্ব সংগ্রাম, না হয় বিরাম,
হইল মগধ ভীমে।
গজরাজ নক্রে, বেত্রাসুর শক্রে,
যেমত রাবণ রামে॥
কেশ বাস সারি, করে গদা ধরি,
দুজন হইল আগে।
কর্কশ বচন, করিছে ভর্ৎসন,
দুই জন মত্ত রাগে॥
আরে রে পাণ্ডব, কোথা রে খাণ্ডব,
আইলা মগধ দেশে।
নিকট মরণ, এই সে কারণ,
দৈবে বান্ধি আনি পাশে॥
শুনিয়া তর্জ্জন, করিয়া গর্জ্জন,
বলিছে কুন্তীর সুত।
তোমারে শমন, করিল মনন,
আমি হ'য়ে এলাম দূত॥
ক্রোধে বৃকোদর, কম্পে কলেবর,
যেমন কদলীপাত।
মণ্ডলী করিয়া, ত্বরিত ফিরিয়া,
দোঁহে করে করাঘাত॥
বিপরীত নাদ, পড়িল প্রমাদ,
শ্রবণে লাগিল তালা।
দন্ত কড়মড়, শ্বাসে বহে ঝড়,
উড়ি যায় মেঘমালা॥
করে করে ছাঁদি, পদে পদে বান্ধি,
দুই জনে দোঁহে টানে।
ক্ষণে দোঁহা ছাড়ি, শিরে শিরে তাড়ি,
হৃদয়ে হৃদয় হানে॥
উরুতে জঘনে, ছান্দিল সঘনে,
ভূমে গড়াগড়ি যায়।
শ্রমজল অঙ্গে, রণধূলি সঙ্গে,
ঢাকিল দোঁহার গায়॥
রুধিরে জর্জ্জর, দুই কলেবর,
অন্তর হইয়া ক্ষণে॥
ক্রোধে কায় কম্পে, যেন দুই ঝম্পে,
দোঁহাপর দুইজনে॥
ঘোর নাদ চট, দোঁহে বাহুস্ফোট,
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে।
পদে ভূ বিদারে, চাপিয়া অধরে,
তর্জ্জনী তুলিয়া গর্জ্জে॥
সে দোঁহে দোঁহারে, গদার প্রহারে,
হৃদে ভুজ শির পিঠে।
ঘোরতর রণ, দেখে সর্ব্বজন,
গদাঘাতে অগ্নি উঠে॥
কেহ নহে ঊন, ধরি পুনঃ পুনঃ
হৃদয়ে হৃদয় চাপে।
ভুজে ভুজে ভিড়ি, ভূমিতলে পড়ি,
পুনঃ দোঁহে উঠে লাফে॥
যেন দ্বি বারণ, বারুণী কারণ,
যুঝয়ে পর্ব্বত মাঝে।
যেন দ্বি বৃষভে, সুরভীর লোভে,
গোষ্ঠের ভিতর যুঝে॥
কার্ত্তিক প্রথমে, প্রতিপদ ক্রমে,
অহর্নিশি দোঁহে রণে।
হৈল চতুর্দ্দশী, কহে দাস কাশী,
বিশ্রাম না বায়ু পানে॥

জরাসন্ধ বধ।

অহর্নিশি চতুর্দ্দশ দিবস সংগ্রাম।
নিশ্বাস ছাড়িতে দোঁহে না করে বিশ্রাম॥
অনাহারে পীড়িত দোঁহার কলেবর।
নিস্তেজ হইল বৃহদ্রথের কুঙর॥
অচল হইল অঙ্গ হরিলেক জ্ঞান।
তথাপি দণ্ডায়মান ছিল বিদ্যমান॥
পবননন্দন ভীম মহাপরাক্রম।
এত যুদ্ধে শরীরে তিলেক নাহি শ্রম॥
ডাকিয়া বলেন কৃষ্ণ কি দেখহ আর।
এইকালে শত্রু কেন না কর সংহার॥
কৃষ্ণের বচনে ক্রোধ করি বৃকোদর।
পায়ে ধরি ফেলিলেন ভূমির উপর॥

পৃষ্ঠা—২৩৬। জরাসন্ধ বধ।

পুনরপি ধরে তারে কুন্তীর কুমার ।
দুই পায়ে ধরিয়া ভ্রমায় চক্রাকার ॥
শতবার ভ্রমাইয়া ফেলে ভূমিতলে ।
বক্ষঃস্থলে চাপিয়া বসিল মহাবলে ॥
কণ্ঠে জানু দিয়া, বুকে বজ্রমুষ্টি মারে ।
গুরুতর গর্জ্জনেতে কাঁপে ধরাপরে ॥
রাজ্যের যতেক লোক হৈল মৃতপ্রায় ।
কাহার' বচন কেহ শুনিতে না পায় ॥
গর্ভবত'র স্ত্রীর গর্ভ পড়িল খসিয়া ।
হস্তী অশ্ব আদি পশু যায় পলাইয়া ॥
যথাশক্তি বৃকোদর করেন প্রহার ।
তথাপি না হয় জরাসন্ধের সংহার ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া ভীম বলেন কৃষ্ণেরে ।
যথাশক্তি করিলাম প্রহার ইহারে ॥
ইহার মরণ আমি না দেখি উপায় ।
এত শুনি ডাকিয়া কহেন যদুরায় ॥
পূর্ব্বে সন্ধি কহিয়াছি কেন বিস্মরণ ।
সেই ছিদ্রে জরাসন্ধ হইবে নিধন ॥
বৃকোদরে দেখাইয়া দিলেন শ্রীনাথ ।
দুই করে ধরি চিরিলেন বেণাপাত ॥
দেখিয়া হলেন তুষ্ট কুন্তীর নন্দন ।
পুনরপি ধেয়ে যান করিয়া গর্জ্জন ॥
বজ্রমুষ্টি মারিয়া পাড়েন ভূমিতলে ।
সিংহ যেন মৃগ ধরি ফেলে অবহেলে ॥
একপদ পদে চাপি এক পদে কর ।
হুঙ্কারিয়া টানিলেন বীর বৃকোদর ॥
মধ্যখান চিরিয়া করেন দুইখান ।
জন্মকাল অঙ্গ প্রাপ্তে হারাইল প্রাণ ॥
জরাসন্ধ পড়িল সহর্ষ নারায়ণ ।
আনন্দেতে তিনজনে কৈল আলিঙ্গন ॥
রাজ্যেতে যতেক লোক প্রমাদ গণিল ।
জরাসন্ধ-সুত সহদেব-নাম ছিল ॥
আশ্বাসিয়া জগন্নাথ করেন অভয় ।
মগধ রাজ্যেতে সেই দণ্ডধর হয় ॥
বন্দিশালে যতেক আছিল রাজগণ ।
একে একে সবাকার ঘুচিল বন্ধন ॥
নানারত্নে সবাকারে করিল ভূষণ ।
করযোড়ে স্তুতি করি কহে রাজগণ ॥
সদয় হৃদয় তুমি সেবক-রঞ্জন ।
দুর্ব্বলের বল গর্ব্বি গৌরব-ভঞ্জন ॥
অনাথের নাথ তুমি হিংসকের অরি ।
ধর্ম্মের পালন হেতু মর্ত্তে অবতরি ॥
কে বর্ণিতে পারে গুণ বেদে অগোচর ।
সদা যোগ ধ্যানে যারে না পান শঙ্কর ॥
জরাসন্ধ নৃপবর যত দুঃখ দিল ।
তোমারে হেরিয়া হরি সব দূর হৈল ॥
অভয় পঙ্কজপদ দেখিনু নয়নে ।
বদনে অমৃত ভাষা শুনিনু শ্রবণে ॥
বলে জরাসন্ধ প্রভু করিল বন্ধন ।
এতদিনে বলি দিত সব রাজগণ ॥
কৃপায় সবারে প্রভু করিলা উদ্ধার ।
এ কর্ম্ম তোমার প্রভু কিছু নহে ভার ॥
আজ্ঞা কর আমরা করিব কিবা কার্য্য ।
গোবিন্দ বলেন সবে যাও নিজ রাজ্য ॥
এত শুনি রাজগণ করে অঙ্গীকার ।
প্রণমিয়া দেশে সবে গেল যে যাহার ॥
তবে জরাসন্ধ রথ আনি নারায়ণ ।
তিনজনে সে রথে করেন আরোহণ ॥
অপূর্ব্ব সুন্দর রথ লোকে অগোচর ।
সেই রথে চড়ি পূর্ব্বে দেব পুরন্দর ॥
দলিল দানবগণ ঊনশতবার ।
যোজন পর্য্যন্ত দৃষ্টি হয় ধ্বজ যার ॥
ইন্দ্র হৈতে পায় বসু, মগধ ঈশ্বরে ।
বসু হৈতে বৃহদ্রথ, সে দিল কুমারে ॥
সেই রথে চড়িয়া চলেন তিনজন ।
গোবিন্দ গরুড়ে তবে করিলা স্মরণ ॥
আজ্ঞা করিলেন বসিবারে ধ্বজোপর ।
খগপতি ধ্বজরথ ঘোষে চরাচর ॥
শঙ্খনাদ করিয়া চলিলা শীঘ্রগতি ।
ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত তিন মহামতি ॥
যুধিষ্ঠির চরণে করিয়া নমস্কার ।
একে একে কহেন সকল সমাচার ॥

আনন্দেতে যুধিষ্ঠির করি আলিঙ্গন।
গোবিন্দে অনেক পূজা করেন তখন ॥
জরাসন্ধ রথ আর অমূল্য রতন।
কৃষ্ণেরে দিলেন রাজা হ'য়ে হৃষ্টমন ॥
সভাপর্ব্বে সুধারস জরাসন্ধ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়।

করি কৃতাঞ্জলি, পার্থ মহাবলী,
কহেন রাজার আগে।
আজ্ঞা কর রায়, করিব উপায়,
রাজসূয় যজ্ঞভাগে ॥
অতুল কার্ম্মুক, গাণ্ডীব ধনুক,
অক্ষয় তূণ যুগল।
রথ কপিধ্বজ, দেব দত্তাম্বুজ,
চারি তুরঙ্গম বল ॥
অপ্রাপ্য সংসারে, দেব বাঞ্ছা করে,
হেলাতে আমারে মেলে।
এ সবার গুণ, যশ উপার্জ্জন,
শাসিব রাজার দলে ॥
অগম্য যে পথ, কুবের পালিত,
উত্তরে যাইব আমি।
শুনিয়া বচন, স্নেহ আলিঙ্গন,
করেন পাণ্ডব স্বামী ॥
করি শুভক্ষণ, আনি দ্বিজগণ,
যে বেদ বেদাঙ্গ জানে।
মঙ্গল বচনে, মাধব স্মরণে,
মঙ্গল করে বিধানে ॥
রথ গজ বাজী, সেনাগণ সাজি,
চলিল কটক সাথে।
পূর্ব্বদিকে ভীম, নকুল পশ্চিম,
দক্ষিণ কনিষ্ঠ ভ্রাতে ॥
অর্জ্জুনের সেনা, শ্বেত পীত নানা,
বিবিধ বাজনা বাজে।
শঙ্খের বাজন, গজের গর্জ্জন,
শুনি কম্প ক্ষিতিমাঝে ॥
প্রথমে প্রবেশ, কুলিন্দের দেশ,
হেলায় জিনিল তারে।
কালকূট বর্ত্ম জিনিয়া আনর্ত্ত,
সুমণ্ডল নৃপবরে ॥
শাকল সুদ্বীপে, প্রতিবিন্দ নৃপে,
জিনিল ক্ষণেক রণে।
প্রাগ্‌দেশ ধাম, ভগদত্ত নাম,
বিখ্যাত রাজা ভুবনে ॥
তার যত সেনা, না যায় গণনা,
কিরাত কাননবাসী।
বিপরীত মুখ, ধারণ ধনুক,
গুঞ্জাহার মালা ভূষি ॥
করি কেশ গুটি, বান্ধা ঊর্দ্ধ ঝুটী,
বেষ্টিত বৃক্ষের লতা।
পরম হরিষে, ধাইল রণে সে,
শুনিয়া সংগ্রাম কথা ॥
ঘোর ডাক পাড়ে, নানা অস্ত্র ছাড়ে,
হইল উভয়ে রণ।
ভগদত্ত রাজ, পুরন্দরাত্মজ,
মুখামুখী দুইজন ॥
দোঁহে ধনুর্দ্ধর, ফেলে নানা শর,
যাহার যতেক শিক্ষা।
মারুত অনল, সূর্য্য বসু জল,
বিবিধ মন্ত্রেতে দীক্ষা।
অষ্ট অহর্নিশি, দোঁহে উপবাসী,
বিশ্রাম না করে ক্ষণে।
দেখি ভগদত্ত, বলে মহামত্ত,
হাসিয়া বলে অর্জ্জুনে ॥
নিবর্ত্তহ রণ, ইন্দ্রের নন্দন,
তুমি হও সখা সুত।
তোমার জনক, ত্রিদশ পালক,
সখা মম পুরুহূত ॥
মনে ছিল ভ্রম, তোমার বিক্রম,
জানিলাম এতদিনে।
কিসের কারণ, কর তুমি রণ,
হেথা বা আইলে কেনে ॥

বলেন বিজয়, ধর্ম্মের তনয়,
কুরুকুলে হন রাজা।
করিবেন ক্রতু, চাহি এই হেতু,
দিব তাঁরে কিছু পূজা,
য দ মোর প্রতি, হইয়াছ প্রীতি,
তবে নিবেদন করি।
ক্ষম মম দোষ, দেহ কিছু কোষ,
প্রাগ্‌দেশ অধিকারী ॥
বিবিধ পর্ব্বতে, নৃপ শতে শতে,
কতেক লইব নাম।
দিয়া ধনচয়, কেহ মিলে তায়,
কেহ বা করে সংগ্রাম ॥
উলুকের পতি, বৃহন্ত নৃপতি,
করিল অনেক রণ।
মোদাপুর ধাম, দেবক সুদাম,
তিনি দেন বহু ধন ॥
রাজা সেনাসিন্ধু, দিল রত্ন সিন্ধু,
পৌরব পর্ব্বত রাজা।
লোহিতমণ্ডল, রাজা মহাবল,
করিল অনেক পূজা ॥
ত্রিগর্ত্তমণ্ডলে জিনি বীর হেলে,
সিংহপুরে সিংহরাজ।
বাহ্লীক নারদ, নৃপতি কামদ,
বৈসে কামগিরি মাঝ ॥
অপূর্ব্ব সে দেশ, নানা বর্ণ অশ্ব,
শুক ময়ূরের রঙ্গে।
কৌতুকে অর্জ্জুন, 'নিল অশ্বগণ,
বিবিধ রতন সঙ্গে ॥
নৃপতি জীবন, কৈল মহারণ,
হারিয়া ভজিল আসি।
ভুবনে অপূর্ব্ব, দিল বহু দ্রব্য,
নানা বর্ণে রাশি রাশি ॥
তবে একে একে, জিনিয়া সবাকে,
উঠিল হেমন্তগিরি।
তাহে যত ছিল, হেলায় জিনিল,
গন্ধর্ব্ব দানবপুরী ॥

পর্ব্বত কৈলাস, কুবেরের বাস,
যক্ষ রক্ষ কোটি কোটি।
মনুষ্য কিন্নর, হইল সমর,
হলেন জয়ী কিরীটি ॥
ইন্দ্রের কোঙর, ইন্দ্র সম শর,
মারিলেক বহু যক্ষ।
পলাইল ডরে, কহিল কুবেরে,
পুরে পশিল বিপক্ষ ॥
শুনি বৈশ্রবণ, ল'য়ে বহু ধন,
পূজিল পাণ্ডুর সুতে।
স্নেহভাবে তায়, করিল বিদায়,
পার্থ যান তথা হৈতে ॥
নগর হাটক, নিবাসী গুহ্যক,
জিনি পাইলেন ধন।
ল'য়ে রত্ন ধন, চলেন অর্জ্জুন,
হ'য়ে আনন্দিত মন ॥
মানস সে সর, তথা বীরবর,
দেখি হইলেন সুখী।
অমরনগরী, অপ্সরী কিন্নরী,
কোটি কোটি শশিমুখী ॥
জিতেন্দ্রিয় ধীর, পার্থ মহাবীর,
নাহি চান কার' পানে।
সেই সরোবাসী, ছিল বহু ঋষি,
আশীষ করে অর্জ্জুনে ॥
তথা হৈতে চলে, যান কুতূহলে,
চলে অতি শীঘ্রগামী।
সংগ্রামে প্রচণ্ড, তেজেতে মার্ত্তণ্ড
জিনিয়া ভারতভুমি ॥
তাহার উত্তর, যান বীরবর,
হরিবর্ষ নামে খণ্ড।
দেখি দ্বারপাল, ধায় পালে পাল,
হাতে করি লৌহদণ্ড ॥
দেখিয়া মানুষে, সর্ব্বজন হাসে,
অতি অপরূপ বাসি।
বিস্ময় অন্তরে, কহে অর্জ্জুনেরে,
তুমি যে বড় সাহসী ॥

মানব শরীরে, আইলে এথারে,
কভু নাহি দেখি শুনি।
নিবর্ত্তহ তুমি, অগম্য এ ভূমি,
কাহার শকতি জিনি ॥
ভারত দিগন্ত, আইলা অত্যন্ত,
তুমি কি ভ্রান্ত হইলা।
এ পুর উত্তর, কুরুর নগর,
এথা কি হেতু আইলা ॥
দেখিতে না পাবে, কি যুদ্ধ করিবে
নাহি নরলোকে গতি।
শুনিয়া অর্জ্জুন, বিস্মিত বদন,
বলেন দ্বারীর প্রতি ॥
ধর্ম্ম নরবর, ক্ষত্রিয় ঈশ্বর,
তাঁহার আমি কিঙ্কর।
তোমা না লঙ্ঘিব, পুরে না পশিব,
কিছু দেহ মোরে কর ॥
শুনি ততক্ষণ, দ্বারপালগণ,
অনেক রতন দিল।
লইয়া অর্জ্জুন, গেলেন তখন,
দক্ষিণ মুখে চলিল ॥
আসিবার কালে, বহু মহীপালে,
জিনিয়া নিলেন কর।
বাদ্য কোলাহলে, চতুরঙ্গ দলে,
চলিল নিজ নগর ॥
মণি মরকত, কনক রজত,
মুকুতা প্রবাল রাশি।
নানা বর্ণ বাস, অশ্ব গো মহিষ,
ল'য়ে কত দাস দাসী ॥
জয় জয় নাদে, শঙ্খের নিনাদে,
প্রবেশে ইন্দ্রপ্রস্থেতে।
ইন্দ্রের আত্মজ, ত্যজিয়া সে সাজ,
গেলেন ধর্ম্ম অগ্রেতে ॥
ভূমিতলে পড়ি, দুই কর যুড়ি,
দাণ্ডাইল কত দূরে।
করিয়া কোমল, কহেন সকল,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে ॥
তোমার প্রতাপে, উত্তরের নৃপে,
সবে আনিলাম বশে।
সবে দিল কর, দেখ নৃপবর,
পাইনু যাহা যে দেশে ॥
হরিষে রাজন, করি আলিঙ্গন,
তুষিলেন মৃদুভাষে।
আনিলেক যাহা, কোষে রাখি তাহা,
পার্থ গেলেন নিবাসে ॥
বীর ধনঞ্জয়, করি দিগ্বিজয়,
বিজয় ধরেন নাম।
কাশীদাস ভণে, যেই জন শুনে,
তার পুরে মনস্কাম ॥

—

শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন।

শরদ কমল পত্র, অরুণ যুগল নেত্র,
শ্রুতিমূলে মকর কুণ্ডল।
বিকসিত মুখপদ্ম, কোটি সুধাকর সদ্ম,
ওষ্ঠাধর অরুণ মণ্ডল ॥
তনুরুচি নীলাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
ঘোরতর তিমির বিনাশ।
মস্তকে মুকুট শোভা, শত দিবাকর প্রভা,
কনক বরণ পীতবাস ॥
যুগ্মপদ কোকনদ, অখিল অভয় পদ,
ভুবন ভরিয়া যার বাস।
যেই পদ অহর্নিশ, ধ্যানে ধ্যায় অজ ঈশ,
শুক ধ্রুব নারদ প্রহ্লাদ ॥
বক্র বক কেশী কংস, দুষ্ট জন দর্প ধ্বংস,
বৃষ্ণিবংশে সফরী ফলিল।
স্বভক্ত কুমুদ ইন্দু, পাণ্ডবগণের বন্ধু,
নিজরূপে সৃজিলা অখিল ॥
চড়িয়া গরুড়ধ্বজ, অগণিত অশ্ব গজ,
চতুরঙ্গ দলে যদুবলে।
ধর্ম্মরাজ প্রীতি হেতু, লইয়া রতন সেতু,
আইলেন মহা কোলাহলে ॥
পাঞ্চজন্য নাদ শুনি, নগরে হইল ধ্বনি,
হরি আইলেন ইন্দ্রপ্রস্থে।

শুনি ধর্ম্ম অধিকারী, পাঠাইল অগ্রসরি,
ভ্রাতৃ মন্ত্রিগণ আস্তে ব্যস্তে ॥
ভীম পার্থ অনুব্রজি, গোবিন্দে ষড়ঙ্গ পূজি,
লইয়া গেলেন নিজধাম ।
ধর্ম্মের নন্দনে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ দূরেতে থাকি,
ভূমে লুটি করেন প্রণাম ॥
অসংখ্য অমূল্য ধন, করিলেন বিতরণ,
অশ্বগজ শৃঙ্গী অগণিত ।
ধর্ম্ম আনন্দিত হৈয়া, কৃষ্ণে আলিঙ্গন দিয়া,
পূজিলেন যেমন বিহিত ॥
পাণ্ডব-নক্ষত্র মাঝ, কৃষ্ণ যেন দ্বিজরাজ,
বসিয়া সভায় সর্ব্বজন ।
বসিয়া গোবিন্দ পাশে, যুধিষ্ঠির মৃদুভাষে,
কহিছেন বিনয় বচন ॥
তব অনুগ্রহ বলে, এ ভারত ভূমণ্ডলে,
না রহিল অসাধ্য আমার ।
আমি না করিতে যত্ন, মিলিল অনেক রত্ন,
নাহি স্থল থুইতে ভাণ্ডার ॥
নিশ্চয় আমারে যদি, কৃপা আছে গুণনিধি,
সর্ব্ব দ্রব্য রাখি কোন স্থলে ।
শুনিয়া তোমার মুখে, তুষিব অমর লোকে,
দ্বিজহস্তে সমর্পি সকলে ॥
পিতৃ আজ্ঞা হৈতে তার, স্বর্গ কাম নাহি করি
তব পদাম্বুজে মাগি ভিক্ষা ।
ওহে প্রভু মহাভুজে, শুনি তব মুখাম্বুজে,
লইব যজ্ঞের আমি দীক্ষা ॥
যদি লয় তব মন, আজ্ঞা কর জনার্দ্দন,
নিমন্ত্রিয়া আনি নৃপবর ।
রাজার বিনয় শুনি, কোমল গভীর বাণী,
আশ্বাসি কহেন গদাধর ॥
এ মহীমণ্ডল মাঝ, যত আছে মহারাজ,
তব গুণে বশ হবে সবে ।
আমার পরম ভাগ্য, নিষ্কণ্টকে কর যজ্ঞ,
রাজসূয় তোমারে সম্ভবে ॥
আমা হৈতে যেই হয়, আজ্ঞা কর মহাশয়,
আর যত আছে যদুগণ ।
ভ্রাতৃ মন্ত্রী বন্ধুমাঝে, যে কর্ম্ম যাহার সাজে,
স্থানে স্থানে করি আয়োজন ॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে, ভূপতি সানন্দ হ'য়ে
কৃতাঞ্জলি করেন স্তবন ।
তখনি জানি যে আমি, যখন আইলা তুমি,
মম বাঞ্ছা হইল সাধন ॥
তোমাতে যে ভক্তি ঋদ্ধি, ভক্ত বাঞ্ছা কর সিদ্ধি
তুমি ভক্তজনে কৃপাবান ।
কাশীদাস বলে যদি, তরিবা এ ভবনদী,
ভজ সাধু দেব ভগবান ॥

রাজসূয় যজ্ঞ প্রসঙ্গ ।

তবে যুধিষ্ঠির রাজা হয়ে হৃষ্টমন ।
সহদেবে ডাকি আজ্ঞা করেন তখন ॥
ধৌম্য পুরোহিত স্থানে জিজ্ঞাসহ আগে ।
রাজসূয় যজ্ঞেতে যতেক দ্রব্য লাগে ॥
যে কিছু কহেন ধৌম্য কর সমাবেশ ।
দ্বিগুণ করিয়া দ্রব্য করহ বিশেষ ॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতি ।
নিমন্ত্রিতে দূতগণ যাউক ঝটিতি ॥
ইন্দ্রসেন বৃষক সারথি দম আদি ।
তিন জন সংযোগে করহ ভক্ষ্যবিধি ॥
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় কর বহুতর ।
রস গন্ধ আদি যত রস মনোহর ॥
যখন যে চাহে তাহা না করিবে আন ।
শীঘ্রগতি নিয়োজন কর স্থানে স্থান ॥
দ্বিজগণে নিমন্ত্রিতে সত্যবতী-সুত ।
রাজ্যে রাজ্যে প্রেরণ করুন নিজ দূত ॥
সহদেবে অনুজ্ঞা করেন নরপতি ।
পুনরপি কৃষ্ণ অগ্রে জিজ্ঞাসে যুকতি ॥
আপনি বুঝিয়া আজ্ঞা কর নারায়ণ ।
কোন্ কোন্ জনেরে করিব নিমন্ত্রণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন হরিশ্চন্দ্রের যে যাগ ।
তাহা হৈতে বিশেষ করহ মহাভাগ ॥
তাঁর যজ্ঞে আইল যে পৃথিবী রাজন্ ।
ত্রিভুবন লোক তুমি কর নিমন্ত্রণ ॥

ইন্দ্র যম বরুণ কুবের আদি সুরে।
আর যত দেবগণ বৈসে সুরপুরে ॥
পাতালেতে নাগরাজ শেষ বিষধর।
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজ রাজ্যেশ্বর ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কর অবধান।
কোন্ দূত নিমন্ত্রিতে যাবে কোন্ স্থান ॥
গোবিন্দ বলেন নাহি অন্যের শকতি।
দেব নিমন্ত্রিতে যাবে পার্থ মহারথী ॥
অগ্নিদত্ত রথ যেই কপিধ্বজ নাম।
শ্বেত চারি অশ্ব যার লোকে অনুপম ॥
সে রথের অগম্য নাহিক ত্রিভুবনে।
তিনলোকে ভ্রমিবারে পারে একদিনে ॥
সেই রথে চড়ি পার্থ করহ গমন।
উত্তর দিকেতে গিয়া কর নিমন্ত্রণ ॥
পর্ব্বতে যে আছে রাজা কানন ভিতরে।
মনুষ্যের কি সাধ্য যাইতে পক্ষী নারে ॥
সে সকল রাজারে করিবে নিমন্ত্রণ।
কৈলাস পর্ব্বতে যাবে যথা বৈশ্রবণ ॥
তাঁরে নিমন্ত্রিয়া তথা উপদেশ লবে।
মনুষ্য অগম্য স্বর্গ কেমনে যাইবে ॥
ইন্দ্রসহ ইন্দ্রপুরে যত দেবগণ।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি বৈসে যত জন ॥
সবে নিমন্ত্রিয়া যাও বরুণের পুরী।
তথা হৈতে যাও যথা মৃত্যু অধিকারী ॥
তবে ধর্ম্মে আসিবেক ত্রৈলোক্যমণ্ডল।
বিশেষ তোমারে স্নেহ করে আখণ্ডল ॥
শ্রুতিমাত্র যজ্ঞে করিবেন আগমন।
ইন্দ্র আইলে না আসে নাহি হেন জন ॥
যারে দেখ তাহারে করিবে নিমন্ত্রণ।
লঙ্কা গিয়া বিভীষণে করিবে বরণ ॥
পরম বৈষ্ণব হয় রাক্ষসের পতি।
মম ভক্ত অনুরক্ত ধার্ম্মিক সুমতি ॥
বার্ত্তা পেয়ে সেইক্ষণে পাঠাইবে চর।
দূতমুখে নিমন্ত্রিলে আসিবে সত্বর ॥
তথাপি যাইবে তুমি অন্যে নাহি কাজ।
ইন্দ্রের সদৃশ গণি রাক্ষসের রাজ ॥
নিমন্ত্রিয়া তুমি তারে আইস সত্বর।
আর যত দুষ্টপণা করে নৃপবর ॥
নিমন্ত্রণ পেয়ে যে না আসিবে হেথায়।
বন্ধন করিয়া শীঘ্র আনিবেক তায় ॥
আর তিন দিকেতে যাউক দূতগণ।
মহীপালগণেরে করুক নিমন্ত্রণ ॥
এতেক বলেন যদি দেব দামোদর।
শীঘ্রগামী দূতগণে ডাকেন সত্বর ॥
রাজগণে লিখিলেন যজ্ঞ বিবরণ।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আছে যত জন ॥
নিজ নিজ রাজ্য হৈতে সকলে আসিবে।
রাজসূয় যজ্ঞে আসি উৎসব দেখিবে ॥
এইরূপে তিন দিকে পাঠাইয়া দূত।
উত্তরে করেন যাত্রা স্বয়ং ইন্দ্রসুত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ।

পাইয়া রাজার আজ্ঞা মদ্র-সুতাসুত।
আনাইল শিল্পিগণ পাঠাইয়া দূত ॥
দেবের মন্দির স্বর্ণে রত্নেতে নির্ম্মিত।
হেম রত্ন মুকুতায় করিল মণ্ডিত ॥
এক এক পুর মধ্যে শত শত ঘর।
তাহাতে রাখিল ভোজ্য পেয় বহুতর ॥
আসন বসন শয্যা থুল গৃহে গৃহে।
বাপী কূপ জলপূর্ণ গন্ধে মন মোহে ॥
কনক রজত পাত্রে করিতে ভোজন।
এক পুরে দূত নিয়োজিল শত জন ॥
লক্ষ লক্ষ গৃহ আদি মনোহর স্থল।
নানা বৃক্ষ রোপিল সহিত ফুল ফল ॥
দিব্য দিব্য গৃহ কৈল চারিজাতি ক্রম।
অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ কৈল লোকে মনোরম ॥
হস্তী উষ্ট্র বৃষভ শকট লক্ষ লক্ষ।
বৃহৎ নৌকায় আসে যত দ্রব্য ভক্ষ্য ॥
রাত্রি দিবা সায়ং প্রাতঃ নাহিক বিশ্রাম।
অনুক্ষণ আসিতেছে দ্রব্য অবিরাম ॥

ময় বিরচিত সভা অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ ।
সুরাসুর মুনি করে যাহার বাখান ॥
তথিমধ্যে ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ আরম্ভিল ।
দ্বিজ মুনিগণ সব দীক্ষা করাইল ॥
আপনি ব্রহ্মত্ব করিলেন দ্বৈপায়ন ।
সামগ হইল ধনঞ্জয় তপোধন ॥
হইলেন হোতা পৈল আর দ্বিজগণ ।
অন্য অন্য কর্ম্মে অন্য মুনি নিয়োজন ॥
নকুলেরে কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি ।
হস্তিনানগরে তুমি যাও শীঘ্রগতি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ জ্যেষ্ঠতাত বিদুর সহিত ।
কৃপ অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন সসুহৃত ॥
বাহ্লীক সঞ্জয় ভুরিশ্রবা সোমদত্ত ।
শত ভাই কর্ণ সহ রাজা জয়দ্রথ ॥
গান্ধারী প্রভৃতি রাজপত্নী সমুদয় ।
আর যে আইসে স্নেহ করিয়া আমায় ॥
শীঘ্রগতি গিয়া তুমি আনহ সবারে ।
চলিল নকুল বীর হস্তিনানগরে ॥
যজ্ঞের সংবাদ জানাইল সবাকারে ।
বাল বৃদ্ধ নারী আদি যত কুরুপুরে ॥
হৃষ্টচিত্ত হইয়া চলিল সর্ব্বজন ।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আদি প্রজাগণ ॥
রাজসূয় যজ্ঞ শুনি আনন্দিত হৈয়া ।
চলিল সকল লোক হস্তিনা ছাড়িয়া ॥
হস্তী রথ অশ্ব পত্তি করিয়া সাজন ।
চতুরঙ্গ দলেতে চলিল কুরুগণ ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশিল নকুল সহিত ।
দেখি যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল হিতাহিত ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর বাহ্লীক অন্ধরাজে ।
অগ্রসরি আনিলেন আপন সমাজে ॥
সবারে কহেন পার্থ বিনয় বচন ।
এ কার্য্য তোমার হেন কহে জনে জন ॥
পিতামহে বলিলেন ধর্ম্মের তনয় ।
আপনি বিধান বুঝি কর মহাশয় ॥
যুধিষ্ঠির ভীষ্ম সহ করিয়া বিচার ।
উপযুক্ত বুঝিয়া দিলেন কর্ম্মভার ॥
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভীষ্ম দ্রোণে অধিকার ।
দুর্য্যোধনে সমর্পিল সকল ভাণ্ডার ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য অধিকার দেন দুঃশাসনে ।
ব্রাহ্মণ পূজার ভার গুরুর নন্দনে ॥
রাজগণে অর্চ্চিবে আপনি ধনঞ্জয় ।
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিতে কৃপ মহাশয় ॥
দান দিতে দিলেন কর্ণের অধিকার ।
আপনি নিলেন কৃষ্ণ পরিচর্য্যা ভার ॥
ধৃতরাষ্ট্র সোমদত্ত প্রদীপ-কোঙর ।
তিনজন গৃহকর্ত্তা হৈল সর্ব্বেশ্বর ॥
সভা রাখিবারে দ্বারী কৈল নিয়োজন ।
পূর্ব্বদ্বারে নিয়োজিল মহারথিগণ ॥
সহস্র সহস্র রথী সঙ্গে তরবার ।
মহাবীর ইন্দ্রসেন রাখে পূর্ব্বদ্বার ॥
উত্তর দ্বারেতে অনিরুদ্ধে নিয়োজিল ।
যোদ্ধা যাটি সহস্র তাহার সঙ্গে দিল ॥
সাত্যকি দক্ষিণ দ্বারে কৈল নিয়োজন ।
বিংশতি সহস্র রথী তাহার ভিড়ন ॥
পশ্চিম দ্বারেতে বীর ধৃতরাষ্ট্র-সুত ।
তার সঙ্গে দিল রথী যুগল অযুত ॥
বলাবল বুঝিবারে রহে বৃকোদর ।
এক লক্ষ রথী সঙ্গে ভ্রমে নিরন্তর ॥
রাজগণ আগমন জ্ঞাত করিবারে ।
অধিকার দিল দুই মাদ্রীর কুমারে ॥
এইমত সবাকারে করি নিয়োজন ।
আরম্ভ করেন যজ্ঞ ধর্ম্মের নন্দন ॥
দূত দ্বারা নিমন্ত্রণ পেয়ে রাজগণ ।
সসৈন্যে করিল তবে তথা আগমন ॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র ল'য়ে চারিজাতি ।
স্ব স্ব রাজ্য হইতে আইল নরপতি ॥
নানা বর্ণে নানা রত্ন যে রাজ্যে যে হয় ।
পাণ্ডবের প্রীতি হেতু সঙ্গে করি লয় ॥
কেহ কেহ নিজ নিজ পৌরুষ কারণ ।
ধর্ম্মযজ্ঞ বুঝি কেহ নিল বহু ধন ॥
হস্তী অশ্ব বৃষভ শকট নৌকা পূরি ।
নানাবর্ণে কত রত্ন লিখিতে না পারি ॥

শ্বেত পীত লোহিত অমূল্য যত শিলা।
াণিক বৈদুর্য্যমণি মরকত নীলা ॥
প্রবাল মুকতা হীরা সুবর্ণ বিশাল।
ানা বর্ণ বসন বিবিধ বর্ণ শাল ॥
ীটজ লোমজ নানাবর্ণে বিরচিত।
স্তী অশ্ব রথ পত্তি গাভী অগণিত ॥
তুর্দ্দোল করি নিল দিব্যনারীগণ
তমাল শ্যামল অঙ্গ কুরঙ্গ-লোচন ॥
অগুরু চন্দন কাষ্ঠ কুঙ্কুম কস্তুরী।
ানাবর্ণ পক্ষী নিল পিঞ্জরেতে পূরি ॥
ইমত কর ল'য়ে যত রাজগণ।
তমুখে শুনি মাত্র করিল গমন ॥
ত্তরে হিমাদ্রি পূর্ব্বে সমুদ্র অবধি।
ক্ষিণেতে লঙ্কা পশ্চিমেতে সিন্ধু নদী ॥
বানিশি পথ বহে নাহিক বিচার।
র্ব্বলোক পৃথিবীর হৈল একাকার ॥
ল স্থল উচ্চ নীচ নাহি দেখি ক্ষিতি।
বারাত্রি অবিশ্রাম লোক গতাগতি ॥
তুর্দ্দিক হইতে আইল রাজগণ।
ভাদ্বারে উপনীত হৈল সর্ব্বজন ॥
যাকারে অভ্যর্থনা করি ধনঞ্জয়।
যাযোগ্য রহিবারে দিলেন আলয় ॥
মাদ্রি সমুদ্র আদি যত দ্বিজ বৈসে।
াখনে না যায় কত অহর্নিশি আইসে ॥
জসূয় যজ্ঞ বার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে।
খিতে আইল কত বিনা নিমন্ত্রণে ॥
লবাসী স্থলবাসী পর্ব্বত-নিবাসী।
ক্ষ লক্ষ আইল তপস্বী সিদ্ধ ঋষি ॥
দ্রোণপুত্র অশ্বত্থমা পূজে দ্বিজগণে।
ব্য গৃহ রহিবারে দিল সর্ব্বজনে ॥
ক কোটি দ্বিজ অশ্বত্থামা-পরিবার।
জগণে পূজে সবে দিয়া উপহার ॥
নেক আইল ক্ষত্র বহু বৈশ্যগণ।
নেক আইল শূদ্র শ্রেষ্ঠ যত জন ॥
ঃশাসন সহিত অনেক পরিবার।
ন্ধন করিল কোটি কোটি সূপকার ॥
করেন পরিবেশন বহু সূপকার।
গৃহে গৃহে স্থানে স্থানে রন্ধন ব্যাপার ॥
স্থানে স্থানে ক্ষণে ক্ষণে ভ্রমে দুঃশাসন।
সামগ্রী যোগায় যত অনুচরগণ ॥
পায়স পিষ্টক অন্ন ঘৃত দুগ্ধ দধি।
মনোহর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন যথাবিধি ॥
চারি জাতি পৃথক পৃথক সবে ভুঞ্জে।
সুবর্ণের পাত্রে ভুঞ্জে যত নৃপ দ্বিজে ॥
খাও খাও লও লও এইমাত্র শুনি।
কার' মুখে নাহি শুনি না পাইনু ধ্বনি ॥
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা বসিতে আসন।
কুঙ্কুম কস্তুরী মাল্য অগুরু চন্দন ॥
কর্পূর তাম্বুল আর যার যাহে প্রীত।
কোথা হৈতে কেবা আনি দেয় আচম্বিত ॥
স্বর্গে ইন্দ্র সহিত যতেক দেবগণ।
পাতালে ভুজঙ্গরাজ আর বিভীষণ ॥
দেব দৈত্য দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ।
সিদ্ধ সাধ্য ভুজঙ্গ পিশাচ প্রেতপক্ষ ॥
কিন্নর বানর নর যত বৈসে ক্ষিতি।
যজ্ঞের সদনে সবে আসে দিবারাতি ॥
সময় বুঝিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন।
রাজ অভিষেক কর্ম্ম কর মুনিগণ ॥
শ্রীকৃষ্ণের বচনে উঠিল মুনিগণ।
নানা তীর্থজল ল'য়ে ধৌম্য দ্বৈপায়ন ॥
অসিত দেবল জামদগ্ন পরাশর।
স্নানমন্ত্র পড়ে আর যত দ্বিজবর ॥
স্নান করাইল ব্যাস শুভক্ষণ জানি।
অম্লান বসন দিল চিত্ররথ আনি ॥
শিরেতে ধবল ছত্র সাত্যকি ধরিল।
চেদীর ঈশ্বর ল'য়ে পাগ যোগাইল ॥
বৃকোদর পার্থ দোঁহে করেন ব্যজন।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর নন্দন ॥
অবন্তীর রাজা চর্ম্ম পাদুকা লইল।
খড়্গ ছুরি লয়ে শল্য অগ্রে দাণ্ডাইল ॥
চেকিতান শর তূণ লইয়া বামেতে।
কাশীর ভূপাল ধনু ল'য়ে দক্ষিণেতে ॥

নারদাদি মুনি মুখে বেদ উচ্চারণ।
দ্বিজগণ স্বস্তি শব্দ পরশে গগন॥
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচয়ে অপ্সরী।
পাঞ্চজন্য পূরিলেন আপনি শ্রীহরি॥
শব্দের নিনাদ গিয়া গগন পূরিল।
যত যত জন ছিল ঢলিয়া পড়িল॥
বাসুদেব পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল-নন্দন।
সাত্যকি সহিত এই ছাড়ি অষ্টজন॥
শঙ্খনাদে মোহ হ'য়ে পড়িল ঢলিয়া।
ধর্ম্মপুত্র নিবারণ করেন দেখিয়া॥
দ্বৈপায়ন আদি মুনি ধৌম পুরোহিত।
অভিষেক করিলেন বেদের বিহিত॥
সভাপর্ব্ব সুধারস রাজসূয় কথা।
কাশীরাম দাস কহে ভারতে যে গাঁথা॥

———

অর্জ্জুনের নিমন্ত্রণ করিতে যাত্রা।

জন্মেজয় বলে শুনিলাম সাধারণ।
কোন্ দিক হৈতে এল কোন্ কোনজন॥
কত সৈন্য এল তারা কি কর লইয়া।
পিতামহে কোনরূপে ভেটিল আসিয়া॥
দেব নিমন্ত্রিতে পার্থ করিলেন গতি।
কিরূপে আইল তথা দেব পশুপতি॥
বিস্তারিয়া কহ মুনি ভাঙ্গ মনোধন্ধ।
পিতামহ চরিত্র অসীম মকরন্দ॥
মুনি বলে নরপতি কর অবধান।
কিছু অল্প শুন কহি প্রধান প্রধান॥
যতেক পর্ব্বত-পৃষ্ঠে যত রাজা বৈসে॥
সবা নিমন্ত্রিয়ে যান পর্ব্বত কৈলাসে॥
কুবেরেরে কহেন সকল বিবরণ।
ধর্ম্ম রাজসূয় যজ্ঞে করিবে গমন॥
কুবের স্বীকার করে অর্জ্জুন-বচনে।
যাইব তোমার যজ্ঞে সহ নিজগণে॥
কুবেরের বাক্যে প্রীত হইয়া অর্জ্জুন।
সবিনয়ে কৃতাঞ্জলি কহিছেন পুনঃ॥
ইন্দ্রের নিকটে যাব করিতে বরণ।
কোন্ পথে যাব, সঙ্গে দেহ জ্ঞাতজন॥
কুবের করিল আজ্ঞা চিত্রসেন প্রতি।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যাও যথা সুরপতি॥
আজ্ঞামাত্র চিত্রসেন চলে শীঘ্রগতি।
কপিধ্বজ রথে বৈসে হইয়া সারথি॥
সেখান হইতে যান ইন্দ্রের নন্দন।
কতদূরে দেখিলেন হরের ভবন॥
জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় এ কাহার পুরী।
চিত্রসেন বলে হেথা বৈসে ত্রিপুরারী॥
যজ্ঞ হেতু নিমন্ত্রণ কর ত্রিলোচনে।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হবে হরের গমনে॥
এত শুনি অর্জ্জুন নামিল রথ হৈতে।
উপনীত হইলেন হরের অগ্রেতে॥
হরের করেন স্তুতি কুন্তীর নন্দন।
হর বলিলেন বর মাগ যাহে মন॥
অর্জ্জুন বলেন দেব ধর্ম্মের নন্দন।
তাঁর রাজসূয় যজ্ঞে করিবা গমন॥
হাসিয়া পার্ব্বতী হর করেন স্বীকার।
এই চলিলাম আমি যজ্ঞেতে তোমার॥
শঙ্কর বলেন গিয়া হইব সহায়।
নির্ব্বিঘ্নে তোমার যজ্ঞ সাঙ্গ যেন হয়॥
পার্ব্বতী বলেন যাব যজ্ঞের সদনে।
যজ্ঞেতে আসিবে যত বৈসে ত্রিভুবনে॥
সবে সুখী হইবেক প্রসাদে আমার।
অন্নপূর্ণা নাম মম বিখ্যাত সংসার॥
এই নাম ল'য়ে তব সূপকারগণ।
অল্প দ্রব্যে সুতৃপ্ত করুক বহুজন॥
হর পার্ব্বতীর বর পেয়ে ধনঞ্জয়।
প্রণমিয়া চলিলেন্ সানন্দ হৃদয়॥
চিত্রসেন বাহে রথ পবন গমনে।
ক্ষণমাত্রে উপনীত ইন্দ্রের ভবনে॥
প্রণাম করেন পার্থ ভূমিষ্ঠ হইয়া।
ইন্দ্র পার্থে আলিঙ্গন দিলেন উঠিয়া॥
আপনার কোলে বসাইয়া দেবরাজ।
জিজ্ঞাসেন কহ তাত কি তোমার কাজ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব তোমাতে গোচর।
রাজসূয় করিয়াছেন ধর্ম্ম নরবর॥

সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হইয়া আপনি ।
আর যত স্বর্গপুরে বৈসে সিদ্ধ মুনি ॥
ইন্দ্র বলিলেন যজ্ঞে করি আগুসার ।
তুমি না আসিতে পূর্ব্বে করেছি বিচার ॥
এই দেখ সুসজ্জ যতেক দেবগণ ।
চারি মেঘ অষ্ট হস্তী সকল পবন ॥
স্বর্গের যতেক দ্রব্য পৃথিবী দুর্ল্লভ ।
তব যজ্ঞ হেতু দেখ সাজাইল সব ॥
এই আমি চলিলাম যজ্ঞের সদন ।
তুমি যাও অন্যজনে কর নিমন্ত্রণ ॥
ইন্দ্রমুখে শুনি পার্থ আনন্দিত মন ।
প্রণমিয়া অন্যদিকে করেন গমন ॥
পৃথিবী দক্ষিণে সূর্য্যসুতের ভবন ।
তথাকারে চলিলেন ইন্দ্রের নন্দন ॥
চিত্রসেন বহে রথ পবনের গতি ।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল যথা প্রেতপতি ॥
প্রণমিয়া বসিলেন অর্জ্জুন সভায় ।
আশীষ করিয়া যম জিজ্ঞাসেন তায় ॥
কোন্ হেতু হেথায় তোমার আগমন ।
কি করিব প্রিয় তব ইন্দ্রের নন্দন ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব কর অবধান ।
রাজসূয় যজ্ঞেতে হইবে অধিষ্ঠান ॥
তোমার পুরীতে নিবসয়ে যত জন ।
সবাকারে ল'য়ে যজ্ঞে করিবা গমন ॥
স্বীকার করেন যম পার্থের বচনে ।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন শমনে ॥
নারদ কহেন তবে সভার কথন ।
নিবসে এখানে মর্ত্ত্যে মরেছে যতজন ॥
শুনিয়াছি প্রত্যেক পিতার বিবরণ ।
সেই বার্ত্তা পেয়ে রাজসূয় আরম্ভন ॥
এখন সে সব জনে নাহি দেখি কেনে ।
পিতা আদি আমার আছেন কোনখানে ॥
হাসিয়া বলেন যম তবে অর্জ্জুনেরে ।
যে মরিল তাহারে দেখিবা কি প্রকারে ॥
জীবে মৃতে কোথাও নাহিক দরশন ।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হৈলেন অর্জ্জুন ॥

যমে নিমন্ত্রিয়া তথা পাইয়া মেলানি ।
বরুণ আলয়ে যান বীর চূড়ামণি ॥
পশ্চিম দিকেতে জলপতির আলয় ।
তথাকারে চলিলেন বীর ধনঞ্জয় ॥
বরুণেরে কহেন যজ্ঞের বিবরণ ।
ধর্ম্ম যজ্ঞস্থানে তুমি করিবা গমন ॥
তোমার পুরেতে আর যত জন বৈসে ।
সবাকে লইয়া সঙ্গে যাবে মম বাসে ॥
বরুণ বলিল যজ্ঞে করিব গমন ।
যজ্ঞেতে লইব পুরে আছে যত জন ॥
কেবল দানব দৈত্য নাহি অধিকার ।
যত যত জন আছে আলয়ে আমার ॥
তাহা সবা লইবারে যদি আছে মন ।
আপনি তথায় গিয়া কর নিমন্ত্রণ ॥
বরুণের বচনে গেলেন ধনঞ্জয় ।
কতদূরে ভেটিল দানবরাজ ময় ॥
ময় জিজ্ঞাসিলে পার্থ কহিল সকল ।
পূর্ব্ব উপকার স্মরি স্বীকার করিল ॥
এখানে নিবসে দৈত্য যতেক দানব ।
বলেন আমার যজ্ঞে ল'য়ে যাবে সব ॥
এত শুনি ময় তারে বলিল বচন ।
সবারে লইয়া যজ্ঞে করিব গমন ॥
তুমি চলি যাও, যথা আছে প্রয়োজন ।
শুনিয়া অর্জ্জুন করিলেন আলিঙ্গন ॥
তথা হৈতে যান পার্থ পৃথিবী দক্ষিণে ।
লঙ্কাপুরে নিমন্ত্রিতে রাজা বিভীষণে ॥
ইন্দ্র যমপুরী যেন বিচিত্র নির্ম্মান ।
রাক্ষসের লঙ্কাপুরী তাহার সমান ॥
সিংহাসনে বসেছিল রাক্ষস ঈশ্বর ।
প্রণাম করেন গিয়া ইন্দ্রের কোঙর ॥
জিজ্ঞাসেন বিভীষণ তুমি কোন জন ।
প্রত্যক্ষ সকল কথা কহেন অর্জ্জুন ॥
রাজসূয় যজ্ঞ করেছেন যুধিষ্ঠির ।
তোমা নিমন্ত্রিতে কহিলেন যদুবীর ॥
অর্জ্জুনের মুখে শুনি হৃষ্টচিত্ত হৈয়া ।
বসাইল ধনঞ্জয়ে আলিঙ্গন দিয়া ॥

তব যজ্ঞে যাইব দেখিব নারায়ণ।
সঙ্গেতে লইব পুরে বৈসে যত জন॥
বিভীষণে নিমন্ত্রিয়া ইন্দ্রের কুমার।
ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া গেলেন আরবার॥
রাজগণ নিমন্ত্রিতে দূতগণ গেল।
শ্রুতমাত্র নৃপগণে সকল আইল॥
দূতবাক্য হেলা করি না আসে যে জন।
অর্জ্জুন আনেন তারে করিয়া বন্ধন॥
সভাপৰ্ব্ব সুধারস রাজসূয় কথা॥
কাশীরাম দাস কহে সুধাসিন্ধু গাঁথা॥

পাতালে পার্থের যাত্রা।

অর্জ্জুনেরে জিজ্ঞাসেন দেব নারায়ণ।
বল কারে কারে করিলা হে নিমন্ত্রণ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন নিবেদিলেন যতেক।
পুস্তক বাহুল্য হয় লিখিলে ততেক॥
করিলেন কুবের আদিকে নিমন্ত্রণ।
প্রত্যেক বৃত্তান্ত সব কহেন অর্জ্জুন॥
গোবিন্দ বলেন যাও পাতাল ভুবন।
শেষ নাগরাজে গিয়া কর নিমন্ত্রণ॥
স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ পাতালে বাসুকী।
তোমা বিনা অন্যে যায় এমন না দেখি॥
বাসুকী আইলে যজ্ঞ হইবে সম্পূর্ণ।
বিলম্ব না কর সখা যাও তুমি পুনঃ॥
গোবিন্দের বচনে বিলম্ব না করিয়া।
পাতালে গেলেন পার্থ রথে আরোহিয়া॥
উপস্থিত হইলেন নাগের আলয়।
চৌদিকে বেষ্টিত ফণী শেষ মহাশয়॥
দশ শত ফণা ধরে মস্তক উপর।
তিন শত ফণাতে শোভিত চরাচর॥
কূর্ম্মপৃষ্ঠে উপবিষ্ট বেষ্টিত রতন।
উজ্জ্বল করিয়া সবে পাতাল ভুবন॥
নাগরাজে প্রণাম করেন ধনঞ্জয়।
করযোড় করিয়া কহেন সবিনয়॥
শেষ জিজ্ঞাসেন কেন তব আগমন।
প্রত্যক্ষ কহেন পার্থ সৰ্ব্ব বিবরণ॥
রাজসূয় নিমিত্ত তোমার নিমন্ত্রণ।
সুররাজ সহিত আসিবে সৰ্ব্বজন॥
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি যত দিকপতি।
সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হবেন সম্প্রতি॥
সেই হেতু আইলাম তোমার ভবন।
রাজসূয় মহাযজ্ঞে করিবা গমন॥
হাসিয়া কহেন শেষ শুন ধনঞ্জয়।
তব যজ্ঞে আছেন গোবিন্দ মহাশয়॥
হর্ত্তা কর্ত্তা সেই প্রভু বিধি বিধাতার।
সৰ্ব্ব যজ্ঞ ফল পায় দর্শনে যাহার॥
যথা কৃষ্ণ তথায় অছয়ে সৰ্ব্বজন।
ব্রহ্মা আদি শিব যত দিক্‌পালগণ॥
অকারণ আমা সবাকারে নিমন্ত্রণ।
সেই কৃষ্ণে ভালমতে করহ অর্চ্চন॥
সকল হইবে তুষ্ট তাঁরে তুষ্ট কৈলে।
সুখ পায় শাখা, জল দিলে বৃক্ষমূলে॥
অর্জ্জুন বলেন দেব কর অবধান।
যতেক কহিলা তুমি বেদের প্রমাণ॥
নিজ বশ নহি সবে তাঁর মায়াবন্ধ।
জানিয়া শুনিয়া পুনঃ হয় মায়াধন্ধ॥
পুনঃ নাগরাজ বলে অর্জ্জুনে চাহিয়া।
আইলে আমারে নিতে কিছু না জানিয়া॥
মস্তক উপরে আমি ধরি যে সংসার।
আমি গেলে যজ্ঞে কে ধরিবে ক্ষিতিভার॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কহেন আমারে।
যজ্ঞপূর্ণ হবে তুমি গেলে তথাকারে॥
ক্ষিতিভার হেতু যদি করহ বিচার।
তুমি যাও আমি লব পৃথিবীর ভার॥
এত শুনি বিস্ময় মানিয়া বিষধর।
হাসিয়া অর্জ্জুন প্রতি করিল উত্তর॥
পৃথিবী ধরিবে হেন করিলে স্বীকার।
পৃথিবী ছাড়িনু বাক্য পাল আপনার॥
এত শুনি ধনঞ্জয় লইয়া গাণ্ডীব।
করযোড়ে প্রণমিয়া শিবদাতা শিব॥
ভক্তিভাবে কৃষ্ণনাম করিয়া স্মরণ।
শিরে দ্রোণাচার্য্য পদ করিয়া বন্দন॥

অদ্ভুত স্তম্ভন অস্ত্র তূণ হৈতে লৈয়া।
যুড়েন গাণ্ডীবে ক্ষিতি অস্ত্রে বসাইয়া ॥
ধরেন ধরণী শেষ স্বতন্ত্র হইল।
দেখিয়া সকল নাগ অদ্ভুত মানিল ॥
তবে শেষ যত নাগ লইয়া সংহতি।
রাজসূয় যজ্ঞস্থানে গেল শীঘ্রগতি ॥
বাসুকী অনন্ত আর তক্ষক কৌরব।
ধৃতরাষ্ট্র নহুষ কর্কট জরদ্গব ॥
কোপন কালীয় একপর্ণ ধনঞ্জয়।
অজ্যক উগ্রক দুষ্ট রাষ্ট্র মহাশয় ॥
পুত্র পৌত্র সহিত চলিল লক্ষ লক্ষ।
দেখিয়া সকল লোক মানিল অশক্য ॥
পাঁচ সাত শির কার' ষট সপ্ত শত।
সহস্র মস্তক কার' আকার পর্ব্বত ॥
নিজ পরিবারে মিলি চলে ফণীরাজ।
হেথায় সুরেন্দ্রালয়ে দেবের সমাজ ॥
ঐরাবত আরোহণ বজ্র শোভে করে।
মাতলি ধরিছে ছত্র মস্তক উপরে ॥
অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনীকুমার।
দ্বাদশ আদিত্য রুদ্র একাদশ আর ॥
ঊনপঞ্চাশ বায়ু সপ্তবিংশ হুতাশন।
যজ্ঞ মন্ত্র পুরোধা দক্ষিণা দণ্ড ক্ষণ ॥
যোগ তিথি করণ নক্ষত্র রাশিগণ।
চারিমেঘ বিদ্যুৎ সহিত সৈন্যগণ ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত অপ্সরী অপ্সর।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি চলিল বিস্তর ॥
বশিষ্ঠ পৌলস্ত্য ভৃগু পুলহ অঙ্গিরা।
পরাশর ক্রতু দক্ষ লোমশ সুধীরা ॥
অসিতদেবল কৌণ্ড্র শুক সনাতন।
মার্কণ্ড মাণ্ডব্য ধ্রুব জয়ন্ত কোপন ॥
ইত্যাদি অনেক ঋষি ইন্দ্রপুরে থাকে।
ইন্দ্রসহ যজ্ঞস্থানে চলে লাখে লাখে ॥
চড়িয়া পুষ্পক রথে ধনের ঈশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥
ফলকর্ণ ফলোদক চিত্রক লোত্রক।
লিখনে না যায় যত চলিল গুহ্যক ॥
ঘৃতাচী উর্ব্বশী চিত্রা রম্ভা চিত্রসেনী।
চারুনেত্রা মিত্রকেশী বুদবুদা মোহিনী ॥
চিত্ররেখা অলম্বুষা সুরভী নমাচী।
পোনিকা কদম্বা অর্ম্মা শূদ্রা রুচি শুচি ॥
লক্ষ লক্ষ বিদ্যাধরী নৃত্য গীত নাদে।
কুবেরের সঙ্গে সবে চলিল আহ্লাদে ॥
যজ্ঞ দেখিবারে চলে যত মহীধর।
হিমাদ্রি কৈলাস শ্বেত নীল গিরিবর ॥
কালগিরি হেমকূট মন্দর মৈনাক।
চিত্রগিরি রামগিরি গোবর্দ্ধন শাখ ॥
চিত্রকূট বিন্ধ্য গন্ধমাদন সুবল।
ঋষ্যশৃঙ্গ শতশৃঙ্গ মহেন্দ্র ধবল ॥
রৈবতক যত গিরি গিরি মুনি শিল।
কামগিরি খণ্ডগিরি গিরিরাজ নীল ॥
লক্ষ লক্ষ পর্ব্বত দেবের রূপ ধরি।
যক্ষরাজ সহ গেল যজ্ঞ অনুসরি ॥
বরুণ চলিল নিজ অমাত্য সহিত।
মূর্ত্তিমন্ত সপ্তসিন্ধু যতেক সরিৎ ॥
গঙ্গা সরস্বতী শোণ দিনকর সুতা।
চিত্রপালা প্রেতা বৈতরণী পুণ্যযুতা ॥
চন্দ্রভাগা গোদাবরী সরযূ লোহিতা।
দেবনদী মহানদী মদাশ্বী সহিতা ॥
ভৈরবী ভারবী নদী ভদ্রা বসুমতী।
মেঘবতী গোমতী আর যে সৌরবতী ॥
নর্ম্মদা অজয় ব্রাহ্মী ব্রহ্মপুত্র অংশ।
তমুল কমলা বিষ কোলামুক বংশ ॥
গণ্ডকী নর্ম্মদা ফল্গু সিন্ধু করতোয়া।
স্বর্ণরেখা পদ্মাবতী শত লোকত্রয়া ॥
ঝুমঝুমী কালিন্দী দামোদর গিরিপুরী।
সিন্ধু ও কাবেরী ভদ্রা নদী গোদাবরী ॥
ইত্যাদি অনেক নদী নদ সরোবর।
বাপী হ্রদ তড়াগ ধরিয়া কলেবর ॥
যজ্ঞস্থানে গেল সবে বরুণ সংহতি।
মহিষ বাহনেতে চলিল প্রেতপতি ॥
পিতৃগণ দূতগণ দণ্ড মৃত্যু পাশ।
আইল অমরবর্গ যুড়িয়া আকাশ ॥

অদ্ভুত দ্বাপর যুগে হৈল যজ্ঞরাজ।
না হইল কভু যাহা অবনীর মাঝ॥
মনু আদি করি রাজা না যায় লিখন।
যযাতি নহুষ রঘু মান্ধাতা ভ্রমণ॥
ইত্যাদি অনেক হৈল চন্দ্র সূর্য্যকুলে।
রাজসূয় অশ্বমেধ করিল বহুলে॥
উদ্দেশেতে যেই দেবে করে আরাধন।
কর ল'য়ে আইলেন সেই দেবগণ॥
মহেশ পার্ব্বতী দোঁহে করেন গমন।
অলক্ষিতে রূপ নাহি দেখে কোনজন॥
দক্ষিণে ত্রিশূল শিরে শোভে জটাজাল।
চরণ পরশে দাড়ি বামকরে তাল॥
এইরূপে সদাশিব সবাকারে রাখে।
যতদূর যজ্ঞস্থল সব ঠাঞি থাকে॥
যত যত জন এল যজ্ঞের সদনে।
ছায়ারূপে অন্নদা তোষেন সর্ব্বজনে॥
যার যেই বাঞ্ছা তারে আপনি যোগায়।
যে দ্রব্য যাহার ইচ্ছা সেইক্ষণে পায়॥
অশ্ব আরোহণে করে খর করবাল।
উনকোটি দানা ল'য়ে এল ক্ষেত্রপাল॥
শতকোটি দৈত্য ল'য়ে এল দৈত্য ময়।
ছয় সহোদর এল বিনতাতনয়॥
দেব দৈত্য নাগ যক্ষ এল সর্ব্বজনে।
প্রজাপতি আইলেন হংস আরোহণে॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া দেখেন চতুর্ম্মুখ।
প্রজাপতিগণ সহ যজ্ঞের কৌতুক॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দ্রুপদ রাজার আগমন।

দূতমুখে বার্ত্তা পেয়ে পাঞ্চালাধিকারী।
দুহিতা হইবে মম রাষ্ট্র পাটেশ্বরী॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী হরিষ বড় চিত।
যজ্ঞ অঙ্গ দ্রব্য সব সাজায় ত্বরিত॥
অনেক আইল দাস দাসী সমুদয়।
সহস্রেক দাসী নিল মনোরম কায়॥
যুগল সহস্র বাজী গতি বায়ু সম।
বহু বহু দ্রব্য নিল বাছিয়া উত্তম॥
সর্ব্ব রাজ্য দিব হেন বিচারিল মনে।
সহ দারা চলে রাজা যজ্ঞের সদনে॥
চতুরঙ্গ দলে আর প্রজা চারি জাতি।
নানা বাদ্য শব্দেতে স্তম্ভিত বসুমতী॥
ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হৈল পূর্ব্বদ্বারে।
বেত্র দিয়া ইন্দ্রসেন রাখিল তাহারে॥
রহ রহ ক্ষণেক পাঞ্চাল অধিকারী।
রাজাজ্ঞা পাইলে দ্বার ছাড়িবারে পারি॥
এক্ষণে আসিবে সহদেব ধনুর্দ্ধর।
তার হাতে বার্ত্তা দিব রাজার গোচর॥
ইন্দ্রসেন বচনে রহিল নৃপবর।
হেনকালে আইলেন মাদ্রীর কোঙর॥
দ্রুপদে দেখিয়া গেল রাজার গোচর।
ধর্ম্মরাজে জানাইল শিরে দিয়া কর॥
বহু রত্ন আনিল অনেক দাসী দাস।
অশ্ব হস্তী উট খর নানাবর্ণ বাস॥
আজ্ঞা পেলে আসিয়া করিবে দরশন।
শুনিয়া দিলেন আজ্ঞা ধর্ম্মের নন্দন॥
হস্তী অশ্ব পশু আদি যত রত্নধন।
দুর্য্যোধন ভাণ্ডারীকে কর সমর্পণ॥
দাস দাসী সমর্পহ দ্রৌপদীর স্থানে।
পুত্র সহ হেথা ল'য়ে আইস রাজনে॥
আজ্ঞা পেয়ে সহদেব করিল তেমনি।
যেইমত কহিয়াছিলেন নৃপমণি॥
সপুত্র ভিতরে গেল পাঞ্চাল ঈশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল জনকত নৃপবর॥
ঘটোৎকচ মহাবীর হিড়িম্বা-তনয়।
যজ্ঞের পাইয়া বার্ত্তা সানন্দ হৃদয়॥
হিড়িম্বক বনেতে তাহার অধিকার।
তিন লক্ষ রাক্ষস তাহার পরিবার॥
হয় হস্তী রথেতে করিয়া আরোহণ।
যজ্ঞ হেতু নানা রত্ন করিয়া সাজন॥
নানা বাদ্যে উপনীত যজ্ঞের সদন।
অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া করিয়া রচন॥

ধবল মাতঙ্গ পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
ঐরাবত পৃষ্ঠে যেন সহস্রলোচন ॥
মাথায় মুকুট মণি রত্নেতে মণ্ডিত।
সারি সারি শ্বেত ছত্র শোভে চতুর্ভিত ॥
কৃষ্ণ শ্বেত চামর ঢুলায় শত শত।
পার্ব্বতীয় হস্তী অশ্ব নানাবর্ণ রথ ॥
উত্তর দ্বারেতে উপনীত ভীমসুত।
চতুর্দ্দিকে হুড়াহুড়ি দেখিয়া অদ্ভুত ॥
কেহ বলে ইন্দ্র চন্দ্র কিবা প্রেতপতি।
অরুণ বরুণ কিবা কোন্ মহামতি ॥
কেহ বলে দেবরাজ এ যদি হইত।
সহস্রলোচন তবে অঙ্গেতে থাকিত ॥
কেহ বলে এ যদি হইত শমন।
গজ না হইয়া হৈত মহিষবাহন ॥
বরুণ হইলে হৈত বাহন মকর।
সপ্ত অশ্ব রথ হৈত হৈলে দিবাকর ॥
এত বলি লোক সব করিছে বিচার।
গজ হৈতে নামিলেক হিড়িম্বা কুমার ॥
প্রবেশ হইতে তারে রাখিল দ্বারেতে।
জিজ্ঞাসিল কে তুমি আইলা কোথা হ'তে ॥
পরিচয় দেহ, বার্ত্তা জানাই রাজারে।
রাজাজ্ঞা পাইলে পাবে যাইতে ভিতরে ॥
ঘটোৎকচ বলে আমি ভীমের অঙ্গজ।
হিড়িম্বার গর্ভে জন্ম নাম ঘটোৎকচ ॥
এত শুনি অনিরুদ্ধ কৈল সম্ভাষণ।
রহিতে উত্তম স্থান দিল ততক্ষণ ॥
ধর্ম্ম আজ্ঞা করিলেন আন শীঘ্রগতি।
জননী পাঠাও তার যথায় পার্ষতী ॥
যত দ্রব্য আনিল সমর্প দুর্য্যোধনে।
আজ্ঞা পেয়ে সহদেব গেল ততক্ষণে ॥
হিড়িম্বারে পাঠাইল স্ত্রীগণ ভিতর।
ঘটোৎকচে ল'য়ে গেল রাজার গোচর ॥
হিড়িম্বা দেখিয়া চমকিত অন্তঃপুরী।
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥
অলঙ্কারে বিভূষিতা অনিন্দিত অঙ্গ।
ঘনা মেঘে স্থির যেন তড়িত তরঙ্গ ॥

কুন্তীর চরণে গিয়া প্রণাম করিল।
আশীর্ব্বাদ করি কুন্তী বসিতে বলিল ॥
যথায় দ্রৌপদী ভদ্রা রত্ন সিংহাসনে।
হিড়িম্বা বসিল গিয়া তার মধ্যস্থানে ॥
অহঙ্কারে দ্রৌপদীরে সম্ভাষ না কৈল।
দেখিয়া পার্ষতী দেবী অন্তরে কুপিল ॥
কৃষ্ণা বলে নহে দূর খলের প্রকৃতি।
আপনি প্রকাশ হয় যার যেই রীতি ॥
কি আহার কি আচার কোথায় শয়ন।
কোথায় থাকিস তোর না জানি কারণ ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি তোর বিবরণ।
তোর সহোদরে ভীম করিল নিধন ॥
ভ্রাতৃবৈরী জনে কেহ না দেখে নয়নে।
কামাতুর হয়ে তো ভজিলি হেন জনে ॥
সতত ভ্রমিস্ তুই যথা লয় মন।
একে কু-প্রকৃতি আর নাহিক বারণ ॥
স্থানে স্থানে বেড়াস্ ভ্রমরে যেন মধু।
সভামধ্যে বসিলি হইয়া কুলবধূ ॥
মর্য্যাদা থাকিতে কেন না যাস্ উঠিয়া।
আপন সদৃশ স্থানে তুমি বৈস গিয়া ॥
কুপিল হিড়িম্বা দ্রৌপদীর বাক্যজালে।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কৃষ্ণা প্রতি বলে ॥
অকারণে পাঞ্চালি করিস্ অহঙ্কার।
পরে নিন্দ, নাহি দেখ ছিদ্র আপনার ॥
তোমার জনকে পূর্ব্বে জানে সর্ব্বজনা।
বান্ধিয়া আনিয়া পার্থ করিল লাঞ্ছনা ॥
যেই জন করিলেক এত অপমান।
কোন্ লাজে হেন জনে দিল কন্যাদান ॥
আমি যে ভজিনু ভীমে দৈবের নির্ব্বন্ধ।
পশ্চাৎ আমার ভাই করিলেক দ্বন্দ্ব ॥
সহিতে না পারি মৈল করি বীরকর্ম্ম।
বীরধর্ম্ম করিল লোকেতে অনুপম ॥
শত্রুরে যে ভজে তারে বলি ক্লীবজন্ম।
সংসারে বিখ্যাত তোর জনকের কর্ম্ম ॥
আমার সপত্নী তুমি, আমি না তোমার।
তোর বিবাহের অগ্রে বিবাহ আমার ॥

...জন কুন্তী ঠাকুরাণীর নন্দন।
... পুত্র আছি বধূ ত্রয়োদশ জন॥
...র্য্য ভুঞ্জহ অর্দ্ধ তুমি স্বতন্তরা।
...দশ জনেতে অর্দ্ধ নাহি দেখি মোরা॥
...াপি আমারে দেখি অঙ্গ হৈল জ্বরা।
... হেতু নিন্দিস্ মোরে বলি স্বতন্তরা॥
...ত্র মম হিড়িম্বক ধনের ঈশ্বর।
...ত্রগৃহে থাকিলে নাহি যে স্বতন্তর॥
...ল্যকালে কন্যা রক্ষা করয়ে জনকে।
...রীকে যৌবনকালে স্বামী সদা রাখে॥
...কালে পুত্র রাখে আছে নিরূপণ।
...শেন আমার পুত্র পৃথিবী পূজন॥
...ভূলের রাজ্য মধ্যে হইয়া ঈশ্বর।
...হুবলে শাসিল যতেক নিশাচর॥
...মরু অবধি বৈসে যতেক রাক্ষস।
...কেশ্বর মম পুত্র সব কৈল বশ॥
...জসূয় যজ্ঞবার্ত্তা লোকমুখে শুনি।
...তক রাক্ষসগণ করে কাণাকাণি॥
...তক রাক্ষস বৈরী পাণ্ডুপুত্রগণ।
... সবে যজ্ঞ নষ্ট করিব এখন॥
...মুখে শুনিল কুচক্রী যত জন।
... করি সবারে করিল বন্ধন॥
...লৌহপাশে বান্ধিয়া রাখিল কারাগারে।
...বিৎ সারিয়া যজ্ঞ না আইসে ঘরে॥
...র যত পৃথিবীতে বৈসে নিশাচর।
...বারে জিনিয়া বলে আনিলেক কর॥
...তেক হিড়িম্বা যদি কৈল কটূত্তর।
...হিতে লাগিলা কৃষ্ণা কুপিত অন্তর॥
...নঃ পুনঃ যতেক কহিস পুত্রকথা।
...ত্রের করহ গর্ব্ব খাও পুত্রমাথা॥
...র্ণের একাঘ্নী অস্ত্র বজ্রের সমান।
...র ঘাতে তোর পুত্র ত্যজিবেক প্রাণ॥
...ত্রের শুনিয়া শাপ হিড়িম্বা কুপিল।
...ক্রুদ্ধা হয়ে হিড়িম্বা কৃষ্ণারে শাপ দিল॥
...র্দ্দোষে আমার পুত্রে দিলে তুমি শাপ।
...মিও পুত্রের শোকে পাবে বড় তাপ॥

যুদ্ধ করি মরে ক্ষত্র যায় স্বর্গবাস।
বিনা যুদ্ধে তোর পঞ্চপুত্র হবে নাশ॥
এত বলি ক্রোধ করি হিড়িম্বা চলিল।
আপনি উঠিয়া কুন্তী দোঁহে শান্তাইল॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধু প্রায়।
পাঁচলী প্রবন্ধে কাশীরাম দাস গায়॥

বিভীষণের অপমান।

পার্থমুখে বার্ত্তা পেয়ে রাক্ষস ঈশ্বর।
হরষিতে রোমাঞ্চিত হৈল কলেবর॥
যেই কথা অনুক্ষণ কহে মুনিগণ।
বসুদেব-গৃহে জন্মিলেন নারায়ণ॥
নিরন্তর চিত্ত ব্যাগ্র যাঁরে দেখিবারে।
আপনি ডাকেন তিনি দয়া করি মোরে॥
সর্ব্ব তত্ত্ব অন্তর্য্যামী ভকতবৎসল।
অনুগত জনে দেন মনোমত ফল॥
তাঁর অনুগত আমি বুঝিনু কারণ।
করিলেন নিজ ভক্ত বলিয়া স্মরণ॥
এত ভাবি বিভীষণ হৃষ্টচিত্ত হৈয়া।
যতেক সুহৃদগণে আনিল ডাকিয়া॥
শীঘ্রগতি সজ্জা কর নিজ পরিবারে।
আমার সহিত চল কৃষ্ণে ভেটিবারে॥
দিব্য রত্ন আছে যত আমার ভাণ্ডারে।
বহু ধন রত্ন লও দিব দামোদরে॥
এত বলি রথে আরোহিল লঙ্কেশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল লক্ষ লক্ষ নিশাচর॥
বাজায় বিবিধ বাদ্য রাক্ষসী বাজনা।
শত শত শ্বেতছত্র না যায় গণনা॥
দক্ষিণ দ্বারেতে উত্তরিল বিভীষণ।
মিশামিশি হইল রাক্ষস নরগণ॥
বিকৃতি আকার সব নিশাচরগণ।
বিস্ময় মানিয়া সবে করে নিরীক্ষণ॥
দুই তিন মুখ কার অশ্বপ্রায় মুখ।
বক্রদন্ত দেখি নাসা চক্ষু যেন কূপ॥
রথ হতে নামিল ভূমিতে বিভীষণ।
যজ্ঞস্থান দেখি হৈল বিস্ময় বদন॥

আদি অন্ত নাহি লোক চতুর্দ্দিকে বেড়ি।
উচ্চ নীচ জল স্থল আছে লোক যুড়ি॥
কোথায় দেখয়ে একপদ নরগণ।
দীর্ঘ কর্ণ কোথা দেখে বিকর্ণ বদন॥
কোথায় অমরগণ নানা ক্রীড়া করে।
রাক্ষস দানব দৈত্য অনেক বিহরে॥
সিদ্ধ সাধ্য ঋষি যোগী অনেক ব্রাহ্মণ।
বিবিধ বাহনে কোথা যমদূতগণ॥
কোটি কোটি অশ্ব হস্তী কোটি কোটি রথ।
স্থানে স্থানে নৃত্য গীত হয় অবিরত॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে ভাবে মনে মন।
এ হেন অদ্ভুত চক্ষে না দেখি কখন॥
যে দেব দানবে বৈরী আছয়ে সদায়।
হেন দেব দানবেতে একত্র খেলায়॥
যে ফণী গরুড়ে কভু নাহি হয় দেখা
একত্র খেলায় যেন ছিল পূর্ব্ব সখা॥
রাক্ষস মানুষে করে পাইলে ভক্ষণ।
মনুষ্যের আজ্ঞা বহে নিশাচরগণ॥
অদ্ভুত মানিয়া রাজা মুখে দিল হাত।
জানিল এ সব মায়া করেন শ্রীনাথ॥
দুই ভিতে দেখে রাজা অনিমেষ আঁখি।
তিন ভুবনের লোক এক ঠাঁই দেখি॥
কে কারে আনিয়া দেয় নাহিক নির্ব্বন্ধ।
আসন ভোজন পানে সবার আনন্দ॥
পরিবার লোক তার রাখিয়া সে রথ।
ঠেলাঠেলি পদব্রজে গেল কত পথ॥
অগ্র আর গম্য নহে যাইতে কাহারে।
থাকুক অন্যের কাজ পিপীলিকা নারে॥
কতদূর আছে দ্বার নাহি চলে দৃষ্টি।
রাজগণ দাণ্ডাইয়া আছে পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি॥
দুই ভিতে দ্বারীগণ মারিতেছে বাড়ি।
একদৃষ্টে আছে সবে দুই কর যুড়ি॥
পথ না পাইয়া দাণ্ডাইল বিভীষণ।
অন্তর্য্যামী সব জানিলেন নারায়ণ॥
কে আইল কে খাইল কেবা নাহি পায়।
প্রতিজনে জিজ্ঞাসা করেন যদুরায়॥

দূরে থাকি দেখিল রাক্ষস অধিপতি।
দিব্যচক্ষে জানিলেন এই লক্ষ্মীপতি॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে স্তুতি করে কর যুড়ে।
বারিধারা নয়নেতে অবিশ্রান্ত পড়ে॥
দেখিয়া নিকটে তার গিয়া নারায়ণ।
দুই হাতে ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥
স্তুতি করে বিভীষণ যুড়ি দুই কর।
আনন্দে চক্ষুর জল ঝরে নিরন্তর॥
নানা রত্ন ছিনিয়া ফেলেন ভূমিতলে।
পুনঃ পুনঃ ধরি পড়ে চরণ-কমলে॥
যতেক আনিল রাজা বিবিধ রতন।
গোবিন্দের অগ্রে ল'য়ে দিল ততক্ষণ॥
করযোড় করি বলে রাক্ষসের রাজ।
আজ্ঞা কর জগন্নাথ করিব কি কাজ॥
গোবিন্দ বলেন আসিয়াছ কোন্ কাজে।
মম সঙ্গে চলহ ভেটাই ধর্ম্মরাজে॥
বিভীষণ বলে কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল।
তোমার পদারবিন্দ নয়ন দেখিল॥
তোমার পদারবিন্দে দৃঢ় আলিঙ্গন।
পিতামহ বাঞ্ছিত যে অন্য কোনজন॥
লক্ষ্মীর দুর্ল্লভ মোরে করিলা প্রসাদ।
চিরকাল বিচ্ছেদের খণ্ডিল বিষাদ॥
সম্পূর্ণ মানস মম সিদ্ধ হৈল কাজ।
এখন কি করিব আজ্ঞা কর দেবরাজ॥
গোবিন্দ বলেন যে করিল আবাহন।
যার দূত সঙ্গে পূর্ব্বে পাঠাইলে ধন॥
যার নিমন্ত্রণে তুমি আইলা হেথায়।
চলহ ভেটাই সেই ঠাকুরে তোমায়॥
বিভীষণ কহিল বলিল দূতগণ।
পাণ্ডবের যজ্ঞে অধিষ্ঠান নারায়ণ॥
তব দ্রোহী হইবে না দিলে তারে কর।
অন্য কি তোমার নামে দিব কলেবর॥
জগতের ঠাকুর তোমায় আমি জানি।
তোমার ঠাকুর আছে আমি নাহি মানি
যে হউক মোর প্রভু তোমা বিনা নাই।
প্রয়োজন নাহি মম অন্যজন ঠাঁই॥

|বিন্দ বলেন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ।
। দরশনে হয় নিষ্পাপ শরীর ॥
চাপে যাঁহারে ইন্দ্র আদি কর দিল ।
। দিয়া ফণীন্দ্র শরণ আসি নিল ॥
রে উত্তর কুরু, পূর্ব্বে জলনিধি ।
শ্চমেতে আমি, দক্ষিণেতে তোমা আদি ॥
হি দিল না আইল নাহি হেন জন ।
ক্ষাতে নয়নে তুমি দেখহ এখন ॥
বতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ কপি ফণী ।
ষ্য আইল যত বৈসয়ে অবনী ॥
টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য গৃহে ভুঞ্জে ।
শ ত্রিশ সেবক সেবয়ে এক দ্বিজে ॥
রেতা সহস্র দশেক সদা সেবে ।
ছেন যতেক দ্বিজ কে অন্ত করিবে ॥
নে স্থানে রন্ধন হতেছে অবিরাম ।
ক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভুঞ্জয়ে এক স্থান ॥
ক লক্ষ দ্বিজ যবে করেন ভোজন ।
ক বার শঙ্খনাদ করয়ে তখন ॥
মতে মুহুর্মুহু হয় শঙ্খধ্বনি ।
দিকে শঙ্খরবে কিছুই না শুনি ॥
ন পদ্ম অযুত মাতঙ্গ দীর্ঘদন্ত ।
ন পদ্মযুত রথ প্রত্যক্ষ অনন্ত ॥
ক নৃপতির পতি কে পারে গণিতে ।
রিজাতি যতেক নিবসে পৃথিবীতে ॥
র্দ্ধেক রন্ধনে ভুঞ্জে অর্দ্ধেক আমান্ন ।
হার শকতি তাহা করিতে বর্ণন ॥
জন অসন্তোষ নাহিক ইহাতে ।
ও খাও লও লও ধ্বনি চারিভিতে ॥
ম্যাদি যত হৈল পৃথিবীর পতি ।
ন কর্ম্ম করিবারে কাহার শকতি ॥
দূর পর্য্যন্ত নিবসে যত প্রাণী ।
ন জন নাহি যুধিষ্ঠিরে নাহি জানি ॥
রণে সুমতি হয় নিষ্পাপ দর্শনে ।
ণামে পরমাগতি আমার সমানে ॥
নজনে নাহি জানে তোমা হেন জন ।
গতি চল সাথে করাব দর্শন ॥

বিভীষণ বলে প্রভু কহিলা প্রমাণ ।
মম নিবেদন কিছু কর অবধান ॥
পূর্ব্বে পিতামহ মুখে শুনিয়াছি আমি ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তুমি সবাকার স্বামী ॥
ব্রহ্ম ইন্দ্রপদ তব কটাক্ষেতে হয় ।
এ কর্ম্ম অসাধ্য নহে তোমার সহায় ॥
মম পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানহ গদাধর ।
তপস্যা করিয়া আমি মাগিলাম বর ॥
স্মরিব তোমার নাম সেবিব তোমারে ।
তব পদ বিনা শির না নোঙাব কারে ॥
যথায় লইয়া যাবে তথায় যাইব ।
কদাচিৎ অন্যজনে মান্য না করিব ॥
এত বলি বিভীষণ চলিল সংহতি ।
পশ্চাদ্ভাগে বিভীষণ অগ্রেতে শ্রীপতি ॥
চট চট শব্দেতে চৌদিকে পড়ে ছাট ।
গোবিন্দেরে দেখিয়া ছাড়িয়া দিল বাট ॥
দ্বারের নিকটে উত্তরিল নারায়ণে ।
পশিতে সাত্যকি নিবারিল বিভীষণে ॥
গোবিন্দ বলেন দ্বারে না রাখ ইহারে ।
স্বদেশ যাবেন শীঘ্র ভেটিয়া রাজারে ॥
সাত্যকি কহিল প্রভু জানহ আপনি ।
আজ্ঞা বিনা যাইতে না পারে বজ্রপাণি ॥
হের দেখ জগন্নাথ দ্বারেতে বারিত ।
যত রাজ-রাজ্যেশ্বর বৈসে বামভিত ॥
অগণিত সৈন্য যার ধনে নাহি অন্ত ।
রাজকর ল'য়ে আছে মাসেক পর্য্যন্ত ॥
শ্রেণীমন্ত সুকুমার নীলধ্বজ রাজা ।
একপদ কলিঙ্গ নৈষধ মহাতেজা ॥
কিষ্কিন্ধ্যা ঈশ্বর দেখ সিন্ধুকূলবাসী ।
গোশৃঙ্গ ভুষণ্ড আর রুক্মি দন্তকেশী ॥
এ সবার রঙ্গে রাজা শত পঞ্চ শত ।
কোটি কোটি গজবাজী কোটি কোটী রথ ।
নানা রত্ন ধন নিজ পরিবার লৈয়া ।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া ॥
ত্রিশ সহস্র নৃপতি আছে এই দ্বারে ।
জন কত রাজামাত্র গিয়াছে ভিতরে ॥

পুরুজিৎ নামে রাজা পাণ্ডব মাতুল।
রাজ আজ্ঞা পেয়ে তবে লইল নকুল ॥
তাঁর সঙ্গে গেল জনকত নৃপবর।
দেখিয়া বড়ই ক্রুদ্ধ হৈল বৃকোদর ॥
মাতুলে রাখিয়া আর যত রাজগণে।
ধাক্কা মারি বাহির করিল ততক্ষণে ॥
আজ্ঞা বিনা ছাড়িতে নারিব কদাচন।
আজ্ঞা আনি ল'য়ে যাও রাজা বিভীষণ ॥
এত শুনি ক্রুদ্ধ হৈয়া গেলেন গোবিন্দ।
দুই চক্ষু দেখি যেন রক্ত অরবিন্দ ॥
তথা হৈতে গেলেন সহিত লঙ্কাপতি।
পূর্ব্বদ্বারে উপনীত আপনি শ্রীপতি ॥
মহাবীর ঘটোৎকচ হিড়িম্বা কুমার।
তিন লক্ষ রাক্ষসে রক্ষা করে দ্বার ॥
কৃষ্ণেরে দেখিয়া সবে পথ ছাড়ি দিল।
বেত্র দিয়া বিভীষণে দ্বারে রহাইল ॥
গোবিন্দ বলেন ইনি লঙ্কার ঈশ্বর।
ব্রহ্মার প্রপৌত্র রাবণের সহোদর ॥
ঘটোৎকচ বলে শুন দেব চক্রপাণি।
আমি কি করিব তুমি জানহ আপনি ॥
জন কত রাজামাত্র গিয়াছে ভিতরে।
বাইশ সহস্র রাজা আছে এই দ্বারে ॥
ব্রহ্মার প্রপৌত্র দেব অনেক এসেছে।
দুই তিন মাস দ্বারে রহিয়া গিয়াছে ॥
বহু নাগগণ সঙ্গে শেষ বিষধর ॥
পাতাল ছাড়িয়া মর্ত্ত্যে রহে নিরন্তর।
সহস্র বদন শোভে নাগ অধিকারী।
এইখানে তিনি রহিলেন দিন চারি ॥
এই দেখ রাজগণ দাণ্ডাইয়া আছে।
একদৃষ্টে বুকে হস্ত নাহি চায় পাছে ॥
গিরিব্রজে সুরপতি জরাসন্ধ সুত।
জয়সেন মহারাজ যুগল অযুত ॥
নব কোটি রথ নবকোটি মত্ত হাতী।
ষষ্ঠ কোটি তুরঙ্গম অসংখ্য পদাতি ॥
নানা রত্ন আনিল বিবিধ যানে করি।
হস্তিনী গর্দ্দভ উট শকট উপরি ॥

অহর্নিশি নৌকা বহে সংখ্যা নাহি জানি।
যার নৌকা ত্রিশ ক্রোশ ঢাকে গঙ্গাপানি।
বিংশতি সহস্র রাজা সংহতি করিয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বাহির হইয়া ॥
শিশুপাল রাজা দেখ চেদীর ঈশ্বর।
যাহার সহিত পঞ্চ শত নৃপবর ॥
নানা যান করিয়া বিবিধ রত্ন লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া ॥
দীর্ঘজঙ্ঘ রাজা দেখ অযোধ্যার পতি।
তিনকোটি রথ সঙ্গে তিনকোটি হাতী ॥
সপ্তদশ নরপতি সংহতি করিয়া।
কর ল'য়ে দ্বারে আছে বারিতহইয়া ॥
কাশীরাজ দেখ এই কাশীর ঈশ্বর।
কোশলের রাজা বৃহদ্বল নৃপবর ॥
বহু রাজা সুপার্শ্ব কৌশিক শ্রুত রাজা
মদ্রসেন চন্দ্রসেন পার্শ্ব মহাতেজা ॥
সুবর্ণ সুমিত্র রাজা সুমুক শম্বুক।
মণিমন্ত দণ্ডধর নৃপতি মুকুট ॥
পুণ্ডরীক্ষ বাসুদেব জরদ্গব আদি।
করিল মেদিনী ব্যাপ্ত সমুদ্র অবধি ॥
এ সবার সঙ্গে রাজা শত সপ্ত শত।
লিখনে না যায় যত গজবাজী রথ ॥
যে দেশে যে রত্ন জন্মে তাহা কর লৈয়া
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া ॥
উপরুদ্ধ অত্যন্ত হয়েন যেই জন।
রাজারে জানায় গিয়া তার বিবরণ ॥
তবে যদি ধর্ম্মরাজ দেন অনুমতি।
যারে আজ্ঞা দেন সেই জন করে গতি ॥
মুহূর্ত্তেকে রহি মাত্র দরশন পায়।
শীঘ্রগতি পুনঃ আনি রাখয়ে হেথায় ॥
রাজার শ্বশুর দেখ দ্রুপদ নৃপতি।
দিনেক রহিল পরিজনের সংহতি ॥
আজ আজ্ঞা পাইয়া ছাড়িল দ্রুপদেরে।
তার সঙ্গে কত রাজা পশিল ভিতরে ॥
সেই হেতু পিতা মোরে করিলেন ক্রোধ
শ্বশুরের কিছু না রাখিল উপরোধ ॥

স্থির করিয়া যে দিলেন রাজগণে।
দ্বারীগণে বহু ক্রোধ করিলেন মনে॥
পূর্ব্বে ইন্দ্রসেন ছিল এই দ্বারে দ্বারী।
এই দোষে তাহারে দিলেন দূর করি॥
রাখিলেন দ্বারে মোরে অনেক কহিয়া।
আজ্ঞা বিনা ইন্দ্র এলে না দিবে ছাড়িয়া॥
এই হেতু জগন্নাথ ভয় লাগে মনে।
আজ্ঞা বিনা কিমতে ছাড়িব বিভীষণে॥
থাকি হেথা আন রাজ অনুমতি হরি।
জানাইতে রাজারে নাহিক শক্তি ধরি॥
নকুল আইসে কিম্বা অনুজ তাহার।
বার্ত্তা জানাইতে এ দোঁহার অধিকার॥
বুঝিয়া আপনি কর যে হয় বিচার।
ক্ষণেক থাকহ নহে যাও অন্য দ্বার॥
এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার।
ক্রোধ করি চলিলেন উত্তর দুয়ার॥
বিভীষণে লইয়া গেলেন গদাধর।
কতদূরে দেখিলেন ভীম অনুচর॥
চারি গোটা নৃপতিরে করিয়া বন্ধন।
কেশে ধরি লইয়া যাইছে চারিজন॥
জিজ্ঞাসেন মাধব তোমরা কোন্ জন।
এ চারি জনারে কেন করিলে বন্ধন॥
দূতগণ বলে মোরা ভীমের কিঙ্কর।
দুষ্টকর্ম্ম কৈল এই চারি নরবর॥
শ্বেত আর লোহিতমণ্ডল নরপতি।
অবধানে জগন্নাথ কর অবগতি॥
এ দোঁহার দেশ প্রভু সমুদ্রের তীরে।
পার্থ জিনি কর সহ আনিল দোঁহারে॥
এখন না বলিয়া যাইতেছিল দেশে।
অর্দ্ধ পথ হৈতে ধরিয়া আনিনু কেশে॥
হের দেখ জগন্নাথ এই দুই জনে।
উপহাস করিল দুই দরিদ্র ব্রাহ্মণে॥
এই হেতু চারিজনে আনিনু বাঁধিয়া।
আজ্ঞা করিলেন ভীম শূলে দেহ নিয়া॥
এত শুনি কৃষ্ণ ফিরাইয়া চারিজনে।
বৃকোদর কোথা জিজ্ঞাসেন দূতগণে॥
অগ্রে অগ্রে যায় দূত পিছে গদাধর।
কতদূরে দেখেন আইসে বৃকোদর॥
এক লক্ষ রথী সহ ভ্রমে সর্ব্বস্থল।
চরগণে খুঁজিছে যে কোথাকার বল॥
ভীমের নিকটে উত্তরিল নারায়ণ।
কহিলেন মুক্ত করি দেহ চারিজন॥
কর্ম্ম হেতু এ সবারে কৈলা আবাহন।
অনাদর এখন করহ কি কারণ॥
কর্ম্ম যদি করিবে হইয়া মহাতেজা।
ক্ষুদ্রে লোকে নিমন্ত্রিলে করিবেক পূজা॥
দুষ্ট শিষ্ট অনেক এসেছে কর্ম্মস্থলে।
কর্ম্মে বহু বিঘ্ন হয় ক্ষমা না করিলে॥
বৃকোদর বলে শুন দৈবকী-নন্দন।
দোষমত শাস্তি যদি না পায় দুর্জ্জন॥
আর সব ক্রমে ক্রমে সেই পথ লয়।
কহ ইথে কর্ম্ম পূর্ণ কোনমতে হয়॥
দুষ্টে ক্ষমা করিতে না পারি কদাচন।
দুষ্টাচারী না ছাড়ে আপন দুষ্টপণ॥
দুষ্টজনে নিজ তেজ যদি না দেখায়।
উপহাস করে আর কর্ম্ম ধ্বংস পায়॥
ইহায় আমায় পূর্ব্বে পরিচয় কোথা।
তেজ হৈতে যত দেখ আসিয়াছে হেথা॥
পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ কমললোচন।
শুন শুন ভীমসেন আমার বচন॥
তোমার শান্তির শব্দে ত্রৈলোক্য পূরিল।
তেঁই দেখি তিনলোক একত্র মিলিল॥
শান্তি আচরিতে তুমি এ কর্ম্ম করিলে।
কহ ভীম যজ্ঞপূর্ণ হইবে কি ভালে॥
অন্য কর্ম্ম নহে এই রাজসূয় যজ্ঞ।
এক লক্ষ রাজা আসি হ'য়েছে একত্র॥
নাহি জান ইতিমধ্যে আছে ভাল মন্দ।
একচক্র হ'য়ে যদি সবে করে দ্বন্দ্ব॥
কহ মোরে তখন উপায় কি করিবে।
প্রমাদ ঘটিবে আর যজ্ঞ নষ্ট হবে॥
পৃথিবীর লোক সব করিলে বিরোধ।
কত কত জনে তুমি করিবে প্রবোধ॥

পাতালে রহিল গিয়া পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দ্বন্দ্ব করিবারে তুমি সবে একেশ্বর ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে বৃকোদর।
তব যোগ্য কথা নহে দেব দামোদর ॥
এক লক্ষ রাজা যে বলিলে নারায়ণ।
প্রত্যক্ষেতে আমি দেখিলাম সর্ব্বজন ॥
অজাযুথ লাগে যেন ব্যাঘ্রের নয়নে।
সেইমত রাজগণ লাগে মম মনে ॥
দ্বন্দ্ব করিবারে সবে হয় একদিকে।
কাহার' নাহিক দায় রৈল মম ভাগে ॥
সসৈন্যে আগত এক লক্ষ নৃপবর।
মুহূর্ত্তেকে দলিবারে পারি একেশ্বর ॥
মনুষ্য কি গণি যদি তিনলোক হয়।
একেশ্বর সবাকারে করি পরাজয় ॥
যার জয় ইচ্ছে দেব তোমা হেন জনে।
তারে পরাজয় করে নাহি ত্রিভুবনে ॥
গোবিন্দ বলেন সব সম্ভবে তোমারে।
তোমা সহ বিরোধ করিতে কেবা পারে ॥
ইহা সবাকারে ছাড় আমার বচনে।
এবে দ্বন্দ্ব করহ যে করে দুষ্টগণে ॥
এত বলি মুক্ত করি দেন চারিজনে।
তথা হৈতে লইয়া গেলেন বিভীষণে ॥
যাইতে যাইতে কৃষ্ণ কন বিভীষণে।
বহু রাজা দেখিয়াছ শুনেছ শ্রবণে ॥
এমন সম্পদ কি হয়েছে কোন জনে।
আমা হেন জনে রাখে যার দ্বারীগণে ॥
তিন ভুবনের লোক একত্র মিলিল।
ইন্দ্র আদি করিয়া যাহারে কর দিল ॥
বিভীষণ বলে দেব এ নহে অদ্ভুত।
ইহা হৈতে রাজসূয় হ'য়েছে বহুত ॥
হরিশ্চন্দ্র মহারাজ এ যজ্ঞ করিল।
সপ্তম দ্বীপের লোক একত্র হইল ॥
আর আর যত রাজা পৃথিবীতে ছিল।
ইন্দ্র আদি দেবে জিনি নানা যজ্ঞ কৈল ॥
একমাত্র পাণ্ডবের বাখানি বিশেষ।
আপনি এতেক স্নেহ কর হৃষীকেশ ॥

ব্রহ্মা আদি ধ্যায় প্রভু তোমা দেখিবারে।
এ বড় আশ্চর্য্য তুমি ভ্রম দ্বারে দ্বারে ॥
তোমার চরিত্র প্রভু কি বলিতে পারি।
নহুষে করিলা ইন্দ্র বলি দূর করি ॥
ব্রহ্মকীট পদ প্রভু তোমার সমান।
যারে যাহা কর তাহা কে করিবে আন ॥
ইন্দ্র আদি পদ প্রভু না করি গণন।
তব পদে ভক্তি যার সেই মহাজন ॥
ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তোমা।
তেঁই দ্বারে দ্বারী রাখে তারে কর ক্ষমা ॥
কি কারণে জগন্নাথ এত পর্য্যটন।
দ্বারে দ্বারে ভ্রম প্রভু কোন প্রয়োজন ॥
দৈবেতে এ দ্বারীগণ না ছাড়ে আমারে।
মম প্রয়োজন কিছু নাহিক ভিতরে ॥
মানস হইল পূর্ণ সিদ্ধ হৈল কার্য্য।
আজ্ঞা কৈলে মহাপ্রভু যাই নিজ রাজ্য ॥
তার বাক্য শুনিয়া বলেন চক্রধর।
আর কত তোমারে কহিব লঙ্কেশ্বর ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম জান তুমি বিচারে পণ্ডিত।
তুমি হেন কথা কহ না হয় উচিত ॥
নিমন্ত্রণে এলে যার না যাবে ভেটিয়া।
রাজা জিজ্ঞাসিলে আমি কি বলিব গিয়া।
হেন অপকীর্ত্তি মম চাহ কি কারণ।
ক্ষণেকে করিয়া যাও রাজ সন্দর্শন ॥
এইরূপে দোঁহে হয় কথোপকথন।
উত্তর দ্বারেতে উত্তরিলা দুইজন ॥
উত্তর দুয়ারে দ্বারী কামের নন্দন।
গোবিন্দে দেখিয়া আসি করিল বন্দন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাই রাজার গোচর।
ধর্ম্মরাজে ভেটাইব রাক্ষস ঈশ্বর ॥
অনিরুদ্ধ বলে দেব রহ মুহূর্ত্তেক।
এইক্ষণে মাদ্রীর তনয় আসিবেক ॥
তাঁর হাতে জানাইব রাজার গোচর।
আজ্ঞা পেলে ল'য়ে যাও রাক্ষস ঈশ্বর ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি না জান ইহারে।
ক্ষণেক উচিত নহে রাখিতে দুয়ারে ॥

রাবণের সহোদর লঙ্কা অধিপতি।
রাক্ষসের রাজা যে ব্রহ্মার হয় নাতি॥
এত শুনি হাসি বলে কামের নন্দন।
কেন হেন কহ দেব জানিয়া কারণ॥
অবধানে দেখ দেব যতেক নৃপতি।
অনেক দিবস হৈল দ্বারে কৈল স্থিতি॥
প্রাগ্‌দেশ অধিপতি রাজা ভগদত্ত।
নব কোটি রথ সঙ্গে কোটি গজ মত্ত॥
নানা রত্ন কর দেখ সংহতি করিয়া।
বহুদিন দ্বারে আছে বারিত হইয়া॥
বাহ্লীক বৃহন্ত আর সুদেব কুন্তল।
সিংহরাজ সুশর্ম্মা সহিত বৃহদ্বল॥
কামদেব কামেশ্বর রাজা কামসিন্ধু।
ত্রিগর্ত্ত দ্বিরদশির মহাজলসিন্ধু॥
এ সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চশত।
ত্রিশকোটি মত্ত হস্তী ত্রিশকোটি রথ॥
যে দেশে নাহিক শক্তি বিহঙ্গ যাইতে।
সে সকল রাজা দেব দেখহ সাক্ষাতে॥
নানারত্ন কর ল'য়ে দ্বারে বসি আছে।
বৎসর অধিক হৈল কেহ নাহি পুছে॥
পুত্র পৌত্র ব্রহ্মার এয়েছে কতজন।
প্রপৌত্র আইল যত কে করে গণন॥
ইন্দ্র চন্দ্র অনল কৃতান্ত দিনকর।
ব্রহ্মঋষি দেবঋষি আইল বিস্তর॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু হাহা হুহু।
বিশ্বাবসু আদি সহ বিদ্যাধর বহু॥
যক্ষরাজ সহ এল কত লব নাম।
আসিয়াছে আসিতেছে নাহিক বিশ্রাম॥
দুই একদিন সবে রহি হেথা গেছে।
রাজ আজ্ঞা মাত্র তরে দুই এক আছে॥
বিনা আজ্ঞা ছাড়ি দিলে দুঃখ পায় পাছে।
রাজদ্রোহী কর্ম্মেতে অনেক বিঘ্ন আছে॥
দোষ গুণ বুঝিতে ভীমের অধিকার।
ভীম ক্রোধ করিলে যে নাহিক নিস্তার॥
বুঝিয়া করহ দেব যে হয় বিচার।
কি শক্তি আমার আজ্ঞা বিনা ছাড়ি দ্বার॥
এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার।
ক্রোধ করি চলিলেন পশ্চিম দুয়ার॥
গোবিন্দ বলেন রাজা দেখ বিদ্যমান।
পৌত্র হ'য়ে আমার না করিল সম্মান॥
নাহিক উহার দোষ কর্ম্ম এইরূপে।
ইন্দ্র যম ভয় করে ভীমের প্রতাপে॥
অল্প দোষে দেয় দণ্ড ক্রোধ নিরন্তর।
শ্রুতমাত্র দেয় শাস্তি নাহি পরাপর॥
চলহ পশ্চিম দ্বারে আছে দুর্য্যোধন।
আমা দেখি কদাচ না করিবে বারণ॥
আর কহি বিভীষণ না হও বিস্মৃতি।
যখন দেখিবে তুমি ধর্ম্ম নরপতি॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া তুমি প্রণাম করিবে।
নৃপতির অজ্ঞা হ'লে তখনি উঠিবে॥
বিভীষণ কহে প্রভু নহে কদাচন।
নিবেদন করিয়াছি মম বিবরণ॥
পূর্ব্ব হৈতে তব পদে বিক্রাত শরীর।
তব পদ বিনা অন্যে না নোঙাব শির॥
এত শুনি গোবিন্দ ভাবেন মনে মন।
করিয়াছি কুকর্ম্ম আনিয়া বিভীষণ॥
বিভীষণ যদি দণ্ডবৎ না করয়।
সভাতে পাইবে লজ্জা ধর্ম্মের তনয়॥
এত চিন্তি জগন্নাথ করেন বিচার।
ব্রহ্মা আদি তপ করে এরা কোন্ ছার॥
যজ্ঞারম্ভ কৈল রাজা আমার বচনে।
আমি যজ্ঞেশ্বর বলি জানে সর্ব্বজনে॥
এত চিন্তি জগন্নাথ সহ বিভীষণ।
পশ্চিম দ্বারেতে যান যথা দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন নৃপতির দুই অধিকার।
দ্রব্যের ভাণ্ডারী আর রক্ষা করে দ্বার॥
লক্ষ লক্ষ ভাণ্ডার সমান গিরিবর।
কনক রজত মুক্তা প্রবাল পাথর॥
অমূল্য কীটজ চীর লোমজ বসন।
কস্তুরী দশন হস্তী শৃঙ্গী অগণন॥
চতুর্দ্দিক হইতে আসিছে ঘনে ঘন।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন হয় বরিষণ॥

দরিদ্র ভিক্ষুক আর ভট্ট আদি যত।
দিতেছে সকল দ্রব্য বিদুর সম্মত ॥
যত দ্রব্য আসে তত দিতেছে সকল।
পুনঃ পুনঃ আসে যেন জোয়ারের জল ॥
কত জনে কত দেয় নাহি পরিমাণ।
অদরিদ্রা কৈল পৃথী দিয়া বহু দান ॥
ঊনশত ভাই সহ নিজ পরিবার।
দুর্য্যোধন দ্বারী রাখে পশ্চিম দুয়ার ॥
গোবিন্দেরে নিরখিয়া বলে দুর্য্যোধন।
কহ কোন্ হেতু দাণ্ডাইলা নারায়ণ ॥
গোবিন্দ বলেন ইনি লঙ্কার ঈশ্বর।
যাইতে নিবারে কেন তোমার কিঙ্কর ॥
দুর্য্যোধন বলে কৃষ্ণ নাহি তার দোষ।
আপনি জানহ তুমি ভীমের আক্রোশ ॥
আসিবা মাত্রেতে ল'য়ে চাহ ভেটিবারে।
আজ্ঞা বিনা কিমতে দ্বারীতে দ্বার ছাড়ে ॥
এইক্ষণে আসিবেক মাদ্রীর নন্দন।
ক্ষণমাত্র হেথায় বৈসহ নারায়ণ ॥
এত বলি দুর্য্যোধন দিল সিংহাসন।
দুই সিংহাসনে বসিলেন দুইজন ॥
কে বুঝিতে পারে জগন্নাথের চরিত।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর মায়ায় মোহিত ॥
ধন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জন্ম শুভক্ষণে।
হেন প্রভু বশ কৈল আপনার গুণে ॥
ধন্য ধন্য অশ্বমেধ কৈল শত শত।
কঠোর তপস্যা রাজা ধন্য কৈল কত ॥
কেহ যজ্ঞ ব্রত করে বৈভব কারণ।
ইন্দ্রপদ বাঞ্ছে কেহ কুবের তপন ॥
তিনলোক মধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্নেরে বাখানি।
কত ইন্দ্রপদ যার কর্ম্মের নিছনি ॥
যাহার যশের গুণে পূরিল সংসার।
ক্ষিতিমধ্যে খণ্ডাইল যম অধিকার ॥
যাবৎ ব্রহ্মাণ্ড আর যাবৎ ধরণী।
করিল অদ্ভুত কীর্ত্তি নিস্তারিতে প্রাণী ॥
গোহত্যা স্ত্রীহত্যা আদি করে যে নারকী।
অবহেলে স্বর্গে যায় কৃষ্ণমুখ দেখি ॥
জন্মে জন্মে কাশী আদি নানা তীর্থ সেবে।
তপ ক্লেশ যজ্ঞ ব্রত সদা করে যবে ॥
পঞ্চ পাতকীতে যদি কৃষ্ণমুখ দেখে।
সে কোটি কল্পের পাপ শরীরে না থাকে ॥
জগন্নাথ মুখপদ্ম যে করে দর্শন।
জগন্নাথ নাম যেবা করয়ে স্মরণ ॥
পৃথিবীর মধ্যে তার সফল জীবন।
কাশীরাম প্রণময় তাঁহার চরণ ॥

সর্ব্বলোক মূর্চ্ছা।

জন্মেজয় ভূপতি মুনিরে জিজ্ঞাসিল।
কহ দেখি তদন্তরে কি প্রসঙ্গ হৈল ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
বিভীষণ সহ বসিলেন নারায়ণ ॥
পরিশ্রম হয়েছিল পদব্রজে চলি।
চতুর্দ্দিকে বিশেষ লোকের ঠেলাঠেলি ॥
চৌদিকে অযুত ক্রোশ সভা পরিসর।
ভ্রমিয়া দোঁহার শ্রান্ত হৈল কলেবর ॥
সিংহাসন উপরে বসিল দুইজন।
হেনকালে তথা আসে মাদ্রীর নন্দন ॥
গোবিন্দে দেখিয়া বীর কৈল নমস্কার।
ডাকি কৃষ্ণ জিজ্ঞাসেন সব সমাচার ॥
দুই তিন দিন নাহি রাজ সম্ভাষণ।
কহ দেখি সহদেব সব বিবরণ ॥
সহদেব বলেন শুনহ দামোদর।
তুমি গেলে আসিবেন যতেক অমর ॥
সকলের হইয়াছে রাজ দরশন।
তোমারে দেখিতে যে আছয়ে সর্ব্বজন ॥
দেববৃন্দ লইয়া আছেন দেবরাজ।
তুমি গেলে ভেটিবেক দেবের সমাজ ॥
এত শুনি উঠিলেন শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
তাঁহার সহিত গেল নিকষানন্দন ॥
সভামধ্যে প্রবেশ করেন নারায়ণ।
গোবিন্দেরে দেখিয়া উঠিল সর্ব্বজন ॥
মণ্ডলী করিয়াছিল বেদীর উপরে।
কৃষ্ণে দৃষ্টি করিয়া পড়িছে বায়ুভরে ॥

ন্দূরে পড়িল করিয়া কৃতাঞ্জলি।
বাতাঘাতে যেন পড়িল কদলী॥
গতা গন্ধর্ব্ব আর অপ্সর কিন্নর।
বঋষি ব্রহ্মঋষি রক্ষ খগবর॥
ক্রজন বিনা আর যে ছিল যথায়।
তদূরে পড়ে সবে হ'য়ে নম্রকায়॥
তক সোপান পর ধর্ম্মের নন্দন।
ক্রমশঃ সোপানে উঠেন নারায়ণ॥
শ্বরূপ প্রকাশ করেন জনার্দ্দন।
। রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হৈল পদ্মাসন॥
হস্র মস্তকে শোভে সহস্র নয়ন।
হস্র মুকুট মণি কিরীট ভূষণ॥
স্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুণ্ডল।
স্র নয়নে রবি সহস্র মণ্ডল॥
বধ আয়ুধ শোভে সহস্রেক করে।
স্র চরণে শোভে কত শশধরে॥
স্র সহস্র যেন সূর্য্যের উদয়।
বৎস কৌস্তুভমণি শোভিত হৃদয়॥
লে দোলে আজানুলম্বিত বনমালা।
তাম্বর শোভে যেন মেঘেতে চপলা॥
ঙ্খ-চক্র-গদা পদ্ম শার্ঙ্গ আর ধনু।
নাবর্ণ মণিময় বিভূষিত তনু॥
হস্র সহস্র শম্ভু আছে করযোড়ে।
ত মুখে কত তারা স্তুতিবাণী পড়ে॥
বশ্বরূপ বিশ্বপতি দেখে দেবগণ।
মকিত হৈয়া সবে হৈল অচেতন॥
অন্তরীক্ষে থাকি ধাতা বিশ্বরূপ দেখি।
নির্নিমেষ চাহিলেক মেলি অষ্ট আঁখি॥
অজ্ঞান হইয়া ধাতা আপনা পাসরে।
করযোড় করিয়া পড়িল কতদূরে॥
লুকাইয়া ছিল শিব যোগীবর হ'য়ে।
চরণে পড়িল বিশ্বরূপ নিরখিয়ে॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন।
চন্দ্র সূর্য্য খগ নাগ গ্রহ রাশিগণ॥
যেই যথা আছিল সে সব গেল পড়ি।
অচেতন হ'য়ে সবে যায় গড়াগড়ি॥

সকল পড়িল যদি করি প্রণিপাত।
যুধিষ্ঠিরে চাহি কন দেব জগন্নাথ॥
করযোড় করিয়া বলেন ভগবান।
পূর্ব্বভিতে মহারাজ কর অবধান॥
কমণ্ডলু জপমালা যায় গড়াগড়ি।
পড়িয়াছে চতুর্ম্মুখ অষ্ট ভুজ যুড়ি॥
তাহার পশ্চাতে দেখ প্রজাপতিগণ।
কর্দ্দম কশ্যপ আদি আর যত জন॥
ব্রহ্মার দক্ষিণে দেখ যোগী মহাদেব।
ত্রিলোচন পঞ্চানন প্রণমে মহেশ॥
কার্ত্তিক গণেশ দেখ তাহার পশ্চাৎ।
তব গুণে নমস্কারে ধন্য তুমি তাত॥
সহস্র নয়নে বহে ধারা অগণন।
হের দেখ প্রণমিছে সহস্রলোচন॥
দ্বাদশ আদিত্য আর দেব শশধর।
কুজ বুধ আর গুরু শুক্র শনৈশ্চর॥
রাহু কেতু অগ্নি তারা বসু অষ্টজন।
মেঘ বার তিথি যোগ ঋষি যক্ষগণ॥
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রাজঋষিগণ।
প্রণাম করিছে সবে তোমার চরণ॥
যাম্যভিতে মহারাজ কর অবগতি।
প্রণাম করিছে পড়ি মৃত্যু-অধিপতি॥
পশ্চিমেতে অবধান কর নৃপবর।
করযোড়ে পড়িয়াছে জলের ঈশ্বর॥
হের দেখ মহারাজ সহস্র সোদর।
সহস্র মস্তক ধরে শেষ বিষধর॥
প্রণাম করিছে তোমা ভূমিতলে পড়ি।
সহস্র মস্তকে ধূলি যায় গড়াগড়ি॥
উত্তরেতে মহারাজ অবধান কর।
প্রণাম করিছে তোমা যক্ষের ঈশ্বর॥
ধবল গন্ধর্ব্ব অশ্ব দিয়া চারি শত।
হের দেখ প্রণাম করিছে চিত্ররথ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ অপ্সরী অপ্সর।
গড়াগড়ি যায় দেখ ভূমির উপর॥
তার বাম ভাগে দেখ রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ।
শ্রীরামের মিত্র হয় রাবণ কনিষ্ঠ॥

হের অবধান কর কুন্তীর কোঙর।
ছয় সহোদর দেখ খগের ঈশ্বর ॥
ভীষ্ম দ্রোণ দেখ ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত।
উগ্রসেন যজ্ঞসেন শল্য মদ্রনাথ ॥
বসুদেব বাসুদেব আদি যত জন।
তব পদে প্রণাম করিছে সর্ব্বজন ॥
পৃথিবীতে নাহি রাজা তোমার তুলনা।
কে কহিতে পারে তব গুণের বর্ণনা ॥
ব্রহ্মাণ্ড পূরিল রাজা তব কীর্ত্তি যশ।
তব গুণে মহারাজ হইলাম বশ ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভয়েতে আকুল হয় কম্পিত শরীর ॥
নয়ন যুগলে পড়ে বারি ধারা নীর।
মুহুর্মুহু অচেতন হয় কুরুবীর ॥
সধৈর্য্যে বলেন রাজা গদগদ বচন।
অকিঞ্চন জনে প্রভু এত কি কারণ ॥
তোমার চরণে মম অসংখ্য প্রণাম।
অবধানে নিবেদন শুন ঘনশ্যাম ॥
তড়িত জড়িত পীত কৌষবাস সাজে।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বিভূষিত অঙ্গমাঝে ॥
শ্রবণে পরষে চক্ষু পুণ্ডরীকপাত।
বিষ্ণু বিশ্বরূপ প্রভু সর্ব্বলোকনাথ ॥
সংসারে আছয়ে যত পুণ্য-আত্মা জন।
সতত বন্দয়ে প্রভু তোমার চরণ ॥
সে সবার তব পদ বন্দিবারে আশা।
আকাঙ্ক্ষায় মাগিবারে না করি ভরসা ॥
যদি বর দিবা এই করি নিবেদন।
অনুক্ষণ বন্দি যেন তোমার চরণ ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা সব ক্ষম তুমি।
ভক্তিমূলে তোমাতে বিক্রীত আছি আমি ॥
আমার নিয়মে বর্ত্তে আমাতে ভকত।
বলি যে তাহাতে আমি করি এইমত ॥
ব্রহ্মা আদি দেবরাজ সম নহে তার।
প্রত্যক্ষ দেখহ যত চরণে তোমার ॥
তব তুল্য প্রিয় মম নাহক ভুবনে।
আমিও প্রণাম করি ভক্তের চরণে ॥
এত বলি জগন্নাথ পড়িয়া ধরণী।
করপুটে কহিতে লাগিল স্তুতিবাণী ॥
মোহিলেন মায়ায় পুনশ্চ নারায়ণ।
যতেক দেখিল সবে হৈল পাসরণ।
মাতুল-নন্দন হেন দেখিয়া অচ্যুতে।
সহদেবে কৈল আজ্ঞা বলহ উঠিতে ॥
সহদেব ডাকি বলে উঠ নারায়ণ।
আজ্ঞা হৈল, নিবেদন কর প্রয়োজন ॥
আজ্ঞা পেয়ে গোবিন্দ উঠেন ততক্ষণ।
বুকে হাত দিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন ॥
বহুদিন আইল যে দেব খগনাথ।
আজ্ঞা হৈল যায় সবে ল'য়ে যজ্ঞভাগ ॥
ভারতমণ্ডলে বৈসে যত নরপতি।
বহুদিন হৈল সবে দ্বারে করে স্থিতি ॥
ইতিমধ্যে অবিলম্বে যা'ক নিজদেশ।
বিদায় করহ শীঘ্র নাগরাজ শেষ ॥
যজ্ঞস্থানে নাগরাজ আছে সাত দিন।
সপ্তদিন হৈল সখা অন্নজলহীন ॥
বুঝিয়া সুঝিয়া নাগ কৈল অবিচার।
সখার উপরে দিল ধরণীর ভার ॥
এতেক কহেন যদি দেব জগৎপতি।
লজ্জায় মলিন মুখ শেষ অধিপতি ॥
অনুমতি করিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
যার যেই ভাগ ল'য়ে করিল গমন ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
রাজসূয় যজ্ঞকথা অদ্ভুত-চরিত্র ॥
ভুবনে বিখ্যাত সে ব্যাস মহামুনি।
বিচিত্র তাঁহার কীর্ত্তি যজ্ঞের কাহিনী ॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
যাহার শ্রবণে হয় পাপের সংহার ॥

সভায় রাজগণের প্রবেশ।

ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা তবে কৈল ততক্ষণ।
চারি দ্বারে আছয়ে যতেক রাজগণ ॥
সভামধ্যে সবাকারে আইস লইয়া।
যত রত্ন ভাণ্ডারেতে সব সমর্পিয়া ॥

জ্ঞা মাত্র আইলেন যত রাজগণ।
রাজে প্রণাম করিল সর্ব্বজন॥
তে করেন আজ্ঞা ধর্ম্মের নন্দন।
যোগ্য স্থানেতে বসিল সর্ব্বজন॥
থিবীর রাজগণ বসিল যখন।
ন্দ্রসভা হৈতে শোভা হইল তখন॥
রদ দেখিয়া সভা হৃদয়ে ভাবিয়া।
হিলেন ব্যাসদেবে একান্তে বসিয়া॥
তেক দেখহ বসিয়াছে রাজগণ।
ন্য যুদ্ধ করি সবে হইবে নিধন॥
ল্পদিনে খণ্ডিবেক পৃথিবীর ভার।
রস্পর মারি সবে হইবে সংহার॥
রদের মুখে এত শুনিয়া বচন।
বস্ময় মানিয়া চিত্তে চিন্তে তপোধন॥
ইবে অদ্ভুত হেন বিচারিল মনে।
ইজন বিনা না জানিল অন্য জনে॥

শিশুপাল বধ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
সুধাময় রাজসূয় যজ্ঞের কথন॥
যুধিষ্ঠির সমাপন করিলেন যাগ।
তুষ্ট করিলেন দিয়া যার যেই ভাগ॥
সাক্ষাতে লইল পূজা দেব পিতৃ ভূপে।
ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দিতে কহিলেন কৃপে॥
যে রাজ্যে হৈতে আইল যত দ্বিজগণ।
সে রাজ্যের রাজা আনিয়াছিল যত ধন॥
দ্বিগুণ করিয়া তার দক্ষিণা যে দিল।
আনন্দেতে দ্বিজগণ দেশেতে চলিল॥
এক দ্বিজ দুই চারি লইয়া রাখাল।
দেশেতে চালায়ে দিল যার যেই পাল॥
কেহ অশ্ব গজ পৃষ্ঠে কেহ চড়ি রথে।
রত্নের শকট চালাইয়া দিল সাথে॥
দক্ষিণা পাইয়া দ্বিজগণ গেল দেশে।
গঙ্গাপুত্র বলিছেন ধর্ম্মপুত্র পাশে॥
বহুদূর হইতে আইল রাজগণে।
বৎসর হইল পূর্ণ তোমার ভবনে॥
সবাকার পূজা কর বিবিধ বিধানে।
যজ্ঞপূর্ণ হৈল সবে যাউক ভবনে॥
যথাযোগ্য জানি রাজা পূজ ক্রমে ক্রমে।
শ্রেষ্ঠজন জানি অগ্রে পূজহ প্রথমে॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভীষ্মের বচন।
ভাল বলি সহদেবে করেন স্মরণ॥
আজ্ঞা মাত্র সহদেব তখনি আইল।
অর্ঘ্যপাত্র লইয়া সম্মুখে দাণ্ডাইল॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন শুন পিতামহ।
কাহারে পূজিব অগ্রে শ্রেষ্ঠ কেবা কহ॥
ভীষ্ম বলে বৃষ্ণিবংশে বিষ্ণু অবতার।
উদ্দেশে মহেন্দ্র আদি পূজা করে যাঁর॥
সর্ব্ব অগ্রে অর্ঘ্য দেহ চরণে তাঁহার।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রের আকার॥
ভকতবৎসল সেই কৃপা অবতার।
তাঁর অগ্রে অর্ঘ্য পায় নাহি হেন আর॥
তবে অর্ঘ্য দেহ বীর রাজগণ শিরে।
এত শুনি আনন্দিত সহদেব বীরে॥
অর্ঘ্য দিয়া গোবিন্দ-চরণ পূজা করে।
হৃষ্টচিত্ত হ'য়ে কৃষ্ণ লইলেন করে॥
কৃষ্ণে পূজি আনন্দিত পাণ্ডুপুত্রগণ।
সহিতে নারিল দামঘোষের নন্দন॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি।
ভীষ্ম আদি সবাকারে ক্রোধে পাড়ে গালি॥
রাজসূয় যজ্ঞপূর্ণ কৈল কুরুবর।
দেখিয়া কৃষ্ণের পূজা চেদীর ঈশ্বর॥
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ বলে বার বার।
ওহে ভীষ্ম এ তোমার কিমত বিচার॥
সভাতে আছয়ে যত রাজা ... কুমার।
পৃথিবীর যত রাজা দ্বারেতে তোমার॥
রাজসূয় যজ্ঞে অগ্রে পূজিবেক রাজা।
কোন্ রাজপুত্র কৃষ্ণ, তারে কৈল পূজা॥
কোন্ রূপে পূজাযোগ্য হয় দামোদর।
কহ শুনি ওহে ভীষ্ম সভার ভিতর॥
বড় দেখি পূজা যদি চাহ করিবারে।
দ্রুপদেরে ছাড়ি কেন পূজহ ইহারে॥

বিশেষ আছেন বসুদেব মহামতি।
পিতা স্থিতে পুত্রে পূজা কহ কোন্ রীতি ॥
যদি বা পূজিবে ইথে আচার্য্যের ক্রমে।
দ্রোণ ত্যজি কৃষ্ণে কেন পূজিলা প্রথমে ॥
যদ্যপি বলিয়া ঋষি পূজিবে রাজন।
গোপালে পূজহ কেন ত্যজি দ্বৈপায়ন ॥
রাজক্রমে পূজিবারে চাহ নৃপবর।
দুর্য্যোধন ত্যজি কেন পূজ দামোদর ॥
যোদ্ধাগণ পূজিবারে যদি ছিল মন।
কর্ণবীর ছাড়ি কেন পূজ নারায়ণ ॥
প্রিয় শিষ্য শ্রীরামের কর্ণ মহাবীর।
ভুজবলে শাসিত নৃপতি পৃথিবীর ॥
অশ্বত্থামা কৃপসেন ভীষ্মক নৃপতি।
আমা আদি করি রাজা আছে মহামতি ॥
গণিলা কাহার মধ্যে এই গোপালেরে।
কি বুঝিয়া অর্ঘ্য দিল সভার ভিতরে ॥
প্রিয়বন্ধু বলি যদি কৃষ্ণে কৈলে পূজা।
তবে কেন আপনি আনিলা সর্ব্বরাজা ॥
ক্ষত্রিয় মধ্যেতে এই পৃথিবী ভিতরে।
এমন অন্যায় কেহ কভু নাহি করে ॥
ধর্ম্মবাঞ্ছা করিয়াছে ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্মকার্য্য হেতু সবে করিল গমন ॥
নিমন্ত্রিয়া আনিয়া করহ অপমান।
এই হৈতে ধর্ম্ম তোর হৈল সমাধান ॥
হে গোপাল তোমার বদনে নাহি লাজ।
কেমনে লইলা অর্ঘ্য এ সবার মাঝ ॥
স্বান্ যেন হবি খায় পাইয়া নির্জ্জনে।
কোন তেজে অমান্য করিলা রাজগণে ॥
এ সভায় তব পূজা হৈল বড় শোভা।
নপুংসক জনের হৈল যেন বিভা ॥
অন্ধস্থানে অন্ধ যেন জিজ্ঞাসয়ে পথ।
সভামাঝে তব পূজা হৈল সেই মত ॥
দুষ্ট ভীষ্ম দুষ্ট কৃষ্ণ দুষ্ট এ রাজন।
দুষ্টের সভায় নাহি রহি কদাচন ॥
যেই ছার সভায় সুজনে অপমান।
ক্ষণমাত্র তথায় না রহে জ্ঞানবান ॥

এত বলি উঠিয়া চলিল শিশুপাল।
সঙ্গেতে চলিল দুষ্ট কতেক ভূপাল ॥
শীঘ্রগতি যুধিষ্ঠির ত্যজি সিংহাসন।
শিশুপাল প্রতি কহে মধুর বচন ॥
এ কর্ম্ম তোমার যোগ্য নহে চেদিশ্বর
যজ্ঞ হৈতে ল'য়ে যাও যত নৃপবর ॥
কি কারণে নিন্দা কর গঙ্গার নন্দনে।
আপনি দেখহ বড় বড় রাজগণে ॥
কৃষ্ণের পূজায় কার' নাহি অপমান।
মুনিগণ যত সবে আনন্দ বিধান ॥
পিতামহ জানেন যে গোবিন্দের তত্ত্ব।
প্রথমে পূজিয়া তাঁর রাখেন মহত্ত্ব ॥
ভীষ্ম বলিছেন শুন ধর্ম্ম গুণাধার।
শান্তিযোগ্য নহে দামঘোষের কুমার ॥
কৃষ্ণপূজা করিবারে নিন্দে যেইজন।
সে জনারে মান্য নাহি করো কদাচন ॥
দুষ্টবুদ্ধি শিশুপাল অল্প জ্ঞানবান।
রাজগণ মধ্যে তোমা না লিখিবা নাম ॥
পূজা করে কৃষ্ণপদ ত্রৈলোক্য অবধি।
আমি কিসে গণ্য যারে পূজা করে বিধি ॥
বহু বহু জ্ঞানবৃদ্ধ লোক মুখে শুনি।
কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে পদ্মযোনি ॥
জন্ম হৈতে ইহার মহিমা অগোচর।
আমি কি বলিব সব খ্যাত চরাচর ॥
বিপ্রমধ্যে পূজা পায় জ্ঞানী বৃদ্ধগণ।
ক্ষত্রমধ্যে বলবান করি যে পূজন ॥
বৈশ্যমধ্যে পূজা করে অগ্রে বহুধনে।
শূদ্র মধ্যে পূজা পায় বয়োধিক জনে ॥
যত ক্ষত্রগণ আছে সভার ভিতরে।
কোন্ জন জ্ঞাত নহে আছে দামোদরে ॥
কোন্ রূপে কৃষ্ণ ন্যূন এ সভার মাঝ।
কুলে বলে কৃষ্ণ তুল্য আছে কোন্ রাজ ॥
দান যজ্ঞ ধর্ম্ম আর কীর্ত্তি সম্পদেতে।
সংসারের যত গুণ আছয়ে কৃষ্ণেতে ॥
সংসারের যত কর্ম্ম যে জন করয়।
গোবিন্দেরে সমর্পিলে সর্ব্ব সিদ্ধ হয় ॥

প্রকৃতি আকৃতি কৃষ্ণ আদি সনাতন ।
বিভূতে আত্মারূপে আছে যেই জন ॥
কাশ পৃথিবী তেজ সলিল মরুত ।
সারে যতেক সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত ॥
ল্পবুদ্ধি শিশুপাল কিছু নাহি জানে ।
ষ্ণপূজা নিন্দা করে তথির কারণে ॥
তেক বলিল যদি গঙ্গার নন্দন ।
হদেব বলিতে লাগিল ততক্ষণ ॥
প্রমেয় পরাক্রম যেই নারায়ণ ।
হন প্রভু পূজিবারে নিন্দে যেই জন ॥
হার মস্তকে আমি বামপদ দিয়া ।
এ সভার মধ্যে তেঁই বলিব ডাকিয়া ॥
াজচর্য্যা বুদ্ধি বলে অধিক কে আছে ।
কৃষ্ণ হৈতে এ সবার মধ্যে আগে পাছে ॥
এতেক বলিল যদি মাদ্রীর নন্দন ।
ঘৃত দিলে যেমন জ্বলিল হুতাশন ॥
শিশুপাল আদি করি যত নৃপগণ ।
ক্রোধভরে গর্জ্জিয়া উঠিল ততক্ষণ ॥
যজ্ঞ নাশ কর আর মারহ পাণ্ডব ।
বৃষ্ণিবংশ মার আর মারহ মাধব ॥
এত বলি রাজগণ মহা কোলাহলে ।
প্রলয় সময়ে যেন সমুদ্র উথলে ॥
রাজগণ আড়ম্বর দেখি ধর্ম্মরায় ।
ভীষ্মেরে বলেন কহ ইহার উপায় ॥
ইহার বিধান আজ্ঞা কর মহাশয় ।
রাজগণ রক্ষা পায় যজ্ঞপূর্ণ হয় ॥
ভীষ্ম বলিলেন রাজা না করিও ভয় ।
প্রথমে করেছি আমি ইহার উপায় ॥
গোবিন্দের আরাধনা করে যেইজনে ।
তাহার কাহারে ভয় এ তিন ভুবনে ॥
এই সব ক্রুদ্ধ যত দেখহ রাজন ।
ইথে সিংহ প্রায় দেখি দৈবকীনন্দন ॥
যতক্ষণ সিংহ নিদ্রা হইতে না উঠে ।
গর্জ্জয়ে শৃগালগণ তাহার নিকটে ॥
যতক্ষণ গোবিন্দ না করে অবধান ।
ততক্ষণ গর্জ্জিবেক এ সব অজ্ঞান ॥

শিশুপালের বুদ্ধিতে গর্জ্জে যত জন ।
তাহারা যাইবে শীঘ্র যমের সদন ॥
অগ্নি দেখি পতঙ্গ বিক্রম যত করে ।
ক্ষণমাত্রে ভস্ম হয় পরশি অগ্নিরে ॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি যাহার স্বভাব ।
মূঢ় শিশুপাল কিছু না জানে সে ভাব ॥
ভীষ্মের বচন শুনি দামোঘোষসুত ।
কটুবাক্যে নিন্দা করি বলিল বহুত ॥
বৃদ্ধ বলি লজ্জা নাহি কুলাঙ্গার ওরে ।
বিভীষিকা প্রায় ভয় দেখাও সবারে ॥
বৃদ্ধ হৈলে লোক প্রায় মতিচ্ছন্ন হয় ।
ধর্ম্মচ্যুত কথা তাই কহ দুরাশয় ॥
কুরুগণ মধ্যে তোমা দেখি এইমত ।
অন্ধ যেন অন্ধজনে জিজ্ঞাসয়ে পথ ॥
কৃষ্ণের বড়াই না করহ বহুতর ।
তাহার মহিমা যে কাহার অগোচর ॥
তার অগ্রে কহ নাহি জানে যেইজন ।
স্ত্রীলিঙ্গ পুতনা দুষ্টা করিল নিধন ॥
কাষ্ঠের শকটখান দিল ফেলাইয়া ।
পুরাতন দুই বৃক্ষ ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥
বৃষ অশ্ব মারিয়া হইল অহঙ্কার ।
ইন্দ্রজাল করি কংসে করিল সংহার ॥
সপ্তদিন গোবর্দ্ধন ধরিল বলয় ।
এ সব তোমার চিত্তে মোর চিত্তে নয় ॥
বল্মীকের ছত্র প্রায় লাগে মম মনে ॥
বড় বলি কহিল অবোধ গোপগণে ॥
সাধুজন সঙ্গে তোর নাহিক মিলন ।
শুন আমি কহি যে কহিল সাধুজন ॥
স্ত্রীলিঙ্গ গো দ্বিজ আর অন্ন খাই যার ।
এইজনে কদাচিত না করি প্রহার ॥
স্ত্রীলিঙ্গ পুতনা মারি বৃষ মারে মাঠে ।
কংসেরে মারিল যার অর্দ্ধ অন্ন পেটে ॥
তোর কর্ম্মে পাণ্ডবের বড় হবে তাপ ।
ধর্ম্মচ্যুত হৈলি তুই দুষ্টমতি পাপ ॥
আপনারে ধর্ম্মজ্ঞ বলিস্ লোক মাঝ ।
ইহার যতেক কর্ম্ম শুন সর্ব্ব রাজ ॥

কাশীরাজ অম্বা যেই শাল্বে ব'রেছিল।
এই দুষ্ট গিয়া তারে হরিয়া আনিল ॥
বার্ত্তা জানি পুনঃ তারে করিল বর্জ্জন।
শাল্বরাজ শুনি তারে না কৈল গ্রহণ ॥
তবে কন্যা প্রবেশিল অনল ভিতর।
স্ত্রী বধিয়া মহাপাপী খ্যাত চরাচর ॥
আরে ভীষ্ম তোর ভাই স্বধর্ম্মেতে ছিল।
সুপথে বিচিত্রবীর্য্য জন্ম গোঙাইল ॥
সে মরিল নিজ ভার্য্যা দিয়া অন্যজনে।
তুমি দুরাচার জন্মাইলে পুত্রগণে ॥
ব্রহ্মচারী আপনারে বলাইস্ লোকে।
হেন ব্রহ্মচর্য্য করে বহু নপুংসকে ॥
কোনরূপে তব শ্রেয় নাহি দেখি আমি।
দান যজ্ঞ ব্রত ব্যর্থ কর অধোগামী ॥
বেদপাঠ ধ্যান ব্রত যোগ যাগ দান।
ইহা সবে নাহি হয় অপত্য সমান ॥
সর্ব্বদোষ কুলাঙ্গার আছে তোর স্থান।
অনপত্য বৃদ্ধ আর কুপথ বিধান ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে হংসের বিবরণ।
তাহার সদৃশ ভীষ্ম তোর আচরণ ॥
হংসযুথ মধ্যে যেন বৃদ্ধ হংস থাকে।
ধর্ম্ম কর ধর্ম্মাচার বলে সর্ব্বলোকে ॥
অহর্নিশি বুধগণে ধর্ম্ম কথা কয়।
ধার্ম্মিক জানিয়া সবে তার বাক্য লয় ॥
হংসগণ যায় যদি আহার কারণে।
সবে কিছু কিছু আনে তাহার ভোজনে ॥
আপন আপন ডিম্ব রাখিয়া তথায়।
বিশ্বাস করিয়া সবে চরিয়া বেড়ায় ॥
ক্রমে ক্রমে ডিম্ব সব করিল ভক্ষণ।
দেখি শোকাকুল হৈল সব হংসগণ ॥
এক হংস বুদ্ধিমন্ত তাহাতে আছিল।
বৃদ্ধ হংস ডিম্ব খায় প্রকারে জানিল ॥
ক্রোধে সব হংস তারে করিল নিধন।
সেই হংস মত ভীষ্ম তব আচরণ ॥
বৃদ্ধ হংসে হংস যেন করিল নিধন।
সেইরূপ তোমারে মারিবে রাজগণ ॥

আরে ভীষ্ম জ্ঞান হারাইলে বৃদ্ধকালে।
যে গোপজাতির নিন্দা করয়ে সকলে ॥
বৃদ্ধ হ'য়ে তারে তুই করিস স্তবন।
ধিক ক্ষত্র ভীষ্ম নাম ধর অকারণ।
জরাসন্ধ রাজা ছিল রাজচক্রবর্ত্তী।
কদাচিত না যুঝিল ইহার সংহতি ॥
গোপজাতি বলি ঘৃণা কৈল নরবর।
তার ভয়ে রহেছিল সমুদ্র-ভিতর ॥
কপটে মারিল জরাসন্ধ নৃপবরে।
দ্বিজরূপে গেল দুষ্ট পুরীর ভিতরে ॥
ইহার জাতির আমি না পাই নির্ণয়।
কভু ক্ষত্র কভু গোপ কভু দ্বিজ হয় ॥
কহ ভীষ্ম এই যদি হয় জগৎপতি।
তবে কেন ক্ষণে ক্ষণে হয় নানা জাতি ॥
এই সে আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে মনে।
ধর্ম্ম অসম্ভব করে তোমার বচনে ॥
দুর্দ্দৈব হইবে যার তুমি বুদ্ধিদাতা।
তোর বুদ্ধিদোষে রাজসূয় হৈল বৃথা ॥
শিশুপাল ভীষ্মে কটু বলিল অপার।
শুনি ক্রোধে জ্বলিলেন পবন-কুমার ॥
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ দন্ত কটমটি।
সর্ব্বাঙ্গ ঘামিল ক্রোধে ললাটে ভ্রূকুটি ॥
রক্তমুখ বিকৃতি অধরে দন্ত চাপ।
সিংহাসন হইতে উঠিল দিয়া লাফ ॥
যুগান্তের যম যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
শিশুপাল উপরে ধাইল ক্রোধদৃষ্টি ॥
বহু তর মিষ্ট ভাষে ভীমে নিবারিল।
সমুদ্রে তরঙ্গ যেন কূলে লুকাইল ॥
না পারিল ভীষ্মহস্ত করিতে মোচন।
জলে নিবারিল যেন দীপ্ত হুতাশন ॥
দুষ্ট শিশুপাল তবে অল্প জ্ঞান করি।
ক্ষুদ্র মৃগ দেখি যেন হাসয়ে কেশরী ॥
ডাকি বলে আরে রে রহিলি কি কারণ।
হস্ত ছাড়' ভীষ্ম কেন কর নিবারণ ॥
কৌতুক দেখহ যত নৃপতি সকলে।
পতঙ্গের মত যেন দহিবে অনলে ॥

ভীমে নিবারিয়া কহে গঙ্গার নন্দন।
এই শিশুপালের শুনহ বিবরণ॥
চেদীরাজগৃহে জন্ম হইল যখন।
চারিগোটা হস্ত আর হৈল ত্রিলোচন॥
জন্মমাত্র ডাকিলেন গর্দ্দভের প্রায়।
বিপরীত দেখি কম্প হৈল বাপ মায়॥
জন্মমাত্র ইহারে ত্যজিতে কৈল মন।
আচম্বিতে শুনে শূন্য আসুরী বচন॥
শ্রীমন্ত বলিষ্ঠ এই হইবে নন্দন।
না করিও ভয়, কর ইহারে পালন॥
বিপরীত দেখি যদি চিন্তা কর মনে।
ইহার কারণ কিছু শুন সাবধানে॥
যেইজন এই শিশু করিবে সংহার।
দুই ভুজ লুকাইবে পরশে তাঁহার॥
চতুর্ভুজ হ'য়েছিল চেদীর নন্দন।
রাজ্যে রাজ্যে শুনিল যতেক রাজগণ॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া সবে যায় দেখিবারে।
দশ বিশ রাজা নিত্য যায় তার পুরে॥
সবাকারে দামুঘোষ করয়ে অর্চ্চন।
কোলে দেয় সবাকারে আপন নন্দন॥
তবে কতদিনে শুনি হেন বিবরণ।
দেখিতে গেলেন তথা রাম নারায়ণ॥
দেখি পিতৃস্বসা করে বহু সমাদর।
হৃষ্টচিত্তে ভুঞ্জাইল দুই সহোদর॥
স্নেহেতে বালক লৈয়া দিল কৃষ্ণকোলে।
অমনি দু-হস্ত খসি পড়ে ভূমিতলে॥
কপালের নয়ন কপালে লুকাইল।
দেখিয়া ইহার মাতা সশঙ্ক হইল॥
করযোড় করি বলে দেব দামোদরে।
এক বর মাগি বাপু আজ্ঞা কর মোরে॥
ভয়ে কম্পমান হৈল আমার শরীর।
তুমি ভয় ভাঙ্গিলে শরীর হয় স্থির॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন মাতা না ভাবিও মনে।
কোন্ বর আজ্ঞা কর দিব এইক্ষণে॥
মহাদেবী বলে মোরে এই বর দিবা।
এ পুত্রের অপরাধ সতত ক্ষমিবা॥
বহু অপরাধ এই করিবে তোমার।
মোরে দেখি অপরাধ ক্ষমিবে উহার॥
কৃষ্ণ বলে না লঙ্ঘিব বচন তোমার।
শত অপরাধ আমি ক্ষমিব ইহার।
অবশ্য ক্ষমিব দোষ একশতবার।
তোমার অগ্রেতে মাতা করি অঙ্গীকার॥
পূর্ব্বে হইয়াছে এই রূপেতে নির্ব্বন্ধ।
মূঢ় শিশুপাল দুই চক্ষু স্থিতে অন্ধ॥
হে পুত্র ডাকিছে দুষ্ট যুদ্ধের কারণ।
তব কর্ম্ম নহে ইহা কুন্তীর নন্দন॥
শ্রীকৃষ্ণের অংশ কিছু আছয়ে ইহায়॥
সে কারণে ইহা সহ যুদ্ধ না যুয়ায়॥
হে পুত্র কে আছে আজি সংসার ভিতরে।
কাহার শকতি মোরে গালি দিতে পারে॥
কুবচন বলিল যে এই কুলাঙ্গারে।
হীনবীর্য্য হৈলে সেও নারে সহিবারে॥
বিষ্ণু অংশ কিছু আছে ইহার শরীরে।
তাই তৃণবৎ মানে আমা সবাকারে॥
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি চেদীশ্বর।
হাস্য পরিহাস্য করি বলয়ে উত্তর॥
ভাল হৈল শত্রু মম নন্দের নন্দন।
তোর হেন স্তুতি তারে কিসের কারণ॥
লোকের বর্ণনা যথা করে ভট্টগণ।
এত যদি কর তুমি পরের স্তবন॥
যত স্তুতি কৈলে তুমি নন্দের নন্দনে।
অন্য জনে কৈলে বর পেতে এতক্ষণে॥
বাহ্লীক রাজার যদি করিতে স্তবন।
মনোনীত বর তবে পাইতে এক্ষণ॥
মহাদাতা কর্ণ বীর বিখ্যাত সংসারে।
জরাসন্ধ রাজা যারে হারিলা সমরে॥
শ্রবণে কুণ্ডল যার দেবের নির্ম্মাণ।
অভেদ্য কবচ অঙ্গে সূর্য্য দীপ্তমান॥
অঙ্গ রাজ্যেশ্বর সেই দানে অকাতর।
কর্ণে স্তুতি করিলে পাইতে ভাল বর॥
দ্রোণ দ্রৌণি পিতাপুত্রে বিখ্যাত সংসারে।
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল পারে জিনিবারে॥

সম্পূর্ণ হইল যজ্ঞ সিদ্ধ হৈল কাজ ।
লক্ষ রাজা উপরে হইলে মহারাজ ॥
তোমার মহিমা যত কহেছি বিশেষ ।
আজ্ঞা কৈলে যাই সবে নিজ নিজ দেশ ॥
রাজগণ বচন শুনিয়া ধর্ম্মরায় ।
কহিলেন ভ্রাতৃগণে পূজহ সবায় ॥
যথাযোগ্য মান্য করি ভূমিপতিগণে ।
অগ্রসরি কত পথ যাও জনে জনে ॥
রাজার আজ্ঞায় নানাবিধ রত্ন দিয়া ।
পাঠাইল রাজগণে সন্তোষ করিয়া ॥

যজ্ঞ অন্তে দুর্য্যোধনের গৃহে গমন ।

রাজগণ নিজ রাজ্যে করিল গমন ।
ধর্ম্মরাজে কহিলেন দেব নারায়ণ ॥
আজ্ঞা কর দ্বারকায় যাই মহাশয় ।
তব যজ্ঞ পূর্ণ হৈল মম ভাগ্যোদয় ॥
অপ্রমাদে রাজ্য কর পাল প্রজাগণ ।
সুহৃদ কুটুম্ব লোকে করহ পালন ॥
এত বলি ধর্ম্ম সহ দেব নারায়ণ ।
কুন্তীস্থানে গিয়া করিলেন নিবেদন ॥
আজ্ঞা কর যাই আমি দ্বারকা ভবনে ।
হইল সাম্রাজ্য লাভ তব পুত্রগণে ।
কুন্তী বলিলেন তাত এ নহে অদ্ভুত ॥
যাহারে কিঞ্চিৎ দয়া করহ অচ্যুত ।
এত বলি কৃষ্ণশিরে করিল চুম্বন ।
প্রণাম করেন হরি ধরিয়া চরণ ॥
দ্রৌপদী সুভদ্রা সহ করি সম্ভাষণ ।
একে একে সম্ভাষেণ ভাই পঞ্চজন ॥
রথে চড়ি চলিলেন হরি দ্বারাবতী ।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে দুঃখী ধর্ম্ম নরপতি ॥
হেনমতে নিজ দেশে গেল সর্ব্বজন ।
ইন্দ্রপ্রস্থে রহিল শকুনি দুর্য্যোধন ॥
বাঞ্ছা বড় ধর্ম্মরাজ সভা দেখিবারে ।
কতদিন বঞ্চে তথা কুরু নৃপবরে ॥
শকুনি সহিত সভা নিত্য নিত্য দেখে ।
দিব্য মনোহর সভা অনুপম লোকে ॥
নানা রত্ন বিরচিত যেন দেবপুরী ।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন কুরু অধিকারী ॥
অমূল্য রতনেতে মণ্ডিত গৃহগণ ।
এক গৃহ তুল্য নহে হস্তিনাভুবন ॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা অন্তরে চিন্তিত ।
একদিন দেখ তথা দৈবের লিখিত ॥
মাতুল সহিত বিহরয়ে নরবর ।
স্ফটিকের বেদী দেখে যেন সরোবর ॥
জল জানি নরপতি তুলিল বসন ।
পশ্চাৎ জানিয়া বেদী লজ্জিত রাজন ॥
তথা হৈতে কতদূরে গেল নরবর ।
লজ্জায় মলিন মুখ কাঁপে থর থর ॥
স্ফটিকের বাপী বলি ভ্রমে না জানিল ।
স-বসন দুর্য্যোধন বাপীতে পড়িল ॥
দেখিয়া হাসিল তবে যত সভাজন ।
ভীম পার্থ আর দুই মাদ্রীর নন্দন ॥
দেখিয়া দিলেন আজ্ঞা রাজা ভ্রাতৃগণে ।
ধরিয়া তুলিল বাপী হৈতে দুর্য্যোধনে ॥
সোদক বসন ত্যজি পরাইল বাস ।
করাইল নিবৃত্ত লোকের যত হাস ॥
অভিমানে কাঁপে দুর্য্যোধন-কলেবর ।
বাহির হইল তবে চিন্তিত অন্তর ॥
ক্রোধেতে চলিল তবে গান্ধারী-কুমার ।
ভ্রম হৈল দেখিবারে না পায় দুয়ার ॥
স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে স্ফটিক মণ্ডন ।
দ্বার হেন জানিয়া চলিল দুর্য্যোধন ॥
ললাটে প্রাচীর বাজি পড়িল ভূতলে ।
দেখিয়া হাসিল পুনঃ সভার সকলে ॥
তাহা দেখি শীঘ্রগতি ধর্ম্মের কুমার ।
নকুলেরে পাঠালেন দেখাইতে দ্বার ॥
নকুল ধরিয়া হস্ত করিল বাহির ।
অভিমানে দুর্য্যোধন কম্পিত শরীর ॥
ক্ষণমাত্র তথায় বিলম্ব না করিল ।
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা মাগি রথ আরোহিল ॥
মাতুল সহিত তবে চলিল হস্তিনা ।
ঘনশ্বাস হেঁটমাথা হইয়া বিমনা ॥

কত শত শকুনি বলয়ে দুর্য্যোধনে।
উত্তর না পেয়ে জিজ্ঞাসিল ততক্ষণে॥
সঘনে নিশ্বাস কেন মলিন বদন।
অত্যন্ত চিন্তিত চিত কিসের কারণ॥
দুর্য্যোধন বলে মামা কর অবধান।
হৃদয় দহিছে মম এই অপমান॥
পাণ্ডবের বশ হৈল পৃথিবীমণ্ডল।
একলক্ষ নৃপতি খাটিল ছত্রতল॥
ইন্দ্রের বৈভব জিনি কুন্তীর কুমার।
কুবেরের কোষ জিনি পূর্ণিত ভাণ্ডার॥
এ সব দেখিয়া মোর শুকাইল কায়।
সরোবর-জল যেন নিদাঘে শুকায়॥
শকুনি বলিল ভাল বিচারিলা মনে।
সংগ্রামে কে জিনিবেক পাণ্ডুপুত্রগণে॥
জিনিবারে এক বিদ্যা আছে মম স্থান।
জিনিবারে চাহ যদি লহ সেই জ্ঞান॥
দুর্য্যোধন বলে কহ মাতুল সুমতি।
হেন বিদ্যা আছে যদি দেহ শীঘ্রগতি॥
শকুনি বলিল এই শুন দুর্য্যোধন।
পাশায় নিপুণ নহে ধর্ম্মের নন্দন॥
ক্ষত্রনীতি আছে হেন যদ্যপি আহ্বান।
কিবা দ্যূতে কিবা যুদ্ধে বিমুখ না হন॥
কদাচিৎ যুধিষ্ঠির বিমুখ না হবে।
খেলিলে তোমার জয় অবশ্য হইবে॥
এইরূপ বিচার করিয়া দুই জনে।
হস্তিনানগরে প্রবেশিল কতক্ষণে॥
ধৃতরাষ্ট্র-চরণে করিল নমস্কার।
আশীষ করিয়া জিজ্ঞাসিল সমাচার॥
দুর্য্যোধন বলে হেন কি আছে উপায়।
বিনা দ্বন্দ্বে পাণ্ডবেরে জিনি নররায়॥
পাশাক্রীড়া জানে ভাল মাতুল শকুনি।
পাশায় পাণ্ডব-লক্ষ্মী সব লব জিনি॥
এতেক শুনি অন্ধ বলিল তখন।
বিদুরে জিজ্ঞাসি আমি কহিব কারণ॥
বিদুর কহিল রাজা না কহিলা ভাল।
জানিলাম আজি হৈতে সর্ব্বনাশ হৈল॥

পাশা খেলাইবার মন্ত্রণা।

জন্মেজয় বলে কহ শুনি মুনিবর।
কি হেতু হইল পাশা অনর্থের ঘর॥
পিতামহ পিতামহী দুঃখ যাহে পাইল।
কেবা খেলা নিবর্ত্তিল কেবা প্রবর্ত্তিল॥
কোন কোন জন ছিল সভার ভিতর।
যেই পাশা হৈতে হৈল ভারত সমর।
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
ক্ষত্তাবাক্য শুনি অন্ধ চিন্তিত হৃদয়॥
দৃঢ় করি জানিল এ কর্ম্ম ভাল নয়।
একান্তে ডাকিয়া রাজা দুর্য্যোধনে কয়॥
হে পুত্র কদাচ তুমি না খেলাও পাশা।
এ কর্ম্মেতে বিদুর না করিল ভরসা॥
মাতা পিতা তুমি যদি মান দুর্য্যোধন।
না খেলহ পাশা তুমি শুনহ বচন॥
পরম পণ্ডিত তুমি না বুঝহ কেনে।
কি কারণে হিংসা কর পাণ্ডুর নন্দনে॥
কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির গণি।
হস্তিনানগর কুরুকুল রাজধানী॥
যুধিষ্ঠির স্থিতে তুমি পাইলে হস্তিনা।
তুমি যাহা দিলে তাহা নিল পঞ্চজনা॥
ইন্দ্রের সমান পুত্র তোমার বৈভব।
নরযোনি হ'য়ে কার এমত সম্ভব॥
ইথে অনুশোচ পুত্র কিসের কারণ।
কি হেতু উদ্বেগ কর কহ দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন বলে পিতা সমর্থ হইয়া।
অহঙ্কার নাহি যার শত্রুকে দেখিয়া॥
কাপুরুষ মধ্যে গণ্য হয় হেন জন।
বিশেষ ক্ষত্রিয় পাও [illegible]নহ আপন॥
মোরে যে বলিলে লক্ষ্মী [illegible] সাধারণ।
এইমত লক্ষ্মী পিতা ভুঞ্জে বহুজন॥
কুন্তীপুত্র লক্ষ্মী যেন দীপ্ত হুতাশন।
দেখি মোর ধন্য প্রাণ আছে এতক্ষণ॥
পৃথিবী ব্যাপিল পিতা পাণ্ডবের যশ।
যতেক নৃপতি পিতা হৈল তার বশ॥

যুধিষ্ঠির বচনে সদাই কৃষ্ণ খাটে।
সমস্ত ভূপতি কর দেয় করপুটে॥
আর করিলেক দেখ কপট পাণ্ডব।
মম স্থানে ধন রত্ন রাখিলেক সব॥
দেখিতে দেখিতে মম ভ্রান্তি হৈল মন।
অপমান কৈল যত শুনহ কারণ॥
মায়া সভামধ্যে কিছু না পাই দেখিতে।
স্ফটিকের বেদী সব হেন লয় চিতে॥
জল জানি তুলিলাম পিন্ধন বসন।
দেখিয়া হাসিল লোক যত সভাজন॥
তথা হৈতে কতদূরে দেখি জলাশয়।
স্ফটিক বলিয়া তায় মনেভ্রম হয়॥
পড়িলাম মহাশব্দে সবস্ত্র তাহাতে।
চতুর্দ্দিকে লোকগণ লাগিল হাসিতে॥
ভীম ধনঞ্জয় আর যত সভাজন।
দ্রৌপদীর সহিত যতেক নারীগণ॥
সর্ব্বজন আমারে করিলে উপহাস।
যুধিষ্ঠির পরিবারে দিল অন্য বাস॥
বলিল কিঙ্করগণে বস্ত্র আনিবারে।
পরাইল বাপী হৈতে তুলিয়া আমারে॥
কার প্রাণে সহে পিতা এত অপমান।
আর যে করিল পিতা কর অবধান॥
স্থানে স্থানে স্ফটিকের নির্ম্মিত প্রাচীর।
দ্বার হেন বুঝিলাম আসিতে বাহির॥
মস্তকে বাজিল ঘাত পড়িনু ভূতলে।
মাদ্রীপুত্র দুই আসি ত্বরিত তুলিলে॥
মম দুঃখে দুঃখিত হইল দুইজন।
হাতে ধরি দেখাইল দুয়ার তখন॥
এই হেতু হইল আমার অভিমান।
কিবা তার লক্ষ্মী লই কিবা যাক প্রাণ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে পুত্র হিংসা বড় পাপ।
হিংসক জনের পুত্র জন্মে বড় তাপ॥
অহিংসক পাণ্ডবের না করিবে হিংসা।
শান্ত হ'য়ে থাক পুত্র পাইবে প্রশংসা॥
সেইমত যজ্ঞ করিবারে যদি মন।
কহ পুত্র নিমন্ত্রণ করি রাজগণ॥
আমারে গৌরব করে সব নৃপবর।
ততোধিক রত্ন দিবে আমারে বিস্তর॥
ইহা না করিয়া যাহা করহ বিচার।
অসৎ মার্গেতে গেলে দুষিবে সংসার॥
পরদ্রব্য দেখি হিংসা না করে যে জন।
স্বধর্ম্মেতে সদা বঞ্চে সন্তোষিত মন॥
স্বকর্ম্মে উদ্‌যোগ করে পর উপকারী।
সদাকালে মুখে বঞ্চে কি দুঃখ তাহারি॥
পর নহে নিজ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
দ্বেষভাব তারে না করিও কদাচন॥
দুর্য্যোধন বলে পিতা প্রজ্ঞাবান নই।
বহু শুনিয়াছি বলি শাস্ত্র কথা কই॥
সে জন কি জানে পিতা শাস্ত্রের বিবাদ।
চাটু যেন নাহি জানে পিষ্টকের স্বাদ॥
রাজা হ'য়ে এক আজ্ঞা নহিল যাহার।
তারে রাজা নাহি বলি শাস্ত্র অনুসার॥
রাজা হ'য়ে সন্তোষ না রাখিবে কখন।
ধনে জনে শান্তি না রাখিবে কদাচন।
শত্রুকে বিশ্বাস আর নাহি কদাচন।
নমুচি দানবে যথা সহস্রলোচন॥
এক পিতা হৈতে হৈলে সবার উৎপত্তি।
বহুকাল প্রীত ছিল নমুচি সংহতি॥
সমরে তাহারে ইন্দ্র করিল সংহার।
নিষ্কণ্টকে ভোগ করে অদিতি কুমার॥
শত্রু অল্প যদি তবু নাশের কারণ।
মূলস্থ বল্মীকি যেন গ্রাসে তরুগণ॥
আপনি জানিয়া কেন করহ বঞ্চন।
নিশ্চয় জানিনু চাহ আমার নিধন॥
পুনঃ ধৃতরাষ্ট্র বহু মধুর বচনে।
নিবারিতে না পারিয়া পুত্র দুর্য্যোধনে॥
দৈবগতি জানিয়া বিদুরে ডাকাইল।
যুধিষ্ঠিরে আন গিয়া বলি আজ্ঞা দিল॥
বিদুর বলিল রাজা শ্রেয় নহে কথা।
কুলনাশ হইবে জানিয়া পাই ব্যথা॥
অন্ধ বলে আমারে যে না কহিস আর।
দৈববশ দেখি এই সকল সংসার॥

নারিল বিদুর আজ্ঞা করিতে হেলন ।
রথে চড়ি ইন্দ্রপ্রস্থে করিল গমন ॥
বিদুরেরে সমাগত করি দরশন ।
যথাবিধি পূজা করিলেন পঞ্চজন ॥
জিজ্ঞাসা করেন কহ ভদ্র সমাচার ।
কি কারণে অন্যচিত্ত দেখি যে তোমার ॥
বিদুর বলেন রাজা চল হস্তিনায় ।
বিলম্ব না কর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় ॥
আর যে বলিল তাহা শুনহ সুমতি ।
তব সভা তুল্য সভা করিয়াছে তথি ॥
ভ্রাতৃ সহ মম সভা দেখ হেথা আসি ।
দ্যূত আদি ক্রীড়া কর সভামধ্যে বসি ॥
সভায় বসিলে মম তৃপ্ত হয় মন ।
এই হেতু আমারে পাঠাইল রাজন ॥
যুধিষ্ঠির বলে দ্যূত অনর্থের ঘর ।
দ্যূতক্রীড়া ইচ্ছে যত জ্ঞানভ্রষ্ট নর ॥
যে হোক সে হোক আমি অধীন তোমার ।
কি কার্য্য করিব মোরে কহ সমাচার ॥
বিদুর বলেন দ্যূত অনর্থের মূল ।
দ্যূতেতে অনর্থ জন্মে ভ্রষ্ট হয় কুল ॥
করিলাম অন্ধ নৃপে অনেক বারণ ।
আমারে পাঠায় তবু না শুনে বচন ॥
বুঝিয়া করহ রাজা যাহা শ্রেয় হয় ।
যাহ বা না যাহ তথা যেবা চিত্তে লয় ॥
ধর্ম্ম বলিলেন আজ্ঞা দেন কুরুপতি ।
গুরু আজ্ঞা ভঙ্গ কৈলে নরকে বসতি ॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তাত জানহ যেমন ।
দ্যূতে কিম্বা যুদ্ধে যদি করে আবাহন ॥
বিশেষ আমার সত্য প্রতিজ্ঞা বচন ।
দ্যূত কিম্বা যুদ্ধে আমি না করি হেলন ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ ।
দ্রৌপদীরে কহিয়া গেলেন ততক্ষণ ॥
দৈবপাশে বান্ধি যেন লোকে ল'য়ে যায় ।
কুন্তীসহ পঞ্চভাই যান হস্তিনায় ॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত ।
গান্ধারী সহিত অন্তঃপুর নারী যত ॥
একে একে সবাকারে করি সম্ভাষণ ।
রজনী বঞ্চেন তথা সুখে পঞ্চজন ॥
পুণ্যকথা ভারতের অমৃত লহরী ।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

পাশাতে যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বস্ব হরণ ।

রজনী প্রভাতে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ।
সুখে দিব্য সভামধ্যে করিল গমন ॥
একে একে সম্ভাষ করিলা সর্ব্বজনে ।
বসিলেন অপূর্ব্ব কনক সিংহাসনে ॥
হেনকালে শকুনি আনিল পাশাসারি ।
যুধিষ্ঠিরে কহে তবে প্রবঞ্চনা করি ॥
পুরুষের মনোরম দ্যূতক্রীড়া জানি ।
দ্যূতক্রীড়া কর আজি ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
যুধিষ্ঠির বলে পাশা অনর্থের ঘর ।
ক্ষত্র পরাক্রম ইথে না হয় গোচর ॥
কপট এ কর্ম্ম ইথে কপট বাখান ।
অনীতি কর্ম্মেতে মম নাহি লয় মন ॥
শকুনি বলয়ে পাশা সুবুদ্ধির কর্ম্ম ।
দ্যূত কিম্বা যুদ্ধ এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ॥
যুদ্ধেতে অজাতি জাতি নাহিক বিচার ।
হীনজাতি যবনাদি করয়ে প্রহার ॥
পাশার সমান সেও বুদ্ধির সমর ।
ক্ষত্রধর্ম্ম আছে হেন বলে মুনিবর ॥
যুধিষ্ঠির বলে পাশা অনর্থের মূল ।
অধর্ম্ম করিয়া কেন জিনিবে মাতুল ॥
অন্য নাহি মনে মম দ্বিজসেবা বিনা ।
এ কর্ম্ম মাতুল আমি না করি কামনা ॥
শকুনি বলিল তুমি যাও নিজস্থানে ।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে ক্রীড়া পণ্ডিত সে জানে ॥
যদি দ্যূতক্রীড়া ইচ্ছা নাহিক তোমার ।
নিবর্ত্তিয়া গৃহে তবে যাও আপনার ॥
যুধিষ্ঠির বলে যবে ডাকিলা আমারে ।
সত্য মম না টলিবে পাশার সমরে ॥
সত্য আমি খেলিব পাশার আবাহনে ।
তোমার সহিত পণ করে কোন্ জনে ॥

মেরু তুল্য আমার আছে যে বহুধন।
চারি সমুদ্রের মধ্যে যতেক রতন ॥
দুর্য্যোধন বলে মম মাতুল খেলিবে।
সব রত্ন দিব আমি যতেক হারিবে ॥
এইরূপে দুইজনে পাশা আরম্ভিল।
দেখিবারে সর্ব্বজন সভাতে বসিল ॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ মহামতি।
চিত্তে অসন্তোষ অতি বিদুর প্রভৃতি ॥
ধর্ম্ম বলিলেন পণ হইল আমার।
ইন্দ্রপ্রস্থে যত মম রত্নের ভাণ্ডার ॥
ঈদৃশ তোমার ধন কোথা দুর্য্যোধন ॥
হাসি বলে কোথা হৈতে দিবা এই পণ ॥
দুর্য্যোধন বলে আছে আমার অনেক।
প্রবোধ করিব আমি জিনিবে যতেক ॥
নির্ণয় করিয়া সারি ফেলিল শকুনি।
কটাক্ষে সকল রত্ন লইলেক জিনি ॥
ক্রোধে যুধিষ্ঠির পুনঃ করিলেন পণ।
কোটি কোটি যতেক আছয়ে অশ্বগণ ॥
শকুনি হাসিয়া ফেলি জিনিলাম কয়।
কি পণ করিবা আর কহ মহাশয় ॥
যুধিষ্ঠির বলে মম রথ অগণন।
নানা রত্নে বিভূষিত মেঘের গর্জ্জন ॥
শকুনি হাসিয়া বলে ডাকি ততক্ষণ।
হের দেখ জিনিলাম কর অন্য পণ ॥
ধর্ম্ম বলিলেন হস্তীবৃন্দ যে আমার।
ঈষদন্ত মহাকায় বলে অনিবার ॥
সর্ব্ব হস্তী করি পণ পুনঃ ফেল পাশা।
জিনিলাম শকুনি বলিয়া কহে ভাষা ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে আছে দাসীগণ।
সহস্র সহস্র নানা রত্নে বিভূষণ ॥
সবার সৌজন্য বড় ব্রাহ্মণ সেবাতে।
করিলাম তাহা পণ এবার পাশাতে ॥
শকুনি ফেলিল পাশা বলয়ে হাসিয়া।
অন্য পণ কর হের নিলাম জিনিয়া ॥
ধর্ম্ম বলে আছয়ে গন্ধর্ব্ব অশ্বগণ।
তিলেক না হয় শ্রম ভ্রমিতে ভুবন ॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব তম্বুরু আনি দিল।
এবার দ্যূতেতে সেই অশ্বপণ হৈল ॥
হাসিয়া বলয়ে তবে সুবল-কুমার।
অশ্বগণ জিনিলাম কর পণ আর ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে আছে যোদ্ধাগণ।
মহারথী মধ্যে করি সে সব গণন ॥
এবার যুদ্ধেতে আমি করিলাম পণ।
হাসিয়া জিনিনু বলে গান্ধার নন্দন ॥
এইমতে প্রবর্ত্তিল কপট দেবন।
একে একে হারিলেন ধর্ম্ম সর্ব্ব ধন ॥
দেখিয়া ব্যাকুল হৈল বিদুরের মন।
ধৃতরাষ্ট্রে ডাকিয়া বলিছে ততক্ষণ ॥
আমি যত বলি, তব মনে নাহি লয়।
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায় ॥
ওহে অন্ধরায় তুমি হইলা কি স্তব্ধ।
জন্মকালে এই পুত্র কৈল খর শব্দ ॥
তখনি বলিনু আমি সকল বিস্তার।
কুরুকুল ক্ষয় হেতু হইল কুমার ॥
না শুনিয়া মম বাক্য করিয়া হেলন।
সেই সব রাজা ব্যক্ত হইল এখন ॥
সংহার রূপেতে এই আছে তব ঘরে।
স্নেহেতে ভুলিলা, নাহি পাও দেখিবারে ॥
দেব গুরু নীতি রাজা কহি তোমারে।
মধু হেতু মধুলোভী উঠে বৃক্ষোপরে ॥
নাহিক পতন ভয় মধুর কারণ।
সেইরূপ মত্ত হইয়াছে দুর্য্যোধন ॥
মহারথিগণ সহ করয়ে বৈরিতা।
পশ্চাতে জানিবে এবে নাহি শুন কথা ॥
এইরূপ কংস ভোজ হইল উৎপত্তি।
সপ্তবংশ পিতার নাশিল দুষ্টমতি ॥
উগ্রসেন আদি সবে করি এ প্রকার।
গোবিন্দের হাতে তবে হইল সংহার ॥
সপ্তবংশ সুখে বৈসে গোবিন্দ সংহতি।
মম বাক্য মান রাজা বড় পাবে প্রীতি ॥
শীঘ্রগতি পার্থে আজ্ঞা করহ রাজন।
দুর্য্যোধনে রাখ নিয়া করিয়া বন্ধন ॥

নির্ভয়ে পরম সুখে থাকহ নৃপতি ।
কাক হস্তে ময়ূরের না কর দুর্গতি ॥
যে হইল এখন নিবর্ত্ত নরপতি ।
পুত্রগণে কর কেন যমের অতিথি ॥
দিক্‌পাল সহ যদি আসে বজ্রপাণি ।
পাণ্ডবে জিনিতে নারে তোমা কিসে গনি ॥
হে ভীষ্ম, হে দ্রোণ, কৃপ নাহি শুন কেনে ।
সবে মেলি রঙ্গ দেখ বুঝিলাম মনে ॥
অগাধ সমুদ্রে নৌকা না ডুবাও হেলে ।
সবে মেলি যমগৃহে যাইতে বসিলে ॥
অক্রোধি অজাতশত্রু ধর্ম্মের তনয় ।
যেক্ষণে করিবে ক্রোধ ভীম ধনঞ্জয় ॥
যমজ যুগল করিবেক যবে ক্রোধ ।
কে আছে সহায় তব করিতে প্রবোধ ॥
হে অন্ধ, পাশাতে যত লইবে সেবাত ।
বুঝিলা কি তাহাতে তোমার নাহি হাত ॥
কপট করিয়া তাহে কোন প্রয়োজন ।
আজ্ঞামাত্রে দিবে সব ধর্ম্মের নন্দন ॥
এই শকুনিরে আমি ভালমতে জানি ।
কপট কুবুদ্ধি খলগণ চূড়ামণি ॥
কোথায় পর্ব্বতপুর ইহার নিবাস ।
কে আনিল হেথায় করিতে সর্ব্বনাশ ॥
বিদায় করহ, ঘরে যাক আপনার ।
উঠ গো শকুনি, পাশা করি পরিহার ॥
সভাতে এতেক যদি বিদুর বলিল ।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল ॥
দুর্য্যোধন বলে আমি তোমা না জিজ্ঞাসি ।
কার হ'য়ে কহ ভাষা সভামধ্যে বসি ॥
জিহ্বাতে হৃদয়-তত্ত্ব মনুষ্যের জানি ।
সদাকাল কর তুমি ধৃতরাষ্ট্র হানি ॥
পাণ্ডুপুত্র প্রিয় তুমি সর্ব্বলোকে জানে ।
নিকটে না রাখি কভু শত্রুহিত জনে ॥
যথায় করহ ইচ্ছা যাও আপনার ।
এথায় রহিতে যোগ্য না হয় তোমার ॥
সভামধ্যে কহ কথা যেন স্বয়ং প্রভু ।
কেহ এ কুৎসিত আর নাহি কহে কভু ॥
বিদুর বলেন আমি না কহি তোমারে ।
ধৃতরাষ্ট্র দুঃখ দেখি হৃদয় বিদরে ॥
তোরে কি কহিব ধৃতরাষ্ট্র নাহি শুনে ।
হিতবাক্য হতায়ু কখন নাহি মানে ॥
আমারে কি হেতু তুমি জিজ্ঞাসিলে কথা ।
জিজ্ঞাসহ আপন সদৃশ পাও যথা ॥
এত বলি নিঃশব্দে যে ক্ষত্তা মহাশয় ।
পুনঃ আরম্ভিল পাশা সুবল তনয় ॥
শকুনি বলিল চাহি ধর্ম্মের নন্দন ।
সর্ব্বস্ব হারিলে আর কি করিবে পণ ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে অসংখ্য রতন ।
চারি সিন্ধু মধ্যেতে আমার মত ধন ॥
সকল করিনু পণ এবার সারিতে ।
জিনি লইলাম বলে গান্ধারের সুতে ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে আছে পশুগণ ।
গাভী উষ্ট্র খর আর মেষ অগণন ॥
সব করিলাম পণ এবার দ্যূতেতে ।
জিনিলাম বলি বলে সুবলের সুতে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন পণ করি আমি ।
আমার শাসিত আছে যত দেশ ভূমি ॥
ব্রাহ্মণের ভূমি গৃহ ছাড়িয়া রতন ।
এবার দেবনে আমি করিলাম পণ ॥
শকুনি বলিল জিনিলাম সে সকল ।
আর কি আছয়ে পণ কর মহাবল ॥
ধর্ম্ম দেখিলেন ধন কিছু নাহি আর ।
কুমারগণের অঙ্গে যত অলঙ্কার ॥
সকল করিল পণ জিনিল শকুনি ।
দেখিয়া চিন্তিত বড় ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
শকুনি বলি কহ কি আর বিচার ।
বিচারি করেন পণ ধর্ম্মের কুমার ॥
ক্ষিতিমধ্যে বিখ্যাত নকুল মহাবীর ।
কামদেব জিনি রূপ সুন্দর শরীর ॥
সিংহগ্রীব পদ্মপত্র যুগল নয়ন ।
এবার সারিতে নকুলেরে করি পণ ॥
কপটে শকুনি বলে বলি সারোদ্ধার ।
তব প্রিয় ভাই এই পাণ্ডুর কুমার ॥

কেমনে ইহারে পণ করিবা দেবেনে।
এত বলি ফেলি পাশা লইলেক জিনে॥
ধর্ম্ম বলে সহদেব ধর্ম্মযজ্ঞ পণ্ডিত।
আমার পরম প্রিয় জগতে বিদিত॥
এবার সারিতে সহদেবে করি পণ।
জিনিলাম বলি বলে গান্ধারী-নন্দন॥
কপট চাতুরী বাক্য বলিল শকুনি।
আর কি আছয়ে পণ কর নৃপমণি॥
বৈমাত্রেয় দুই ভাই হারিলা সারিতে।
ভীমার্জ্জুনে হারিবা না লয় মম চিতে॥
ধর্ম্মরাজ বলে তব দেখি দুষ্প্রকৃতি।
ভ্রাতৃভেদ ভাব কেন কহ মন্দমতি॥
আমি আর পঞ্চ ভাই একই পরাণ।
কি বুঝিয়া হেন বাক্য কহিলা অজ্ঞান॥
ভীত হ'য়ে শকুনি বলিছে সবিনয়।
সহজে পাশায় মত্ত সুজনেতে হয়॥
পুনঃ যুধিষ্ঠির করিলেন এ উত্তর।
তিন লোকে খ্যাত যে আমার সহোদর॥
হেলে তরি পর দৈন্য সাগরের প্রায়।
যেই দুই বীর কর্ণধারের কৃপায়॥
হেলায় জিনিল দেবরাজে ভুজবলে।
অগণিত গুণ যার খ্যাতি ক্ষিতিতলে॥
এ কর্ম্মেতে পণযোগ্য নহে হেন নিধি।
তথাপিও করি পণ অক্ষক্রীড়া বিধি॥
শকুনি ফেলিয়া পাশা জিনিলাম বলে।
ধনঞ্জয়ে জিনি হৃষ্ট হয় কুরুদলে॥
ধর্ম্ম বলিলেন পণ করি এইবার।
বলেতে মনুষ্যলোকে সম নহে যার॥
ইন্দ্র যেন দৈত্য দলি পালে সুরগণে।
সেইমত পালে ভীম পাণ্ডুর নন্দনে॥
পাশায় এ পণযোগ্য নহে হেন ধন।
তথাপিও করি পণ দৈব নির্ব্বন্ধন॥
জিনিলাম বলি তবে বলিল শকুনি।
আর কি আছয়ে পণ কর নৃপমণি॥
এত শুনি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
আমি আছি কেবল আমারে করি পণ॥
জিনিয়া শকুনি বলে কপট আচার।
পাপ কর্ম্ম করিলা হে কুন্তীর কুমার॥
দ্রুপদনন্দিনী পণ করহ এবার।
জিনিয়া করহ রাজা আপনা উদ্ধার॥
এ সকল থাকিতে আপনা নাহি হারি।
আপনা থাকিলে হয় বহু ধন নারী॥
রাজা বলে মামা না সম্ভবে এই কথা।
কিমতে করিব পণ দ্রুপদ-দুহিতা॥
লক্ষ্মী অবতার রাজা তোমার গৃহিণী।
তাঁর ভাগ্যে কদাচিত পড়ে পাশা জানি॥
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি হারায় পণ্ডিত।
শকুনির বচন যে মানিলেন হিত॥
এতেক শুনিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির।
পাশা ফেল আর বার এই পণ স্থির॥
শুনি কর্ণ দুর্য্যোধন হাসে খল খল।
মহা আনন্দিত কুরু সোদর সকল॥
বিপরীত দেখি কম্প হৈল সভাজন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ হৈল সজল-নয়ন॥
বিমর্ষ বিদুর বসিলেন অধোমুখে।
জ্ঞানবন্ত লোক স্তব্ধ হৈল মহাশোকে॥
হৃষ্ট হ'য়ে ধৃতরাষ্ট্র ডাকিয়া বলিল।
কে জিনিল কে জিনিল ব'লে জিজ্ঞাসিল॥
বহুকালে প্রকাশিল কুটিল আচার।
না পারিল লুকাইতে ধৃতরাষ্ট্র আর॥
এইমত সকল হারেন ধর্ম্মরায়।
সভাপর্ব্ব সুধারস কাশীদাস গায়॥

পঞ্চ পাণ্ডবকে সভাতলস্থকরণ।

হাসিয়া বলিল তবে সূর্য্যের নন্দন।
দেখহ ইহারে হৈল দৈবের ঘটন॥
আমা সবা মধ্যেতে তোমারে দিল লাজ।
উপহাস কৈল পেয়ে আপন সমাজ॥
এই ভীমার্জ্জুন দেখ মাদ্রীর নন্দন।
পুনঃ তোমা দেখি হাসে এই সর্ব্বজন॥
বাতুল দেখিয়া যেন হাসে সভাজনে।
সেইমত কৈল তোমা আপন ভবনে॥

সেই অধর্ম্মের ফলে দেখ নৃপমণি।
দাস করি বান্ধিয়া দিলেক দৈবে আনি॥
দাস হৈল যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ সমুদায়।
সমযোগ্য দাসের বসিতে না যুয়ায়॥
দুর্য্যোধন বলে সখা উত্তম কহিলে।
আজ্ঞা দিল যুধিষ্ঠিরে লহ সভাতলে॥
বুঝিয়া আপনি সখা করহ বিধান।
পঞ্চজনে নিযুক্ত করহ স্থানে স্থান॥
যে কর্ম্মে যে যোগ্য তারে কর সমর্পণ।
এতেক শুনিয়া বলে দুষ্ট বৈকর্ত্তন॥
দৈব হৈতে বহুজন ভৃত্যকর্ম্ম করে।
বিনা কর্ম্মে কেবা আছে সংসার ভিতরে॥
নিজ শক্তিমত কর্ম্ম করয়ে আজন্ম।
রাজা রাজকর্ম্ম করে ভৃত্যে ভৃত্যকর্ম্ম॥
ভৃত্য হৈল পঞ্চজন করুক স্বকাজ।
যে কর্ম্মে যে যোগ্য তারে দেহ কুরুরাজ॥
অনুভব আমার যে কর অবধান।
পঞ্চজনে নিযুক্ত করহ স্থানে স্থান॥
সুকোমল অঙ্গ রাজা ধর্ম্মের তনয়।
অন্য কর্ম্মে ইহার ক্ষমতা নাহি হয়॥
তাম্বূলের সেবাতে করহ নিয়োজন।
পান ল'য়ে সন্নিধানে রবে অনুক্ষণ॥
হৃষ্টপুষ্ট বৃকোদর হয় বলবান।
সে কারণে মম মনে লয় এই জ্ঞান॥
বৃকোদরে সমর্পণ কর চতুর্দ্দোল।
অনায়াসে ভার বহে নহেক দুর্ব্বল॥
স্কন্ধে করি তোমার সহিত ভ্রাতৃগণ।
স্বচ্ছন্দে যাইবে যথা করিবে গমন॥
অর্জ্জুনেরে এই সেবা দেহ মহাশয়।
আমি অনুমানি যদি তব মনে লয়॥
বস্ত্র অলঙ্কার আদি সমর্প অর্জ্জুনে।
ল'য়ে তব সম্মুখে থাকিবে অনুক্ষণে॥
তব হিত প্রিয় দুই মাদ্রীর তনয়।
এ দোঁহারে দুই সেবা দেহ মহাশয়॥
দুই ভিতে তোমার থাকিবে দুইজন।
চামর লইয়া সদা করিবে ব্যজন॥
এ পঞ্চ সেবায় পঞ্চে কর নিয়োজন।
আসিয়া করুক কৃষ্ণা গৃহে দাসীপণ॥
এতেক বলিল যদি কর্ণ দুরাচার।
হাসিয়া বলিল তবে গান্ধারী কুমার॥
ইঙ্গিত করিয়া জানাইল ভৃত্যগণে।
সভাতলে লইয়া বসাও সর্ব্বজনে॥
আজ্ঞামাত্র ততক্ষণ যত ভৃত্যগণ।
উঠ উঠ বলি কহে কর্কশ বচন॥
কোন্ লাজে রাজাসনে আছহ বসিয়া।
আপনার যোগ্যস্থানে সবে বৈস গিয়া॥
দুঃশাসন উঠাইল ধর্ম্ম করে ধরি।
চল চল বলি ডাকে পৃষ্ঠে ঠেকা মারি॥
ক্রোধেতে ধর্ম্মের পুত্র কাঁপে কলেবর।
চক্ষু রক্তবর্ণ লোহ বহে ঝর ঝর॥
বিপরীত মানহীন দেখি যুধিষ্ঠির।
ক্রোধে থর থর কম্পমান ভীমবীর॥
ভৈরব গর্জ্জনে গর্জ্জে দন্ত কড়মড়ি।
যেমন প্রলয়কালে হয় মড়মাড়ি॥
যুগান্তের যম যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
অরুণ আকার চক্ষু চাহে একদৃষ্টি॥
নাকে ঝড় বহে যেন প্রলয় সমান।
মহাবীর ভীমসেন কর্ণ পানে চান॥
দেখিয়া কৌরবগণ পায় বড় শঙ্কা।
হাতে গদা করিয়া উঠিল রণডঙ্কা॥
মাথায় ফিরায় গদা চক্রের আকার।
চরণের ভরে ক্ষিতি হয়ত বিদার॥
ক্রোধমুখ করি দুঃশাসন পানে ধায়।
অনুমতি লইতে ধর্ম্মের পানে চায়॥
হেঁটমাথা যুধিষ্ঠির দেখিয়া ভীমেরে।
বুঝিয়া অর্জ্জুন গিয়া ধরিলেন তাঁরে॥
অর্জ্জুন বলেন ভাই না কর অনীতি।
কি হেতু হেলন কর ধর্ম্ম নরপতি॥
দিক্‌পাল সহ যদি আসে দেবরাজ।
আর যত বীর আসে ত্রৈলোক্যের মাঝ॥
ধর্ম্মেরে করিবে হেন আমরা থাকিতে।
মুহূর্ত্তেকে পাঠাইব যমের ঘরেতে॥

কোন ছার এরা সব তৃণ হেন গণি।
এখনি দহিতে পারি কারে নাহি মানি ॥
বিনা ধর্ম্ম আজ্ঞায় নাহিক ভাই শক্তি।
তাহে কোন্ ভদ্র যাহে ধর্ম্মেতে অভক্তি ॥
অস্বীকার ধর্ম্মের এ কর্ম্মে অভিপ্রায়।
সে কারণে এ কার্য্য করিতে না যুয়ায় ॥
অর্জ্জুনের বচনে হইল শান্ত ক্রোধ।
ফেলিলেন গদা ভীম মানি উপরোধ ॥
আভরণ পরিধান যতেক আছিল।
পঞ্চ ভাই আপনা আপনি সব দিল ॥
সভা ত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট ধূল্যাসনে।
অধোমুখে বসিলেন ভাই পঞ্চজনে ॥
হেনকালে দুষ্ট কর্ণ কহিল বচন।
দ্রৌপদী আনিতে দূত করহ প্রেরণ ॥
শুনি দুর্য্যোধন তবে বিদুরে ডাকিল।
হাস্য পরিহাসে তবে কহিতে লাগিল ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র রাজা বুঝিয়া বিচার।
সভা হৈতে গৃহে তবে গেল আপনার ॥

কুরুসভায় দ্রৌপদীকে আনয়ন।

তবে দুর্য্যোধন রাজা আনন্দিত মতি।
ভাবিয়া বলিল তবে বিদুরের প্রতি ॥
বিষাদিত কেন বসিয়াছ অধোমুখে।
হেন বুঝি দুঃখী বড় পাণ্ডবের দুঃখে ॥
উঠ উঠ যাহ শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে চলি।
আপনি আইস হেথা লইয়া পাঞ্চালী ॥
অন্তঃপুরে আছয়ে যতেক দাসীগণ।
তা সবার সহিত করুক দাসীপণ ॥
এত শুনি বিদুর কম্পিত কলেবর।
ক্রোধমুখে দুর্য্যোধনে করিল উত্তর ॥
মন্দবুদ্ধি মতিচ্ছন্ন না বুঝিস্ কিছু।
ব্যাঘ্রেরে করালি ক্রোধ হ'য়ে মৃগ শিশু ॥
বিষ সঞ্চারিয়া বসিয়াছে বিষধর।
অঙ্গুলি না পূর তার মুখের ভিতর ॥
কেমনে এ দুষ্টভাষ আনিলি মুখেতে।
দ্রৌপদী হইবে দাসী কহিলে সভাতে ॥
দ্রৌপদীতে তোমার কিসের অধিকার।
সবাই না বুঝ কেন করিয়া বিচার ॥
আপনি হারিল পূর্ব্বে ধর্ম্মের কুমার।
অন্যজন উপরে কিসের অধিকার ॥
অন্যের উপরে তার প্রভুপণ কিসে।
আর তার চারি স্বামী আছয়ে বিশেষে ॥
মম বোল যদি তোর নাহি লয় মনে।
জিজ্ঞাসিয়া দেখ যত বৃদ্ধ মন্ত্রিগণে ॥
এই যে বৃদ্ধক অন্ধ হৃষ্ট হইয়াছে।
লোভেতে লইল ছন্ন নাহি দেখে পাছে ॥
নিকট আইলে মৃত্যু কে করে বারণ।
ফল ধরি যেন বেণু বৃক্ষের মরণ ॥
শুনাইলে খণ্ডে অস্ত্রাঘাতের বেদন।
বাক্যাঘাত নাহি খণ্ডে যাবৎ জীবন ॥
পাশাতে জিনিয়া বড় আনন্দ হৃদয়।
চিত্তে কর পাণ্ডবের হৈল অসময় ॥
শ্রীমন্ত জনের হয় অসময় কিসে।
কি তার সহায় নাই এই মহাদেশে ॥
কোথা হয় শ্রীরহিত শ্রীমন্ত সুজন।
জলেতে পাষাণ নাহি ভাসে কদাচন ॥
লাউ নাহি ডুবে কভু জলের ভিতর।
কখন অগতি নহে বিষ্ণুভক্ত নর ॥
পুনঃ পুনঃ আমি কহিলাম হিতবাণী।
না শুনিলে মৃত্যুকাল হৈল হেন জানি ॥
নিশ্চয় হইল দেখি তিন কুল ধ্বংস।
শান্তনু বাহ্লীক অন্ধ নৃপতির বংশ ॥
পাত্র মিত্র ইষ্ট পুত্র সহিত মজিবে।
আমার এ সব কথা পশ্চাতে ফলিবে ॥
এইরূপ বিদুর কহিল বহুতর।
শুনি দুর্য্যোধন তারে নিন্দিল বিস্তর ॥
প্রতিকামী আছিল সম্মুখে দাঁড়াইয়া।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা নিকটে ডাকিয়া ॥
যাহ তুমি দ্রৌপদীরে আন এইক্ষণে।
পাণ্ডবেরে ভয় তুমি না করিহ মনে ॥
বিদুরের বোলে কিছু না করিহ ভয়।
সর্ব্বকাল বিদুরের ভয়ার্ত্ত হৃদয় ॥

আর কুস্বভাব আছে বিদুরের চিত।
ধৃতরাষ্ট্র কুৎসা কহে পাণ্ডবের হিত॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞায় চলিল প্রতিকামী॥
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ করিল শীঘ্রগামী॥
যথায় পুরের মধ্যে দ্রৌপদী সুন্দরী।
দ্রৌপদীর আগে কহে করযোড় করি॥
তোমা নিতে আজ্ঞা দিল কুরু অধিকারী।
সর্ব্বস্ব হারিল দ্যূতে তোমা আদি করি॥
অবধান মহাদেবি শুনহ বিধান।
যুধিষ্ঠির রাজা হৈল দ্যূতে হতজ্ঞান॥
সর্ব্বস্ব হারিল দ্যূতে তোমা আদি করি।
তোমা নিতে আজ্ঞা দিল কুরু অধিকারী॥
ধৃতরাষ্ট্র গৃহে চল কর যথা কর্ম্ম।
শুনিয়া দ্রৌপদীর ভাঙ্গিল নিজ মর্ম্ম॥
দ্রৌপদী বলেন হেন কভু নাহি শুনি।
রাজপুত্র হারিয়াছে আপন গৃহিণী॥
প্রতিকামী বলে এই কপট না হয়।
তবে কেন খেলিলেন ধর্ম্মের তনয়॥
একে একে সর্ব্বস্ব হারিয়া নরবর।
আপনারে হারিলেন সহ সহোদর॥
পশ্চাতে তোমারে হারিলেন নৃপমণি।
এত শুনি বলিলেন দ্রুপদ-নন্দিনী॥
যাও প্রতিকামী গিয়া জিজ্ঞাস রাজারে।
প্রথমে আপনা কি হারিলেন আমারে॥
হারিয়া থাকেন যদি প্রথমে আপনা।
তবে গিয়া জিজ্ঞাসহ সভাসদ জনা॥
তবে যদি আমারে যাইতে সবে কয়।
আপন ইচ্ছায় তবে যাইব তথায়॥
এত শুনি প্রতিকামী চলিল সত্বরে।
সভায় জিজ্ঞাসে গিয়া ধর্ম্ম নৃপবরে॥
পাঠাইল দ্রৌপদী আমারে জিজ্ঞাসিতে।
কোন্ পণ প্রথমে করিলা রাজা দ্যূতে॥
প্রথমে আপনা কি হারিলা যাজ্ঞসেনা।
শুনি মগ্ন হইলেন ধর্ম্ম নৃপমণি॥
রহিলেন নিঃশব্দে না বলিলেন বাণী।
মনে বুঝি কিছু না বলিল প্রতিকামী॥

প্রতিকামী প্রতি ক্রোধে বলে কুরুবলে।
যাহ প্রতিকামী কিবা জিজ্ঞাস উহারে॥
সভামধ্যে লইয়া আইস দ্রৌপদীরে।
আসিয়া করুক ন্যায় সভার ভিতরে॥
আসি জিজ্ঞাসুক সেই যেই লয় মনে।
করুক আসিয়া ন্যায় ল'য়ে সভাজনে॥
এত শুনি প্রতিকামী হইল দুঃখিত।
পুনঃ দ্রৌপদীর স্থানে চলিল ত্বরিত॥
করযোড়ে প্রতিকামী বলে সবিষাদ।
অবধান মহাদেবি হইল প্রমাদ॥
অস্ত হৈল কুরুকুল বুঝিলাম মনে।
সভাতে তোমারে লৈতে বলিল যখনে॥
দ্রৌপদী বলিল শুন সঞ্জয় নন্দন।
ধর্ম্মরাজ কি বলেন কিবা দুর্য্যোধন॥
প্রতিকামী বলে রাজা কিছু না বলিল।
সভাতে লইতে দুর্য্যোধন আজ্ঞা দিল॥
দ্রৌপদী কহিল তুমি বলিলা প্রমাণ।
বংশনাশ হেতু বিধি করিল বিধান॥
যাও প্রতিকামী গিয়া জিজ্ঞাস রাজায়।
নিশ্চয় কি তাঁর মন যাইতে তথায়॥
এত শুনি প্রতিকামী চলিল সত্বর।
রাজারে কহিল আসি কৃষ্ণার উত্তর॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা ভাবিয়া অন্তরে।
দুর্য্যোধন মত দেখি কৃষ্ণা আনিবারে॥
বিচারিয়া কহিলেন কহ দ্রৌপদীরে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কে খণ্ডিতে পারে॥
সত্য বিনা মম চিত্তে অন্য নাহি লয়।
ধর্ম্ম রক্ষা করুক আসিয়া এ সভায়॥
প্রতিকামী প্রতি পুনঃ দুর্য্যোধন বলে।
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অগ্নি হেন জ্বলে॥
আমি যাহা বলি তাহা নাহি লয় মনে।
পুনঃ পুনঃ আইস দ্রৌপদী দূতগণে॥
যাও শীঘ্র দ্রৌপদীরে আনহ এ স্থানে।
এত শুনি প্রতিকামী ভীত হৈল মনে॥
পুনরপি ইন্দ্রপ্রস্থে চলিল সত্বরে।
কতক দূরেতে গিয়া ভাবিল অন্তরে॥

কি ক্ষণে আইনু আজি রাজার নিকটে।
সে কারণে পড়িলাম বিষম সঙ্কটে ॥
পাছে ক্রোধ করে কৃষ্ণা দেখিলে এবার।
পাণ্ডব করিলে ক্রোধ নাহিক নিস্তার ॥
বিচারিয়া বাহুড়িল সঞ্জয় নন্দন।
করযোড়ে বলে দুর্য্যোধনের সদন ॥
তব আজ্ঞাবশে যাই কৃষ্ণা আনিবারে।
না আইসে কি করিব আজ্ঞা কর মোরে ॥
শুনি দুঃশাসনে ডাকি বলে দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবের ভয় করে সঞ্জয় নন্দন ॥
এ কর্ম্মের যোগ্য নহে এই অল্পমতি।
তুমি গিয়া দ্রৌপদীরে আন শীঘ্রগতি ॥
সভামধ্যে কেশে ধরি আনহ তাহারে।
নিস্তেজ হয়েছে শক্র কি আর বিচারে ॥
আজ্ঞামাত্রে দুঃশাসন হ'য়ে হৃষ্টচিত্ত।
দ্রৌপদীর অন্তঃপুরে চলিল ত্বরিত ॥
দ্রৌপদী চাহিয়া ডাকি বলে দুঃশাসন।
চলহ দ্রৌপদী আজ্ঞা করিল রাজন ॥
পাশায় তোমার স্বামী হারিল তোমারে।
দুর্য্যোধন ভজ আজি ত্যজি যুধিষ্ঠিরে ॥
দুঃশাসন দুষ্টবুদ্ধি দেখি গুণবতী।
সক্রোধ বদন আর বিকৃতি আকৃতি ॥
ভয়েতে দেবীর অঙ্গ কাঁপে থর থর।
শীঘ্রগতি উঠি গেল ঘরের ভিতর ॥
স্ত্রীগণের মধ্যে দেবী ভয়ে লুকাইল।
দেখি দুঃশাসন ক্রোধে পাছেতে ধাইল ॥
গৃহদ্বারে কুন্তীদেবী ভুজ-প্রসারিয়া।
সবিনয়ে দুঃশাসনে বলে বিনাইয়া ॥
কহ দুঃশাসন এই কেমন বিহিত।
দ্রৌপদী ধরিতে চাহ না বুঝি চরিত ॥
কুলবধূ ল'য়ে যাবে মধ্যেতে সভার।
কুলের কলঙ্ক ভয় নাহিক তোমার ॥
শুনি দুঃশাসন ক্রোধে উঠিল গর্জ্জিয়া।
দুই হাতে কুন্তীরে সে ফেলিল ঠেলিয়া ॥
অচেতন হয়ে দেবী পড়িল ভূতলে।
দুঃশাসন ধরিলেক দ্রৌপদীর চুলে ॥
পুর হৈতে বাহির করিল শীঘ্রগতি।
দেখিয়া কান্দয়ে যত পুরের যুবতী ॥
কেশে ধরি ল'য়ে যায় পবনের বেগে।
চলিতে চরণ ভূমে লাগে কি না লাগে ॥
নাগিনী বিকল যেন গরুড়ের মুখে।
ছট্‌ফট করে দেবী ছাড় ছাড় ডাকে ॥
আরে মন্দমতি কেন না দেখ নয়নে।
রজঃস্বলা আছি আর একই বসনে ॥
দুঃশাসন বলে তুমি ছাড় হেন আশ।
রজঃস্বলা হও কিবা হও একবাস ॥
পূর্ব্ব অহঙ্কার তুমি না করিহ মনে।
সভাতে লইতে আজ্ঞা করিল রাজনে ॥
কৃষ্ণা বলে গুরুজন আছয়ে সভাতে।
কিমতে দাঁড়াব আমি তাদের অগ্রেতে ॥
না লহ সভাতে মোরে কর পরিহার।
আরে মন্দমতি কেশ ছাড়হ আমার ॥
ইন্দ্র সখা করিলেও রক্ষা না পাইবি।
ক্ষণমাত্র যমগৃহে সবংশেতে যাবি ॥
ধর্ম্মে বদ্ধ হইয়াছে ধর্ম্ম নরপতি।
ভ্রাতৃ উপরোধে আছে চারি মহামতি ॥
এই হেতু এতক্ষণ তোমার জীবন।
এখন যে রক্ষা পাও হৈলে নিবারণ ॥
কৃষ্ণার বচন শুনি দুঃশাসন হাসে।
পুনঃ আকর্ষিয়া দুষ্ট টান দিল কেশে ॥
ঝাঁকিয়া বলেতে লইলেক সভাতল।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কৃষ্ণা হইয়া বিকল ॥
উপুড় হইয়া চাহে ভূমি ধরিবারে।
না লও সভাতে মোরে ডাকয়ে কাতরে ॥
বড় বড় জন দেখি আছয়ে সভায়।
হেন একজন নাহি এক কথা কয় ॥
কেহ তোর দুর্ব্বুদ্ধি না করে নিবারণ।
চিত্র পুত্তলিকা প্রায় আছে সভাজন ॥
এই ভীষ্ম দ্রোণ দেখ আছয়ে সভাতে।
ধার্ম্মিক এ দুই বড় খ্যাত পৃথিবীতে ॥
স্বধর্ম্ম ছাড়িল এরা হেন লয় মনে।
মম এত দুঃখ কেন না দেখে নয়নে ॥

বাহ্লীক বিদুর ভূরিশ্রবা সোমদত্ত।
অতুল জানি সবে অতুল মহত্ত্ব॥
কুরুকুল সব ভ্রষ্ট হইল নিশ্চয়।
একজন কেহ এক ভাষা নাহি কয়॥
দ্রৌপদী কাতরা অতি দেখিয়া পাণ্ডব।
দগ্ধ দিলে যেমন জ্বলয়ে জলোদ্ভব॥
রাজ্য দেশ ধন জন সকল হারিল।
তিলমাত্র তাহাতে তাপিত না হইল॥
কৃষ্ণার কাতর মুখ দেখিয়া নয়নে।
কুম্ভকার শাল যেন পোড়য়ে আগুনে॥
দুঃশাসন টানে তারে কেশেতে আকর্ষি।
পরিহাস করি কেহ বলে আন দাসী॥
সাধু দুঃশাসন বলে রাধেয় শকুনি।
সজল নয়নে কান্দে দ্রুপদ-নন্দিনী॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সভাজন প্রতি বিকর্ণের উক্তি

দ্রৌপদী যতেক কহে কেহ নাহি শুনে।
কেবল ভীষ্ম উত্তর করিল কতক্ষণে॥
কহিতে না পারি আমি ইহার বিধান।
ধর্ম্ম সূক্ষ্ম বিচারিয়া কহিতে প্রমাণ॥
অন্য দ্রব্যে অন্যের নাহিক অধিকার।
দ্রব্য মধ্যে গণ্য হয় ভার্য্যা কিবা আর॥
আপনা হারিয়া অগ্রে ধর্ম্মের নন্দন।
পশ্চাৎ হারিলা কৃষ্ণা জানে সর্ব্বজন॥
দ্রুপদ-নন্দিনী পঞ্চ পাণ্ডবের নারী।
একা যুধিষ্ঠির তাহে নহে অধিকারী॥
রাজ্য দেশ ধন জন সব যদি যায়।
যুধিষ্ঠির মুখে মিথ্যা কভু না বেরয়॥
হারিল বলিয়া মুখে বলিয়াছে বাণী।
কি কহিব ইহার বিধান নাহি জানি॥
এত বলি নিঃশব্দে রহেন ভীষ্মবীর।
যুধিষ্ঠির চাহি বলে বৃকোদর বীর॥
ওহে মহারাজ কভু দেখেছ নয়নে।
আপনার ভার্য্যাকে হেরেছে কোন্ জনে॥
কপটে জুয়ারী হইয়াছে বহুজন।
তা সবার থাকিবেক বেশ্যা নারীগণ॥
সে সব নারীকে তারা নাহি করে পণ।
তুমি মহারাজ কর্ম্ম করিলা যেমন॥
রাজ্য দেশ ধন জন হারিলা যতেক।
ইহাতে তোমারে ক্রোধ না করি তিলেক॥
আমা সহ সকল তোমার অধিকার।
যাহা ইচ্ছা কর অন্য নারি করিবার॥
এই সে শরীর তাপ সহিবারে নারি।
পাশায় করিলা পণ কৃষ্ণা হেন নারী॥
তব কৃতকর্ম্ম রাজা দেখহ নয়নে।
দ্রৌপদীরে পরিহাস করে হীনজনে॥
এই হেতু তোমারে জন্মিল বড় ক্রোধ।
ক্ষুদ্রলোক কহে ভাষা নাহি কিছু বোধ॥
ধনঞ্জয় বলে ভাই কি বোল বলিলে।
নৃপে হেন ভাষা নাহি কহ কোনকালে॥
পরম পণ্ডিত তুমি ধর্ম্মজ্ঞ যে গণি।
শত্রুর কপটে ছন্ন হৈল হেন জানি॥
সদাই শত্রুর ভাই এই যে কামনা।
ভাই ভাই বিচ্ছেদ হউক পঞ্চজনা॥
শত্রুর কামনা পূর্ণ কর কি কারণ।
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মহারাজে না কর হেলন॥
রাজারে বলিলা হেন কি দোষ দেখিয়া।
দ্যূত আরম্ভিল শত্রু কপটে ডাকিয়া॥
আপন ইচ্ছায় রাজা না খেলেন দ্যূত।
ডাকিলে না খেলিলে হইবে ধর্ম্মচ্যুত॥
ভীম বলে ধনঞ্জয় না কহিও আর।
হীনজন প্রভুত্ব না পারি সহিবার॥
হরি বিনা অন্য চিত্ত নাহিক আমার।
দুই ভুজ কাটিয়া ফেলিব আপনার॥
ক্ষুদ্রের প্রভুত্ব যে দেখিতেছি নয়নে।
তবে আর ভুজ রাখি কোন্ প্রয়োজনে॥
যাহ সহদেব শীঘ্র অগ্নি আন গিয়া।
অগ্নিমধ্যে দুই ভুজ ফেলিব কাটিয়া॥
এইরূপে পঞ্চ ভাই তাপিত অন্তর।
দুঃখের অনলে দহে সর্ব্ব কলেবর॥

বিকর্ণ নামেতে ধৃতরাষ্ট্রের তনয়।
পাণ্ডবের দুঃখ দেখি দুঃখিত হৃদয়॥
বিশেষ কৃষ্ণার ক্লেশ না সহে শরীরে।
সভাজনে চাহিয়া বলেন উচ্চৈঃস্বরে॥
সভামধ্যে আছে বড় বড় রাজগণে।
দ্রৌপদীরে প্রত্যুত্তর নাহি দেহ কেনে॥
পুনঃ পুনঃ দ্রৌপদী যে কহিছে সভায়।
সভাসদ লোকে হেন বুঝিতে যুয়ায়॥
সভায় থাকিয়া যদি বিচার না করে।
সহস্র বৎসর থাকে নরক ভিতরে॥
এ যে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র বিদুর সুমতি।
কুরুকুলে হর্ত্তা কর্ত্তা এই তিন কৃতী॥
এ তিন জনেরে নারি করিতে হেলন।
তোমরা উত্তর নাহি দেহ কি কারণ॥
তোমরা সকলে ভয় করহ কাহারে।
উত্তর না দেহ কেন দ্রৌপদীর তরে॥
আর যে আছয়ে বহু বহু রাজগণ।
বুঝিয়া উত্তর নাহি দেহ কি কারণ॥
পুনঃ পুনঃ দ্রৌপদী কহিল বার বার।
যার যেই চিত্তে আসে করহ বিচার॥
এইমত পুনঃ পুনঃ বিকর্ণ কহিল।
একজন সভায় উত্তর না করিল॥
কাহার মুখেতে নাহি পাইয়া উত্তর।
ক্রোধভরে বিকর্ণ কচালে করে কর॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া পুনঃ কহে সভাজনে।
উত্তর না দেহ সবে কিসের কারণে॥
তোমরা যে কেহ কিছু না দিল উত্তর।
আমি কিছু কহি শুন সব নরবর॥
চারি ধর্ম্ম নৃপতির হয়েছে সৃজন।
মৃগয়া দেবন দান প্রজার পালন॥
এই যে নৃপতিধর্ম্ম দেবনে পশিল।
ইচ্ছাসুখে নহে সবে কপটে ডাকিল॥
যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীরে নাহি করে পণ।
কপটেতে কহিলেন সুবল-নন্দন॥
অগ্রে নরপতি আপনাকে হারিয়াছে।
কৃষ্ণার উপর কিবা প্রভুপণ আছে॥
বিশেষ সমান কৃষ্ণা এ পঞ্চ জনার।
একা ধর্ম্মরাজের না ইথে অধিকার॥
সে কারণে দ্রৌপদী পাশায় নাহি জিত।
তোমরা কি বল সবে মম এই চিত॥
বিকর্ণ বচন শুনি যত সভাজন।
সাধু সাধু বলি সবে বলয়ে বচন॥
বিকর্ণ বচন শুনি কর্ণে ক্রোধ হৈল।
দুর্য্যোধনে চাহি তবে কহিতে লাগিল॥
অনেক বিচার বুদ্ধি দেখি যে ইহার।
অগ্নি কাষ্ঠে জন্মিয়া সংহার করে তার॥
সেইমত অগ্নিরূপে এই তব কুলে।
হেন অপরূপ কহিলেক সভাস্থলে॥
দেবনেতে কৃষ্ণা জিতা হইয়াছে পণে।
বুঝিয়া উত্তর নাহি কর কোনজনে॥
বালক হইয়া সভামধ্যেতে আসিল।
বৃদ্ধের সমান নীতি বচন কহিল॥
কি জানহ ধর্ম্ম তুমি কি জান বিচার।
কৃষ্ণা জিতা নহে যে সে কেমন প্রকার॥
যুধিষ্ঠির সর্ব্বস্ব যখন কৈল পণ।
জিনিল পাশায় তাহা সুবল-নন্দন॥
সর্ব্বস্বের বাহির কি দ্রৌপদী সুন্দরী।
বিশেষ কহিল যবে গান্ধারাধিকারী॥
দ্রৌপদীরে পণ কর বলিয়া বলিল।
শুনিয়া পাণ্ডব কেন নিবৃত্ত না হৈল॥
আর যে বলিলা কৃষ্ণা এক বস্ত্র কায়।
সভামধ্যে ইহারে আনিতে না যুয়ায়॥
কি তার গর্ব্বিত গুরু কিবা ভয় লাজ।
বেশ্যা জনে কেন লজ্জা আসিতে সমাজ॥
যতেক সংসার এই বিধাতা সৃজিল।
ভার্য্যার একই স্বামী নির্ম্মাণ করিল॥
দুই স্বামী হইলে বলি যে দ্বিচারিণী।
পঞ্চস্বামী হৈলে পরে বেশ্যা মধ্যে গণি॥
সভায় আসিবে বেশ্যা লাজ তার কিসে।
এইমত বিচার আমার মনে আসে॥
দুর্য্যোধন বলে এই শিশু অল্পমতি।
কি জানে বিচার-তত্ত্ব ধর্ম্ম সূক্ষ্ম গতি॥

তবে আজ্ঞা করিল নৃপতি দুঃশাসনে ।
পাণ্ডবগণের আন বস্ত্র আভরণে ॥
দ্রৌপদীর বস্ত্র আর যত অলঙ্কার ।
ঝটিতে আনিয়া দেহ অগ্রেতে আমার ॥
এত শুনি ততক্ষণে পঞ্চ সহোদর ।
বস্ত্র অলঙ্কার ফেলি দিলেন সত্বর ॥
এক বস্ত্র পরিধানা দ্রৌপদী সুন্দরী ।
দুঃশাসন টানিতেছে বসনেতে ধরি ॥
ছাড় ছাড় বলিয়া সঘনে ডাক ছাড়ে ।
সভামধ্যে ধরিয়া অঙ্গে বস্ত্র কাড়ে ॥
সঙ্কটে পড়িয়া দেবী না দেখি উপায় ।
আকুল হইয়া কৃষ্ণা ডাকে দেবরায় ॥

দ্রৌপদীর শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি ।

হে প্রভু কৃপাসিন্ধু, অনাথ জনার বন্ধু,
অখিলের বিপদভঞ্জন ।
এস হে সভার মাঝ, মোর নিবারিতে লাজ,
তোমা বিনা নাহি অন্যজন ॥
যে প্রভু পালিতে সৃষ্টি, সংহার করিতে ঋষ্টি,
পুনঃ পুনঃ হও অবতার ।
তাঁহার চরণ ছায়া, স্মরিয়া সঁপিনু কায়া,
অনাথার কর প্রতিকার ॥
বনদন্তী খরক্রোধে, ভুজঙ্গ দম্ভীর পদে,
যেই প্রভু রাখিলা প্রহ্লাদে ।
তাঁহার চরণ যুগে, দ্রৌপদী শরণ মাগে,
রক্ষা কর বিষম প্রমাদে ॥
যাহার উজ্জ্বল চক্র, কাটিয়া মস্তক নক্র,
নিস্তার করিল গজরাজ ।
এত করে দুরাশয়ে, শরণ নিলাম ভয়ে,
তাঁহার চরণ-পদ্ম মাঝ ॥
যেই প্রভু ঈষদক্ষে, কৃপায় সংসার রক্ষে,
নাচয়ে যে ফণাধর মুণ্ডে ।
তাঁহার চরণ রঙ্গ, সঁপিনু আমার অঙ্গ,
রাখ প্রভু দুষ্ট কুরুদণ্ডে ॥
যে প্রভু কপটে ছলি, পাতালে লইল বলি,
নির্ভয় করিয়া শচীপতি ।
তাঁহার ত্রিপাদ পদ্ম, ত্রিপথগামিনী সদ্ম,
তাহা বিনা নাহি মম গতি ॥
পরশি যে পদধূলা, অনেক কালের শিলা,
দিব্যরূপ অহল্যা পাইল ।
জলনিধি করি বন্ধ, বিনাশিল দশস্কন্ধ,
দ্রৌপদী শরণ তাঁর নিল ॥
যে প্রভু পর্ব্বত ধরি, গোকুলের গোপনারী,
রক্ষা কৈল ইন্দ্রের বিবাদে ।
বেদশাস্ত্র লোকে খ্যাত, পতিপুত্রগণ নাথ,
পাণ্ডুবধূ রাখহ প্রমাদে ॥
যাঁহার সৃজন সৃষ্টি, সংসারে যাঁহার দৃষ্টি,
মোর দুঃখ কেন নাহি দেখ ।
বলিষ্ঠ দুর্জ্জন জনে, স্মরণ করিলে শুনে,
এ সঙ্কটে কেন নাহি রাখ ॥
দ্রৌপদী আকুল জানি, অখিলের চক্রপাণি,
যাঁর নাম আপদ ভঞ্জন ।
ধর্ম্মরূপে জগৎপতি, রাখিতে এ হেন সতী,
সত্যধর্ম্ম করিতে পালন ॥
আকাশ মার্গেতে র'য়ে, বিবিধ বসন ল'য়ে,
দ্রৌপদীরে সঘনে যোগায় ।
যত দুঃশাসন কাড়ে, ততেক বসন বাড়ে,
আচ্ছাদন করি সর্ব্ব গায় ॥
লোহিত পিঙ্গল পীত, নীল শ্বেত বিরচিত,
নানা চিত্র বিচিত্র বসনে ।
বিবিধ বর্ণের শাড়ী, দুঃশাসন ফেলে কাড়ি,
পুঞ্জ পুঞ্জ হৈল স্থানে স্থানে ॥
পর্ব্বত সমান বাস, দেখি লোকে হৈল ত্রাস,
চমৎকার হইল সভাতে ।
কভু নাহি দেখি শুনি, সভাজন বলে বাণী,
ধন্য ধন্য দ্রুপদ দুহিতে ॥
ধন্য গর্গ মহামুনি, নিস্তার করিতে প্রাণী,
বাছিয়া থুইল কৃষ্ণ নাম ।
যে নাম লইল তুণ্ডে, বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে,
হেলে পায় সবাঞ্ছিত কাম ॥
নরেতে যে নাম ধরি, ভবসিন্ধু যায় তরি,
খণ্ডে মৃত্যুপতি দণ্ড দায় ।

ক্ষণেক যে নাম জপি, অশেষ পাপের পাপী,
সকল ধর্ম্মের ফল পায় ॥
ভারত অমৃত কথা, ব্যাস বিরচিত গাথা,
অবহেলে যেইজন শুনে।
দুরন্ত সংসার তরি, যায় সেই স্বর্গপুরি,
কাশীরাম দাস বিরচনে ॥

দুঃশাসনের রক্তপানে ভীমের প্রতিজ্ঞা।

অদ্ভুত দেখিয়া সভাজন হৈল স্তব্ধ।
সাধু সাধু দ্রৌপদী চৌদিকে হৈল শব্দ ॥
পূর্ব্বে কভু নাহি শুনি না দেখি নয়নে।
দুর্য্যোধনে নিন্দা বহু করে সভাজনে ॥
ভ্রাতৃগণ মধ্যে বসি ছিল বৃকোদর।
মহানাদে গর্জ্জিয়া উঠিল ক্রুদ্ধতর ॥
সভাশব্দ নিবারিয়া কহে সর্ব্বজনে।
মম বাক্য শুন যত আছ রাজগণে ॥
সত্য করি কহি আমি সবার অগ্রেতে।
যাহা কহি তাহা যদি না পারি করিতে ॥
পিতৃ পিতামহ গতি না পায় কখনে।
এইত ভারত কুলাধম দুঃশাসনে ॥
রণমধ্যে ধরি বক্ষ করিব বিদার।
করিব শোণিত পান করি অঙ্গীকার ॥
শুনিয়া সভার লোক হইল কম্পিত।
প্রশংসিল সভাজন বুঝিয়া বিহিত ॥
তবে দুঃশাসন বড় হইল লজ্জিত।
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্ত্র দেখি হইল বিস্মিত ॥
পরিশ্রান্ত হইয়া বসিল ভূমিতলে।
মলিন বদন হৈল যত কুরুদলে ॥
যত সাধুগণ সবে করয়ে রোদন।
ধিক ধৃতরাষ্ট্র নিন্দা করে সর্ব্বজন ॥
আপনিও অন্ধ অন্ধপুত্র জন্মাইল।
কুরুবংশে এমন কখন না হইল ॥
তবেত বিদুর নিবারিয়া সর্ব্বজনে।
সভাজনে চাহিয়া বলেন ততক্ষণে ॥
এ সভার মধ্যে আছ বড় রাজগণ।
বুঝি এক বাক্য নাহি বল কি কারণ ॥
সভাতে থাকিয়া যে বিচার নাহি করে।
অধর্ম্মের সহ যায় নরক ভিতরে ॥

বিদুর কর্ত্তৃক বিরোচন ও সুধন্বা ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ কথন।

পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কিছু শুন সভাজন।
প্রহ্লাদ দৈত্যের পুত্র নাম বিরোচন ॥
অঙ্গিরা ঋষির পুত্র সুধন্বা নামেতে।
দুইজনে কোন্দল হইল আচম্বিতে ॥
বিরোচন বলে নাহি রাজার সমান।
সুধন্বা বলয়ে দ্বিজ সবার প্রধান ॥
এই হেতু কোন্দল করিল দুইজনে।
ক্রুদ্ধ হয়ে পণ করিলেক ততক্ষণে ॥
যে জন হারিবে তার লইব পরাণ।
চল সাধুজন স্থানে লইব বিধান ॥
বিরোচন বলে জিজ্ঞাসিব কোন্ স্থানে।
দ্বিজ বলে চল তব বাপের সদনে ॥
সুধন্বা বলিল শুন দৈত্যের প্রধান।
মোর সহ দ্বন্দ্ব কৈল তোমার সন্তান ॥
পণ কৈল যে হারিবে লইবে পরাণ।
সত্য করি কহ তুমি ইহার বিধান ॥
দ্বিজপুত্রে রাজপুত্রে শ্রেষ্ঠ কোন্ জন।
শুনিয়া বিস্ময় মানে প্রহ্লাদের মন ॥
চিন্তে কৈল সত্য কৈলে হারিবে কুমার।
কেমনে কহিব মিথ্যা নরক দুর্ব্বার ॥
এত চিন্তি জিজ্ঞাসিল কশ্যপের স্থান।
কহ মুনিবর মোরে ইহার বিধান ॥
অসুর সুরের কর্ম্ম তোমার গোচর।
কেমনে হইবে শ্রেয় বলহ উত্তর ॥
কশ্যপ বলেন যেই বিষণ্ণ হইয়া।
মহাতাপে সভামধ্যে পড়য়ে আসিয়া ॥
সভায় থাকিয়া যেই না করে বিচার।
নরক হইতে তার নাহিক নিস্তার ॥
যে পক্ষে অন্যায় করে হয় সেই গতি।
ইহলোকে মহাদুঃখ পায় নিতি নিতি ॥

হৃদয়ের শেল তার কদাচ না টুটে ।
ধনশোক পুত্রশোক অবিলম্বে ঘটে ॥
প্রতিদ্বন্দ্বির পক্ষ হ'য়ে কহে যেইজন ।
তার দুই পাদ পাপ সে করে গ্রহণ ॥
সাক্ষী হ'য়ে যেইক্ষণ পক্ষ হ'য়ে কয় ।
শতেক পুরুষ সহ নরকে পড়য় ॥
কশ্যপের স্থানে পেয়ে এতেক বিধান ।
পুত্রমুখ চাহি বলে দৈত্যের প্রধান ॥
যারে শ্রেষ্ঠ বলি যারে করি যে বন্দন ।
তুই তোমা হৈতে শ্রেষ্ঠ সুধন্বা ব্রাহ্মণ ॥
আমার হইতে শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরারে গণি ।
তোর মাতা হৈতে শ্রেষ্ঠ ইঁহার জননী ॥
পুত্রে এত বলিয়া সুধন্বা প্রতি কয় ।
তোমার অধীন আজি বিরোচন হয় ॥
মারহ রাখহ তুমি যেই তব মন ।
যাহ ইচ্ছা কর নাহি করি নিবারণ ॥
এত শুনি হৃষ্ট হ'য়ে বলে তপোধন ।
দ্বিগুণ পাউক আয়ু তোমার নন্দন ॥
কখনই তাপ নহে সত্যবাদী জনে ।
সে কারণে তব পুত্র বাড়ুক কল্যাণে ॥
এত বলি সুধন্বা আপন গৃহে গেল ।
সভাজনে চাহি কৃষ্ণা এতেক বলিল ॥
তথাপি উত্তর নাহি দিল কোনজন ।
দুঃশাসনে বলে তবে সূর্য্যের নন্দন ॥
খানে ধরিয়া দাসী কার মুখ চাহ ।
সভামধ্যে আনিয়া গৃহে ল'য়ে যাহ ॥
শুনিয়া দ্রৌপদী দেবী কাঁপে থর থরে ।
স্বামীগণ পানে চাহি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
স্বামীগণ অধোমুখে দেখি যাজ্ঞসেনী ।
সভাজন চাহি বলে শিরে কর হানি ॥
পূর্ব্বেতে উত্তম কর্ম্ম আমার না ছিল ।
এই হেতু বিধাতা আমারে দুঃখ দিল ॥
পূর্ব্বে পিতৃগৃহে মম স্বয়ম্বর কালে ।
আমারে দেখিয়াছিল নৃপতি সকলে ॥
আর কভু আমারে না দেখে অন্যজনে ।
আজি পুনঃ সেই সবা দেখিনু নয়নে ॥
চন্দ্র সূর্য্য দেখিলে যাহারা ক্রোধ করে ।
আমার এ দুর্গতি সে সবার গোচরে ॥
যত গুরুজনে আমি করি নমস্কার ।
এক বাক্য বল সবে করিয়া বিচার ॥
দ্রুপদনন্দিনী আমি পাণ্ডব গৃহিণী ।
সখা মম যাদবেন্দ্র গদা চক্রপাণি ॥
কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সবর্ণা মহিষী ।
কহিতেছ তোমরা হইব আমি দাসী ॥
আজ্ঞা কর আমারে ইহার যে বিধান ।
আর ক্লেশ নাহি সহে আমার পরাণ ॥
শুনিয়া উত্তর দেন গঙ্গার নন্দন ।
পুনঃ পুনঃ কল্যাণী জিজ্ঞাস কি কারণ ॥
দ্রোণ আদি বৃদ্ধ যত আছেন সভায় ।
কাহার জীবন নাহি সবে মৃতপ্রায় ॥
মৃতজনে জিজ্ঞাসিলে কি পাবে উত্তর ।
ধর্ম্ম বিনা সখা নাহি ধর্ম্মাশ্রয় কর ॥
বহু কষ্টযুত নহে ধার্ম্মিক যে জন ।
ধর্ম্মবলে কর সব শত্রুর নিধন ॥
দাসী যোগ্যা অযোগ্যা যে কহিলা বিধান ।
কহি আমি শুনহ আমার অনুমান ॥
তুমি দাসী হৈতে যুধিষ্ঠিরের স্বীকার ।
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসহ ইহার বিচার ॥
জিতা কি অজিতা তুমি কহিবা আপনে ।
নির্ণয় করিতে ইহা নারে অন্যজনে ॥
সভাপর্ব্ব সুধারস পাশার নির্ণয় ।
ব্যাস বিরচিত গীত কাশীদাস গায় ॥
সভায় যে যাজ্ঞসেনী করয়ে ক্রন্দন ।
কেশে ধরি দুঃশাসন টানে ঘনে ঘন ॥
হাসিয়া দ্রৌপদী প্রতি বলে দুর্য্যোধন ।
কেন অকারণে কৃষ্ণা করহ রোদন ॥
তোর স্বামী যুধিষ্ঠির হারিয়াছে তোরে ।
পুনঃ পুনঃ কিবা আর জিজ্ঞাস সবারে ॥
অনুমানে বুঝি তোর এই মনে লয় ।
একা যুধিষ্ঠির তোর অধিকারী নয় ॥
জিজ্ঞাসহ চারি স্বামী সম্মুখে সবার ।
তোর পরে নাহি কি ধর্ম্মের অধিকার ॥

থাক যুধিষ্ঠির কহুক চারিজন।
ইক্ষণে হয় তবে তোমার মোচন ॥
তুবা কহুক নিজে ধর্ম্মের কুমার।
স্বার উপরে মম নাহি অধিকার ॥
তে যদি বলিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
ভাল ভাল বলিয়া কহিল সভাজন ॥
শুনিবারে রাজগণ আছে কুতূহলে।
কি বলে ধর্ম্মের পুত্র ভীম কিবা বলে ॥
কবা বলে ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
পঞ্চজন মুখ সবে করে নিরীক্ষণ ॥
নিঃশব্দ নৃপতিগণ একদৃষ্টে চায়।
কহিতে লাগিল ভীম চাহিয়া সভায় ॥
চন্দনে লেপিত ভুজ তুলি সভামাঝে।
কহিতে লাগিল যেন কেশরী গরজে ॥
এই রাজা যুধিষ্ঠির পাণ্ডবের পতি।
পাণ্ডবগণের নাহি ইহা বিনা গতি ॥
ইনি যদি নহিবেন পাণ্ডব ঈশ্বর।
এতক্ষণ কোথা বাঁচে কৌরব পামর ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ হারিল আপনা।
ঈশ্বর হইল দাস দাসী কি গণনা ॥
যুধিষ্ঠির জিত হৈলে জিনিলা সবারে।
কাহার শকতি ইহা খণ্ডিবারে পারে ॥
আর কহি শুন দুষ্ট কৌরব সকল।
আমি জীতে তো সবার নাহিক মঙ্গল ॥
যেইক্ষণে রাজারে বসালি ভূমিতলে।
যেইক্ষণে ধরিলি দ্রুপদসুতা চুলে ॥
সেইক্ষণে আয়ুশেষ তোমা সবাকার।
কুটি কুটি করি সবে করিব সংহার ॥
হের দেখ যমদণ্ড মোর দুই ভুজ।
শচীপতি না জীয়ে পড়িলে ইতি মাঝ ॥
পর্ব্বত করিব চূর্ণ তোমা গণি কিসে।
নির্ম্মূল করিতে পারি চক্ষুর নিমিষে ॥
ধর্ম্মপাশে বদ্ধ এই ধর্ম্মের নন্দন।
তেঁই মূঢ়মতিগণ জীয়ে এতক্ষণ ॥
আর তাহে পুনঃ পুনঃ অর্জ্জুন নিবারে।
এখনি দেখাই যদি রাজা আজ্ঞা করে ॥
সিংহ যেন ক্ষুদ্র মৃগে করয়ে সংহার।
তেমনি নাশিব ধৃতরাষ্ট্রের কুমার ॥
কহিতে কহিতে ভীম ক্রোধে কম্পে কায়।
নয়নে সঘনে অগ্নিকণা বাহিরায় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর মধুর বলে বাণী।
সকল সম্ভবে তোমা ক্ষম বীরমণি ॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে ভবসিন্ধু তরি ॥

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গে ভীমের প্রতিজ্ঞা

বৃকোদর বীর যবে নিঃশব্দ হইল।
কৃষ্ণা প্রতি কর্ণ বীর কহিতে লাগিল ॥
তিনজন ধনের উপরে প্রভু নহে।
সেবক রমণী শিষ্য শাস্ত্রে হেন কহে ॥
দাস হৈল যুধিষ্ঠির তুই ভার্য্যা তার।
দাসভার্য্যা দাসী হয় জানয়ে সংসার ॥
দাসী হৈলে দাসী কর্ম্ম কর যথোচিত।
ধৃতরাষ্ট্র গৃহেতে প্রবেশহ ত্বরিত ॥
তোর প্রভু হৈল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ।
তোর অধিকারী নহে পাণ্ডুর নন্দন ॥
যারে তোর ইচ্ছা হয় ভজহ তাহারে।
পাণ্ডবেরা আর তোরে নিবারিতে নারে ॥
বৃকোদর শুনিল কর্ণের কটুত্তর।
নিশ্বাস ছাড়িয়া সে কচালে করে কর ॥
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন রক্ত কুমুদিনী।
কর্ণ পানে চাহি যেন গর্জ্জে কাদম্বিনী ॥
ওরে মূঢ় যে উত্তর করিলি মুখেতে।
ইহার উচিত ফল আছে মম হাতে ॥
ধর্ম্মপাশে বদ্ধ এই ধর্ম্ম অধিকারী।
সে কারণে তোরে আমি বলিবারে নারি ॥
যুধিষ্ঠির প্রতি বলে কৌরব প্রধান।
তুমি কেন নাহি কর ইহার বিধান ॥
চারি ভাই তোমার বাক্যেতে তারা স্থিত।
আপনি বলহ কৃষ্ণা জিতা কি অজিত ॥
যুধিষ্ঠির অধোমুখ শুনি সে বচন।
নয়নে বসন দিয়া ঢাকেন বদন ॥

যুধিষ্ঠিরে অধোমুখ দেখি দুর্য্যোধন ।
কর্ণ ভিতে চাহে বড় প্রফুল্ল বদন ॥
ভীমভিতে আড় আঁখি চাহে কৃষ্ণাপানে ।
আপনার উরু হইতে তুলিল বসনে ॥
গজশুণ্ড সদৃশ উলট রম্ভাতরু ।
সকল লক্ষণযুক্ত বজ্রবৎ উরু ॥
মদগর্ব্বে দুর্য্যোধন কৃষ্ণারে দেখায় ।
দেখি বৃকোদর বীর ক্রোধে কম্পকায় ॥
ভীম বলে যত আছ শুন সভাজনে ।
এইরূপ দুষ্টকর্ম্ম দেখিলা নয়নে ॥
যেই উরু দেখাইল সভার ভিতর ।
ভারত কুলের পশু নির্লজ্জ পামর ॥
বজ্র সম প্রহার করিয়া গদাঘাত ।
রণমধ্যে উরু ভাঙ্গি করিব নিপাত ॥
করিলাম এ প্রতিজ্ঞা না করিব যবে ।
পিতৃ পিতামহ গতি নাহি পান তবে ॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি কম্পিত আকার ।
সভাতে বিদুর তবে কহে আরবার ॥
আমি দেখি কুরুকুল রক্ষা নাহি আর ।
ভীম ক্রোধসিন্ধু হৈতে নাহিক নিস্তার ॥

দ্রৌপদীর প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের বরদান ।

কান্দে যাজ্ঞসেনী, তিতিল অবনী,
নয়নের নীর ধারে ।
চৌদিকে যত, কৌরব উন্মত্ত,
নানা উপহাস করে ॥
সেই সময়, অন্ধের আলয়,
নানা অমঙ্গল দেখি ।
মহাঘোর ধ্বনি, বায়স শকুনি,
ডাকয়ে পেচক পাখী ॥
গৃহে অগ্নি হয়, শুনি শিবাচয়,
প্রবেশ করিয়া ডাকে ।
ভাঙ্গে রথধ্বজ, পড়ি মরে গজ,
হাহাকার রব লোকে ॥
অকস্মাৎ ঘর, দহে বৈশ্বানর,
প্রলয় হইল ধূমে ।
বহে তপ্ত বাত, সঘনে নির্ঘাত,
প্রলয়ের যেন যমে ॥
বিহনে মিহির, বরিষে রুধির,
সদা ক্ষিতি কম্পমান ।
দেউল প্রাচীর, যাবত মন্দির,
ভাঙ্গি পড়ে স্থানে স্থান ॥
দেখি বিপরীত, চিত্ত উচাটিত,
ধর্ম্ম ভীত বৃদ্ধজন ।
ভীষ্ম দ্রোণ ক্ষত্তা, সুবল দুহিতা,
অন্ধে কৈল নিবেদন ॥
শুনি কুরুরায়, অন্তকাল প্রায়,
নিকট হইল দেখি ।
অতি অকুশল, অলক্ষ্মী কেবল,
তোমার গৃহেতে দেখি ॥
তোমার নন্দন, দুষ্ট আচরণ,
দুর্য্যোধন বহু কৈল ।
দ্রুপদ দুহিতা, সতী পতিব্রতা,
সভামাঝে আনাইল ॥
যতেক করিল, দ্রৌপদী সহিল,
সবাকার উপরোধ ।
শীঘ্র কর রায়, ইহার উপায়,
যাবৎ না হয় ক্রোধ ॥
শুনি অন্ধ বীর, হইল অস্থির,
আনাইল যাজ্ঞসেনী ।
মধুর সম্ভাষে, বহু প্রীতি ভাষে,
কহে অন্ধ নৃপমণি ॥
বধূগণ মধ্যে, তোমা গণি সাধ্বে,
শ্রেষ্ঠা সুশীলা সুব্রতা ।
তোমার চরিত্র, পরম পবিত্র,
ত্রিজগতে হৈল খ্যাতা ॥
দেখ বধূ মোকে, কর্ম্মের বিপাকে,
কু-পুত্রগণ পাইল ।
লোকে অপকীর্ত্তি, জগতে দুর্কীর্ত্তি,
সব পুত্র হৈতে হৈল ॥
দিল বহু দুঃখ, দেখি মম মুখ,
ক্ষমহ দ্রুপদসুতা ।

তুমি না ক্ষমিলে, আমি দুঃখ পেলে,
পশ্চাতে পাইবে ব্যথা ॥
দূর কর রোষ, হইয়া সন্তোষ,
মাগ বর মম স্থানে।
মাগ মাগ বর, ক্ষম কটুত্তর,
হ'য়ে প্রসন্নবদনে ॥
শুনিয়া সুন্দরী, করযোড় করি,
বর মাগিল তখন।
পাণ্ডবের গতি, ধর্ম্ম নরপতি,
দাসত্ব কর মোচন ॥
ধর্ম্ম মহারাজ, হয় ক্ষিতিমাঝ,
দাস বলি ক্ষিতিতলে।
আমার নন্দনে, যেন শিশুগণে,
দাসসুত নাহি বলে ॥
তথাস্তু বলিয়া, সানন্দ হইয়া,
পুনঃ বলে মাগ বর।
নহে এক বর, তব যোগ্যতর,
তুমি মাগ অন্য বর ॥
দ্রৌপদী বলিল, কৃপা যদি হৈল,
মাগি যে তোমার পায়।
সশস্ত্র বাহন, আর চারিজন,
মুক্ত করহ সবায় ॥
বলে কুরুপতি, মাগ গুণবতী,
যেই লয় মনে তব।
তুমি কুলাশ্রয়, মম ভাগ্যোদয়,
যে বর মাগিবে দিব ॥
মাগহ তৃতীয়, যেই তব প্রিয়,
দিতে না করিব আন।
করি কৃতাঞ্জলি, বলয়ে পাঞ্চালী,
কর রাজা অবধান ॥
দুই বর পাই, আর নাহি চাই,
লোভ না জন্মাও মোরে।
জ্ঞানী-জন-স্থান, শুনেছি বিধান,
তাহা কহি যে তোমারে ॥
বৈশ্য মাগিবেক, সবে বর এক,
ক্ষত্র লবে দুই বর।
দ্বিজের কুমার, লবে তিনবার,
শাস্ত্রে কহে মুনিবর ॥
করি যোড়পাণি, বলে যাজ্ঞসেনী,
শুন আমার বচন।
মুক্ত হই তবে, পুণ্য থাকে যবে,
পুনঃ অর্জ্জিবেক ধন ॥
দ্রৌপদী বচন, শুনিয়া রাজন,
প্রশংসি প্রমাণ কৈল।
পাণ্ডুর নন্দন, দাসত্ব মোচন,
শুনি সবে তুষ্ট হৈল ॥
ভারত কবিতা, মহাপুণ্য কথা,
প্রচার হৈল সংসারে।
কাশীদাস কয়, নাহিক সংশয়,
শ্রবণে বিপদ তরে ॥

যুধিষ্ঠিরাদির দাসত্ব মোচন।

দাসত্বে মুক্ত হইলেন পঞ্চ সহোদর।
হাসি কর্ণবীর বলে সভার ভিতর ॥
নাহি দেখি নাহি শুনি লোকের বদনে।
স্ত্রী হইতে স্বামী মুক্ত হয়েছে কখনে ॥
ভার্য্যা হৈতে যেই তরে পুরুষ হইয়া।
লোকে বলে তাহারে কাপুরুষ বলিয়া ॥
মহাসিন্ধু মধ্যেতে তরণী ডুবেছিল।
এ মহাবিপদ হৈতে কৃষ্ণা উদ্ধারিল ॥
সংসারের মধ্যে ভার্য্যা শ্রেষ্ঠ সখা গণি।
সর্ব্বসুখ হীন নর বিহীন রমণী ॥
বিবাহ মাত্রেতে লোক গৃহস্থ বলায়।
নানা ধন উপার্জ্জয়ে ভার্য্যার সহায় ॥
দান যজ্ঞ ব্রত করে সহায় যাহার।
পুত্র জন্মাইয়া করে বংশের উদ্ধার ॥
পতিত কুপিত হয় কর্ম্ম অনুসারে।
জ্ঞাতিগণ ছাড়ে, ভার্য্যা ছাড়িবারে নারে।
ইহকালে ভার্য্যা হৈতে বঞ্চে বহু সুখে।
মরণে সহায় হ'য়ে তারে পরলোকে ॥
পরলোকে তারে ভার্য্যা কহে হেন নীত।
এ লোকে তারিতে কেন নহে সমুচিত ॥

আরে মূঢ় পাণ্ডুপুত্র হেন অভাজন।
সমুদ্রেতে ডুবেছিল যেন হীন জন॥
তোমা বিনা নির্লজ্জ কে আছে এ সংসারে।
কপটে জিনিয়া হীন বলিবারে পারে॥
বৈদের এ কথা তোরে কহিতে যুয়ায়।
ভার্য্যার ঈদৃশাবস্থা করিলি সভায়॥
শুনিয়া বলেন পার্থ বিনয় বচন।
হীন সহ বাকযুদ্ধে নাহি প্রয়োজন॥
হীনজন বচন শুনিয়া না শুনিবে।
হীনজন বচনে উত্তর নাহি দিবে॥
হীনজন সূতপুত্র এই দুরাচার।
উহা সহ সম্বন্ধ না শোভে তোমার॥
ভীম বলে ধনঞ্জয় আছয়ে কি লোকে।
পুত্রবতী ভার্য্যার এ দশা চক্ষে দেখে॥
ঈদৃশ বচন কহিবেক হীনজনে।
দেহভুজভার তবে বহে অকারণে॥
ধর্ম্ম পাশে মুক্ত হইলেন ধর্ম্মরাজ।
শত্রুগণ সংহারিতে কেন কর ব্যাজ॥
আজি সব শত্রুগণ করিব সংহার।
একত্র আছয়ে যত শত্রু যে আমার॥
যে কিছু করিল চক্ষে দেখিলা সে সব।
ইহা হৈতে আর কিবা আছে পরাভব॥
বাক্যাড়ম্বরাতে ভাই নাহি প্রয়োজন।
উঠ ভাই সব, শত্রু করিব নিধন॥
কহিতে কহিতে ভীম ক্রোধে কম্পে অঙ্গ।
দীপ্ত অনল যেন নয়ন তরঙ্গ॥
নয়ন-তরঙ্গ হৈতে অগ্নি বাহিরায়।
ভীমের মূর্ত্তি যুগান্তের যম প্রায়॥
ভীম আজ্ঞাতে উঠিলেন তিনজন।
ধনঞ্জয় আর দুই মাদ্রীর নন্দন॥
সম্মুখে দেখিল ভীম লোহার মুদ্গর।
ধরিয়া লইতে যায় বীর বৃকোদর॥
দেখিয়া বিনয় বন্ধ ধর্ম্মের নন্দন।
দুই হস্ত তুলি ভীমে করেন বারণ॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা ভীম লঙ্ঘিতে না পারে।
ক্রোধ নিবারিল তবে চারি সহোদরে॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশী কহে শুনিলে জন্ময়ে দিব্যজ্ঞান॥

পাণ্ডবের নিজ রাজ্যে গমন।

তবে ধর্ম্ম নৃপতি জ্যেষ্ঠতাত আগে।
সবিনয় পূর্ব্বক কহেন করযুগে॥
আজ্ঞা কর তাত কি করিব আমা সব।
তোমার শাসনে সদা বঞ্চয়ে পাণ্ডব॥
শুনিয়া কৌরবপতি অন্তরে লজ্জিত।
শান্ত কৈল যুধিষ্ঠিরে করি বহু প্রীত॥
সাধুজন শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত।
তোমারে কি বুঝাইব জান সব নীত॥
সাধুজন কর্ম্ম কভু দ্বন্দ্বে না প্রবেশে।
নিজগুণ নাহি ধরে পরগুণ ঘোষে॥
গুণাগুণ কহে যেই সে হয় মধ্যম।
সদা অগ্নিগুণ কহে সেই সে অধম॥
বংশের তিলক তুমি কুরুকুলনাথ।
দুর্য্যোধনে যত দোষ ক্ষমা কর তাত॥
আমা আর গান্ধারীর দেখিয়া বদন।
সব ক্ষম যত দুঃখ দিল দুষ্টগণ॥
কুরুকুল শ্রেষ্ঠ তুমি পরম ভাজন।
বালকের যত দোষ কর সম্বরণ॥
যে দ্যূত করিল পূর্ব্বে কেহ নাহি করে।
পুত্র বলাবল মিত্রামিত্র বুঝিবারে॥
ভালমতে তোমারে জানিনু এতদিনে।
কি শোক কৌরবকুলে তোমার পালনে॥
ভীমার্জ্জুন রক্ষা আর ক্ষত্তার মন্ত্রণা।
দ্রৌপদী সতীর গুণ না হয় বর্ণনা॥
আমার ভারত বংশ করিল উজ্জ্বল।
যার কীর্ত্তি ঘুষিবেক ত্রৈলোক্যমণ্ডল॥
যাও তাত নিজ রাজ্য কর অধিকার।
পালহ আপন দেশ প্রজা পরিবার॥
এত বলি পঞ্চজনে করিল মেলানি।
প্রণমিয়া গেলেন সহিত যাজ্ঞসেনী॥
সভাপর্ব্ব সুধারস ব্যাস বিরচিত।
শুনিলে অধম খণ্ডে পরলোক হিত॥

ধৃতরাষ্ট্র স্থানে দুর্য্যোধনের বিষাদ।

শুনি জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন মুনিবরে।
কহ শুনি কি প্রসঙ্গ হৈল তদন্তরে॥
কেন বনে চলিলেন পিতামহগণ।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় কহ তপোধন॥
মুনি বলে পঞ্চ ভাই ইন্দ্রপ্রস্থে গেলে।
করযোড়ে দুঃশাসন দুর্য্যোধনে বলে॥
যতেক করিলা সব বৃদ্ধ বিনাশিল।
যে সব জিনিলা তারে পুনঃ তাহা দিল॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন রাধেয় শকুনি।
অতি শীঘ্র গেল যথা অন্ধ নৃপমণি॥
দুর্য্যোধন বলে তাত অনর্থ করিলা।
বন্দী করি দুষ্ট সিংহ পুনঃ ছাড়ি দিলা॥
বৃহস্পতি ইন্দ্রকে যে কহিলেন নীত।
তুমি কি না জান তাহা তোমাতে বিদিত॥
যেমতে পারিবে শত্রু করিবে নিধন।
ছলে বলে শত্রুকে না ক্ষমি কদাচন॥
পাণ্ডব হইতে জিনিলাম যত ধন।
বাহুড়িয়া দেহ তারে কিসের কারণ॥
স্নেহ করি পুনঃ সব তুমি দিলা তারে।
এখন কি পাণ্ডুপুত্র ক্ষমিবে আমারে॥
ক্রোধে সর্পবৎ হয় পাণ্ডু-পুত্রগণ।
যত কহিলাম না ক্ষমিবে কদাচন॥
সকল ক্ষমিবে তাত তোমার পীরিতে।
দ্রৌপদীর কষ্ট না ক্ষমিবে কদাচিতে॥
সৈন্য সাজিবারে তারা গেল নিজদেশ।
যুদ্ধ হেতু আসিবেক করি সমাবেশ॥
সশস্ত্রে থাকিলে রথে পাণ্ডুরপুত্রগণ।
জিনিতে না হবে শক্ত এ তিন ভুবন॥
আর শুন তাত যবে মুক্ত হ'য়ে যায়।
মুহুর্মুহু পার্থ বীর গাণ্ডীব দেখায়॥
দক্ষিণ বামেতে দুই তূণ ঘন দেখে।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে হস্ত দিয়া নাকে॥
অতিশয় গর্জ্জিয়া যাইছে বৃকোদর।
ঘন গদা লোফয়ে কচালে করে কর॥
স্নেহেতে ভুলিয়া তাত করিলা কি কায।
মোর ক্লেশ হেতু স্বয়ং হৈলা মহারাজ॥
শুনিয়া অস্থির হৈল চিত্তে কুরুরায়।
অন্ধ বলে কি হইবে কি করি উপায়॥
দুর্য্যোধন বলে তাত আছয়ে উপায়।
পুনঃ পাশা প্রবর্ত্তিয়া করহ নির্ণয়॥
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর যাবে বন।
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিবে এই পণ॥
বৎসর অজ্ঞাত বাস মধ্যে জ্ঞাত হয়।
পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত নিশ্চয়॥
ত্রয়োদশ বৎসর পাণ্ডব গেলে বনে।
পৃথিবীর যত রাজা করিব আপনে॥
ইহা বিনা উপায় নাহিক মহাশয়।
আজ্ঞা কর আনিবারে পাণ্ডুর তনয়॥
শুনি অন্ধ আজ্ঞা দিল প্রতিকামী প্রতি।
যাও শীঘ্র ফিরি আন ধর্ম্ম নরপতি॥
পথে কিবা ইন্দ্রপ্রস্থে যথায় ভেটিবে।
মম আজ্ঞা বলি পুনঃ আনহ পাণ্ডবে॥
এত শুনি বলে দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
বাহ্লীক বিদুর মন্ত্রী বিকর্ণাদি যত॥
একে একে পুনঃ পুনঃ সবাই কহিল।
পুত্রবশ হ'য়ে রাজা শুনি না শুনিল॥
কার' বাক্য না শুনিল কুরু অধিকারী।
কহিতে লাগিল তবে গান্ধারী সুন্দরী॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

পুনঃ পাশা খেলারম্ভ।

গান্ধারী কহিছে রাজা কর অবধান।
শিশুর বচনে কেন হও হতজ্ঞান॥
যখন জন্মিল এই দুষ্ট দুর্য্যোধন।
বিপরীত শব্দেতে কম্পিত সর্ব্বজন॥
বিদুর বলিল এরে করহ সংহার।
ইহা মারি রাখ রাজা বংশ আপনার॥
এ পাপিষ্ঠ-স্নেহে না শুনিলা ক্ষত্তাবাণী
সেই কাল উপস্থিত হৈল নৃপমণি॥

সর্ব্বনাশ হেতু রাজা ইহার বিচার।
পুত্ররূপে আছে সব করিতে সংহার॥
ইহার বচন না শুনিও কদাচন।
নিরস্ত হইল অগ্নি না জ্বাল এখন॥
বৃদ্ধ হ'য়ে তুমি কেন হও অন্যমতি।
আপনি জানহ তুমি দুষ্টের প্রকৃতি॥
এখন ত্যজহ কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন।
ইহা ত্যজি নিজ বংশ রাখহ রাজন॥
মম বাক্য না শুনি ইহার বশ হবে।
আপনি আপন বংশ সকল মজাবে॥
ধনে বংশে বৃদ্ধি হইয়াছে হে রাজন।
সর্ব্বনাশ কর প্রভু কিসের কারণ॥
সম্প্রতি সুখের হেতু কর হেন কায।
পশ্চাতে কি হবে নাহি গণ মহারাজ॥
অধর্ম্মে অর্জ্জিত লক্ষ্মী সমূলেতে যায়।
মহাদুঃখ পায় প্রভু দুষ্টের আশ্রয়॥
চরণে ধরিয়া প্রভু কহি যে তোমারে।
পুনঃ আজ্ঞা না হয় আনিতে পাণ্ডবেরে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন সুবল-নন্দিনী।
আমারে কি বুঝহ সকল আমি জানি॥
কুরু অন্তকাল জানি হইল নিশ্চয়।
আমার শক্তিতে দ্যূতে নিবৃত্ত না হয়॥
ভাগ্যে আছে তাহা হৌক দৈবের লিখন।
আসিয়া খেলুক পুনঃ পাণ্ডুর নন্দন॥
আজ্ঞা পেয়ে প্রতিকামী গেল ততক্ষণ।
পথেতে ভেটিল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন॥
যুধিষ্ঠিরে প্রতিকামী কহে যোড়হাতে।
জ্যেষ্ঠতাত আজ্ঞা তব ফিরিয়া যাইতে॥
পুনঃ পাশা খেলাইতে বলে কুরুবীর।
শুনিয়া বিস্মিত হইলেন যুধিষ্ঠির॥
ধর্ম্ম বলে দৈববশ শুন ভ্রাতৃগণ।
মম শক্তি নাহি লঙ্ঘি অন্ধের বচন॥
বিশেষ আমার ধর্ম্ম জান ভ্রাতৃগণ।
আহ্বানিলে দ্যূতে যুদ্ধে না ফিরি কখন॥
চল সর্ব্ব ভ্রাতৃগণ যাইব নিশ্চয়।
বংশক্ষয় কাল বিধি করিল নির্ণয়॥

এত বলি ভ্রাতৃগণ লইয়া সংহতি।
পুনঃ আসি সভাতে বৈসেন নরপতি॥
শকুনি বলিল দেখ ধর্ম্মের নন্দন।
অন্ধরাজ আজ্ঞা করে খেল করি পণ॥
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর বনে যাবে।
অজ্ঞাত বৎসর এক গুপ্তবেশে রবে॥
অজ্ঞাত বৎসর মধ্যে ব্যক্তি যদি হয়।
পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত উভয়॥
ত্রয়োদশ বৎসর হইবে যদি পার।
পুনরপি লইবেক রাজ্য যে যাহার॥
এইত নিয়ম করি দ্যূত আরম্ভিল।
যতেক সুহৃদগণ বারণ করিল॥
যুধিষ্ঠির বলেন বারণ কি কারণে।
সম্মত না হবে কেন আমা হেন জনে॥
এতেক আহ্বান আর গুরুর আদেশ।
ধার্ম্মিক না ছাড়ে যদি ধর্ম্ম হয় ক্লেশ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির দ্যূত আরম্ভিল।
দৈবের নির্ব্বন্ধ দেখ শকুনি জিনিল॥

কৌরবগণে পাণ্ডবদিগের প্রতিজ্ঞা।

বিলম্ব না করিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
সেইক্ষণে করিলেন অরণ্যেতে গতি॥
বসন ভূষণ আদি সকল ত্যজিয়া।
মুনিবেশ ধরিলেন বাকল পরিয়া॥
হেনকালে দুঃশাসন উপহাস ছলে।
সভামধ্যে দ্রুপদকন্যার প্রতি বলে॥
মূর্খ রাজা যাজ্ঞসেন কি কর্ম্ম করিল।
দ্রৌপদী এমন কন্যা ক্লীবে সমর্পিল॥
শুন ওহে যাজ্ঞসেনি মম বাক্য ধর।
কোথা দুঃখ পাবে গিয়া কাননের ভিতর॥
এই কুরুজন মধ্যে যারে মনে লয়।
তাহারে ভজিয়া সুখে থাকহ আলয়॥
এইরূপে পুনঃ পুনঃ বলিল অপার।
গর্জ্জিয়া নেউটি কহে পবনকুমার॥
রে দুষ্ট নিকট-মৃত্যু জানিলি আপন।
সেই হেতু কহিলি এমত কুবচন॥

এ সব বচন আমি করাব স্মরণ।
রণমধ্যে আমি তোরে পাইব যখন ॥
নখেতে শরীর তোর করিব বিদার।
নির্ম্মূল করিব সখা যতেক তোমার ॥
শত সহোদর সহ লোটাইব ক্ষিতি।
ইহা না করিলে যেন না পাই সদ্গতি ॥
এতেক কহিয়া তবে যায় বৃকোদর।
সিংহাসন হইতে উঠিল কুরুবর ॥
সেইরূপে চলি যায় পবন নন্দন।
সেইরূপে হাসিয়া চলিল দুর্য্যোধন ॥
উলটিয়া বৃকোদর পাছু পানে চায়।
উপহাস জানিয়া ক্রোধেতে কম্প কায় ॥
রে দুষ্ট উচিত ফল পাইবি ইহার।
সে কালে এ সব কথা স্মরাব তোমার ॥
গদ দিয়া এইরূপে তোমার মস্তকে।
চলিয়া যাইবার কালে স্মরাব তোমাকে ॥
তোরে সংহারিব তোর যত বন্ধু সখা।
শত ভাই তোমার মারিব আমি একা ॥
এত বলি বৃকোদর নিঃশব্দেতে রয়।
সভামধ্যে ডাকিয়া বলেন ধনঞ্জয় ॥
যতেক প্রতিজ্ঞা কর সব অকারণ।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি নহে রণ ॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি পাই রণ।
তবেত তোমার আজ্ঞা করিব পালন ॥
কর্ণেরে মারিব যেন পতঙ্গের মত।
সহায় সম্বন্ধী তার হবে আর যত ॥
হিমাদ্রি টলিবে, সূর্য্য ত্যজিবে কিরণ।
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে লঙ্ঘন ॥
শুন সব রাজগণ আছ সভাস্থলে।
আজি হৈতে ত্রয়োদশ বৎসরান্ত কালে ॥
কৌতুক দেখিবে সবে যুদ্ধ হয় যদি।
কৌরবের শোণিতে পূরাব নদনদী ॥
কদাচিত দিব্যজ্ঞান জন্মে দুর্য্যোধনে।
বিনত হইয়া পড়ে ধর্ম্মের চরণে ॥
তবে ত প্রতিজ্ঞা যত সকল বিফল।
আনন্দে বঞ্চিবে তবে কৌরব সকল ॥

তবে সহদেব কহে চাহিয়া শকুনি।
রে দুষ্ট গান্ধার পুত্র শুন এক বাণী ॥
কপটেতে পাশা তুই করিলি রচন।
পাশা নহে প্রহারিলি তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ ॥
ভীমের আদেশ মম নহিবে লঙ্ঘন।
অবশ্য আমার হাতে তোমার নিধন ॥
হেনকালে নকুল বলয়ে সভাস্থলে।
এবে মন দিয়া শুন নৃপতি সকলে ॥
ধর্ম্মপুত্র-আজ্ঞা আর কৃষ্ণার সম্মতি।
নিঃশেষ করিব কুরুসৈন্য সেনাপতি ॥
এত বলি চলিলেন পাণ্ডুপুত্রগণ।
ধৃতরাষ্ট্র স্থানে যায় বিদায় কারণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
শুনিলে নিষ্পাপ হয় জন্মে দিব্যজ্ঞান ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ ॥

পাণ্ডবদিগের বনে গমনোদ্যোগ।

বিনয় করিয়া কহিছেন ধর্ম্মরায়।
ধৃতরাষ্ট্র আদি যত ছিলেন সভায় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর সঞ্জয়।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা পৃষত-তনয়।
একে একে সবাকারে বলে ধর্ম্মরায়।
আজ্ঞা কর বনে যাই মাগি যে বিদায় ॥
লজ্জায় মলিন সবে মাথা না তুলিল।
মনে মনে সর্ব্বজন কল্যাণ করিল ॥
বিদুর কহেন তবে সজল নয়নে।
খণ্ডাইতে কেবা পারে দৈব নির্ব্বন্ধনে ॥
কতদিন কষ্টভোগ করহ কাননে।
কুন্তীরে রাখিয়া যাও আমার ভবনে ॥
একে বৃদ্ধা আর তাহে রাজার কুমারী।
যোগ্য নহে কুন্তী এবে হবে বনচারী ॥
ধর্ম্ম বলিলেন তুমি জনক সমান।
তব আজ্ঞা কুরুকুলে কে করিবে আন ॥
বিশেষ পাণ্ডুর গুরু জানে সর্ব্বজন।
মম শক্তি নহে তাহা করিতে হেলন ॥

থাকুন জননী তাত তোমার আলয়।
আর কি করিবে আজ্ঞা কর মহাশয়॥
বিদুর বলেন তুমি সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞাতা।
অধর্ম্মে হইল জিত না ভাবিহ ব্যথা॥
পরম সঙ্কটে যেন ধর্ম্মচ্যুত নহে।
এই উপদেশ মম যেন মনে রহে॥
কল্যাণে আইস সত্য করিয়া পালন।
পুনঃ তোমা দেখি যেন যুড়ায় নয়ন॥
এত বলি বিদুর হইল শোকাকুল।
বনে যেতে পঞ্চ ভাই হ'লেন আকুল॥
জটাবল্ক পঞ্চভাই করেন ভূষণ।
তবেত দ্রৌপদী দেবী দেখি স্বামিগণ॥
ত্যজিল ভূষণ বস্ত্র পিন্ধন সকল।
লম্বিত কোমল কেশ পিন্ধন বাকল॥
রাজ্য ত্যজি অরণ্যেতে যায় ধর্ম্মরায়।
হস্তিনার লোক শুনি স্ত্রী পুরুষে ধায়॥
পাণ্ডবের বেশ দেখি কান্দে সর্ব্বজন।
বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে যতেক স্ত্রীগণ॥
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে দ্বিজগণ।
আমা সবাকারে কেবা করিবে পালন॥
নগর পূরিল সে রোদন কোলাহলে।
হস্তিনা কর্দ্দম হৈল নয়নের জলে॥
পঞ্চপুত্র বনে যায় বধূ গুণবতী।
বার্ত্তা শুনি কুন্তীদেবী আসে শীঘ্রগতি॥
দূর হৈতে দেখি কুন্তী তনয় সকলে।
মূর্চ্ছিত হইয়া দেবী পড়িল ভূতলে॥
মুকুলিত কেশভার গলিত বসন।
শিরে করাঘাত করি করয়ে রোদন॥
বধূর দেখিয়া বেশ হইল বাতুলা।
দাণ্ডাইয়া রহে যেন চিত্রের পুতলী॥
ক্ষণেক রহিয়া কহে গদগদ ভাষে।
সভাপর্ব্ব সুধারস গায় কাশীদাসে॥

দ্রৌপদীর বেশ দেখিয়া কুন্তীর বিষাদ।

মনে হয় দুঃখ, পূর্ণচন্দ্র মুখ,
কি হেতু মলিন দেখি।
অম্লান অধর, দিল যে কিন্নর
বাকল তাহা উপেক্ষি॥
মাণিক মঞ্জরী, হার শতেশ্বরী
তোমার হৃদয়ে সাজে।
ছিল অনুরাগ, তাহা কৈলে ত্যাগ
দিল যে রাক্ষস-রাজে॥
যুগল কঙ্কণ, অমূল্য রতন
করেতে সাজিতে ছিল।
কাড়ি নিল কেবা, নাহি দেখি সেবা
যক্ষপতি যাহা দিল॥
অতুল অঙ্গুরী, দিল যে তাহারি
অনেক যতন করি।
তেঁই নাহি সাজে, দিলা কোন দ্বিজে
কি বলিব সে মাধুরী॥
যাক পাছে সর্ব্ব, কোন ছার দ্রব্য
তোমার আপদ লৈয়া।
বিরস বদন, সজল নয়ন
দেখিয়া বিদরে হিয়া॥
হরে মম ক্ষুধা, তোমার সে সুধা
বচনে কেবল মধু।
তুলি অধোমুখ, খণ্ড মম দুঃখ
কহ শুনি প্রাণবধূ॥
হেন লয় চিতে, স্বামিগণ প্রীতে
কৈলা বধূ হেন বেশ।
দুঃশাসন দোষে, কৌরব বিনাশে
মুক্ত কৈলা প্রায় কেশ॥
ধন্য তব ক্ষমা ক্ষিতি নহে সমা
দ্বন্দ্ব না করিলা ক্রোধে।
নিন্দজীবী সব, সুবল সম্ভব
তেঁই কৈলা উপরোধে॥
না করহ মান, ভাবি নহে আন
ধাতা নারে খণ্ডিবারে।
পাল সত্যধর্ম্ম, কর সাধুকর্ম্ম
ধর্ম্ম রাখে ধার্ম্মিকেরে॥
তুমি সত্য জিতা, সতী পতিব্রতা
আমি কি করাব শিক্ষা।

স্বামিগণ, যাইতেছ বন,
আমি মাগি এক ভিক্ষা ॥
জ্যেষ্ঠ নন্দন, আমার জীবন,
তুমি জান ভালমতে।
ছোট বালক, বনে মহাদুঃখ,
সদা দেখিবা স্নেহেতে ॥
তোমার দেহ, প্রাণাধিক স্নেহ,
আপনি করিবা তুমি।
কুন্তী ইহা বলি, যেমন বাতুলী,
মূর্চ্ছিতা পড়িলা ভূমি ॥
বিচিত্র সঙ্গীত, শ্রবণে অমৃত,
পাণ্ডবের বনবাস।
কাশীদাস কহে, পূর্ব্ব পাপ দহে,
পুরাণে কহিল ব্যাস ॥

পাণ্ডবদের বন প্রস্থান ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন।

শাশুড়ীর দুঃখ দেখি দ্রৌপদী কাতর।
চেতন করি কহে যুড়ি দুই কর ॥
উঠ উঠ মহাদেবি না বাড়াও শোক।
কর্ম্ম করি শোচনা না করে জ্ঞানীলোক ॥
আজ্ঞা কর বনে যাব সহ স্বামিগণ।
যে আজ্ঞা করিবা তুমি করিব পালন ॥
এত বলি স্বামী সহ চলে বনবাস।
চক্ষু অশ্রুজল বহে মুক্ত কেশপাশ ॥
পাছু পাছু ধায় তবে ভোজের নন্দিনী।
পুত্রগণ দেখি দেবী হৃদে হানে পাণি ॥
হেটমুণ্ডে দাণ্ডাইল পঞ্চ সহোদর।
চতুর্দ্দিকে হাসে যত কৌরব-কোঙর ॥
রোদন করয়ে যত সুহৃদ সুজন।
পঞ্চ ভাই বিবর্জ্জিত বস্ত্র আভরণ ॥
দেখিয়া পড়িল শোক-সাগর অগাধে।
অশ্রুজলে পরিপূর্ণ কহে গদগদে ॥
ধর্ম্মপ্রতি নিষ্পাপী সত্যাচারী যে উদার।
তার হেন দেখি বিধি এ কোন্ বিচার ॥
তোমা সবাকার কিছু না দেখি অধর্ম্ম।
জানি বুঝি এই পাপ মম গর্ব্ভে জন্ম ॥

অভাগিনী পাপী আমি জনম দুঃখিনী।
মম দোষে এত দুঃখ মনে অনুমানি ॥
তেজে বীর্য্যে বুদ্ধে ধর্ম্মে কেহ নহে ন্যূন।
ত্রিজগৎ খ্যাত যেই পুত্র সর্ব্বগুণ ॥
হেন বীর্য্যবন্তে বৈরী বেড়ি চারিপাশে।
রাজ্যধন লইয়া পাঠায় বনবাসে ॥
পূর্ব্বে যদি জানিতাম এ সব বারতা।
শতশৃঙ্গ হইতে কি আসিতাম হেথা ॥
বড় ভাগ্যবান পাণ্ডু স্বর্গবাসে গেল।
পুত্রগণ এত দুঃখ চক্ষে না দেখিল ॥
সঙ্গে গেল ভাগ্যবতী মদ্রের নন্দিনী।
আমি না গেলাম সঙ্গে অধমা পাপিনী ॥
তাহার সদৃশ তপ আমি না করিনু।
পাপ হেতু কষ্ট আমি ভুঞ্জিতে রহিনু ॥
লোভেতে রহিনু পুত্রগণেরে পালিতে।
তাহার উচিত হৈল এ দুঃখ দেখিতে ॥
হে পুত্র আমারে ছাড়ি না যাহ কাননে।
কৃষ্ণা তুমি আমা ছাড়ি বঞ্চিবে কেমনে ॥
বিধি মোরে বান্ধিলা এ দুঃখের নিগড়ে।
সেই হেতু পাপ আয়ু আমারে না ছাড়ে ॥
হায় পাণ্ডু মহারাজ ছাড়িলা আমারে।
অনাথ করিয়া সাধু সুপুত্রগণেরে ॥
ওরে পুত্র সহদেব ফিরি চাহ মোরে।
কেরূপে আমার মায়া ছাড়িলে অন্তরে ॥
তিলেক না বাঁচি তোমা না দেখি নয়নে।
কেমনে রহিবে প্রাণ তোমার বিহনে ॥
ভাই সব যদি সত্য না পারে ছাড়িতে।
সবে যাক তুমি রহ আমার সহিতে ॥
হেনমতে কুন্তীদেবী করয়ে রোদন।
প্রবোধিয়া প্রণমিয়া যায় পঞ্চজন ॥
প্রবোধ না মানে কুন্তী যায় গোড়াইয়া।
বিদুর কহেন তারে বহু বুঝাইয়া ॥
ধরিয়া লইয়া গেল আপনার ঘরে।
কুন্তী সহ কান্দে যত নারী অন্তঃপুরে ॥
শুনিয়া হইল ব্যগ্র অন্ধ নৃপমণি।
শীঘ্রগতি বিদুরেরে ডাকাইয়া আনি ॥

ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন মন্ত্রি চূড়ামণি ।
নগরেতে মহাশব্দ ক্রন্দনের ধ্বনি ॥
হেন বুঝি কান্দে সবে পাণ্ডব কারণ ।
কহ শুনি কিরূপেতে যায় তারা বন ॥
ক্ষত্তা বলে যুধিষ্ঠির যায় হেঁটমুখে ।
সবিষাদ চিত্তে বসনেতে মুখ ঢাকে ॥
দুই বাহু বিস্তারিয়া যায় বৃকোদর ।
অশ্রুজলে অর্জ্জুনের বহে জলধর ॥
নকুল যাইছে ছাই সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ।
সহদেব যায় মুখে কর আচ্ছাদিয়া ॥
দ্রুপদনন্দিনী যায় সবার পশ্চাতে ।
আকুলিত কেশভার কান্দিতে কান্দিতে ॥
ধৌম্য পুরোহিত সঙ্গে করে বেদধ্বনি ।
বিষাদিত চিত্ত অতি কুশমুষ্টিপাণি ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ ইহার কারণ ।
এরূপে পাণ্ডব কেন যাইতেছে বন ॥
বিদুর কহেন রাজা কহি দেহ মন ।
কপটে সর্ব্বস্ব নিল তব পুত্রগণ ॥
এমন করিল কর্ম্ম নহিল উচিত ।
সদা যুধিষ্ঠির তব পুত্রগণে প্রীত ॥
কদাচিত ভস্ম যদি হয় নেত্রানলে ।
এই হেতু হেঁটমুখে ঢাকিয়া অঞ্চলে ॥
ভীম বলে মম সম নাহিক বলিষ্ঠ ।
সংসারে যতেক বীর সকলের শ্রেষ্ঠ ॥
ইহার উচিত শাস্তি করিব আসিয়া ।
এত বলি যায় বীর ভুজ প্রসারিয়া ॥
অর্জ্জুনের অশ্রুজল বহে অনিবার ।
সেইমত বরষিয়ে অস্ত্র তীক্ষ্ণধার ॥
প্রত্যক্ষতে ভবিষ্যতে সহদেব জানে ।
বংশনাশ জানি হস্ত দিয়াছে বদনে ॥
এইমত ভস্ম আমি করিব বৈরীরে ।
সেই হেতু নকুল ভস্ম মাখিল শরীরে ॥
যাজ্ঞসেনী দেবী যায় করিয়া রোদন ।
এইমত কান্দিবেক সর্ব্ব নারীগণ ॥
কুশ হস্তে ল'য়ে যায় ধৌম্য তপোধন ।
সঙ্কল্প করিব কুরু শ্রাদ্ধের কারণ ॥

কুরুসভায় নারদ ঋষির আগমন ।

হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার তনয় ।
সভামধ্যে কহেন নারদ মহাশয় ॥
আজি হৈতে চতুর্দ্দশ বৎসর সময় ।
শ্রীকৃষ্ণ সহায়ে করিবেক কুলক্ষয় ॥
সবাই মরিবে দুর্যোধন অপরাধে ।
নিঃক্ষত্র হইবে ক্ষিতি ভীমার্জ্জুন ক্রোধে ।
এত বলি মুনিবর হৈল অন্তর্দ্ধান ।
শুনি কর্ণ দুর্য্যোধন হইল কম্পমান ॥
নারদের কথা শুনি হইল অস্থির ।
অকূল সমুদ্রে যেন ডুবিল শরীর ॥
উপায় না দেখি ইথে কি হইবে গতি ।
বিচারি শরণ নিল দ্রোণ মহামতি ॥
পাণ্ডবের ভয়ে প্রভু কম্পয়ে শরীর ।
আপনি অভয় দিলে হয় মন স্থির ॥
দ্রোণ বলে পাণ্ডুপুত্র অবধ্য আমার ।
দেব হৈতে জন্ম পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার ॥
পাণ্ডব দেবতা আমি হই যে ব্রাহ্মণ ।
ব্রাহ্মণের পূজ্য দেব জানে সর্ব্বজন ॥
তথাপি করিব আমি যতেক পারিব ।
তোমা সবাকারে আমি ত্যাগ না করিব ॥
দুর্জ্জয় পাণ্ডব সব যাইতেছে বন ।
চতুর্দ্দশ বৎসরে করিবে আগমন ॥
ক্রোধে আসিবেন তারা সবার উপর ।
নিশ্চয় দেখি যে ঘোর হইবে সমর ॥
যতেক করিলা সর্ব্ব আমার কারণ ।
নিকট হইল দেখি আমার মরণ ॥
রাজযজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন লয়েছে উৎপত্তি ।
আমার মরণ হেতু সে বিখ্যাত ক্ষিতি ॥
সেই দিন হৈতে ভয় হৈয়াছে আমার ।
দ্বন্দ্ব হ'লে পাণ্ডবের হইবে সহায় ॥
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে অবশ্য মরণ ।
বুঝি যাহে শ্রেয় হয় শীঘ্র দেহ মন ॥
তোমা সবাকার মৃত্যু হৈল সেইকালে ।
সভায় যখন কৃষ্ণা ধরিয়া আনিলে ॥

াঞ্চাল-নন্দিনী কৃষ্ণা জন্ম লক্ষ্মী-অংশে।
া যাঁরে সখীরূপে রাখে হৃষীকেশে ॥
ারে ক্লেশ কৃষ্ণ না দেবেন কদাচিত।
ক্ষমিবে পাণ্ডব দ্রৌপদী প্রবোধিত ॥
য়োদশ বৎসরান্তে রক্ষা নাহি আর।
ীমার্জ্জুন হাতে হবে সবার সংহার ॥
া কারণে তার সহ দ্বন্দ নাহি রুচে।
খনি করহ প্রীতি যদি প্রাণ বাঁচে ॥
ত শুনি ধৃতরাষ্ট্র বিদুরে কহিল।
মে মনে নাহি লয় বিপদ ঘুচিল ॥
ইক্ষণে শীঘ্রগতি করহ গমন।
উটিয়া আনহ পাণ্ডব পুত্রগণ ॥
দি তারা সত্যভঙ্গ করিবারে নারে।
াল বেশ করি যাক অরণ্য ভিতরে ॥
ত্ন আভরণ পরি রথ আরোহণে।
হেতি লইয়া যাক দাস-দাসাগণে ॥
ত শুনি সঞ্জয় বলিল ততক্ষণ।
র্ব্ব পৃথ্বী পেলে রাজা কি হেতু শোচন ॥
তরাষ্ট্র বলে মম চিত্ত নহে স্থির।
হুমত করি ধৈর্য্য না ধরে শরীর ॥
ঞ্জয় বলিল শান্ত এক্ষণে নহিবে।
খন এ সব রাজা নির্ম্মূল হইবে ॥
খন হইবে শান্ত শুনহ রাজন।
ত শত তোমারে হে বুঝাব এখন ॥
ীষ্ম দ্রোণ বিদুর কহিল বহুতর।
বু পাশা করাইলে অনর্থের ঘর ॥
েন বিপর্য্যয় কভু নাহি শুনি কাণে।
লবধূ চুলে ধরি সভামধ্যে আনে ॥
খনি কি আপনি সভায় নাহি ছিলা।
াপনার বংশ তুমি, আপনি নাশিলা ॥
তরাষ্ট্র বলে কিছু মম সাধ্য নহে।
বে যাহা করে তাহা শান্ত কিসে রহে ॥

যখন যেমন হয় বিধি তাহা করে।
কুবুদ্ধি কুপথী করি দুঃখ দেয় তারে ॥
অধর্ম্ম যে কর্ম্ম তাহা বুঝি হেন ধর্ম্ম।
অর্থ করি বুঝে নর অনর্থের কর্ম্ম ॥
ধর্ম্মহীনে কাল যায় বুঝিবারে নারে।
কুবুদ্ধি করিয়া নরে কালবুদ্ধি ধরে ॥
সেইমত কুবুদ্ধি আমারে দিল কালে।
আগু পাছু বিচার না করিলাম হেলে ॥
অযোনিসম্ভবা জন্ম কমলা অংশেতে।
তারে হেন কে করিবে সজ্ঞান থাকিতে ॥
সাধুপুত্র পাণ্ডবেরে দিলু বনবাস।
এই চারি দুষ্ট হেতু হৈল সর্ব্বনাশ ॥
অশক্ত না হয় বলে পঞ্চ সহোদর।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে চরাচর ॥
ধর্ম্মপাশে বন্দী হৈয়া মোরে বড় মানে।
সে কারণে না মারিল এই দুষ্টগণে ॥
ধিক্ ধিক্ দুর্য্যোধন ধিক শকুনিরে।
কপট পাশায় দুঃখ দিলা পাণ্ডবেরে ॥
না সহিবে পাণ্ডব এ সব অপমান।
পাপবুদ্ধে বংশ মম হৈল সমাধান ॥
কৃষ্ণ তার অনুকুল কিসের আপদ।
ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত কৈকেয় দ্রুপদ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি শিখণ্ডী আদি করি।
থাকুক অন্যের কাজ ইন্দ্র যারে ডরি ॥
এ সব সহিত রণ সম্মুখ সমরে।
কে আছে সহায় মম নিবারিতে পারে ॥
অনুক্ষণ অন্ধরাজ ভাবয়ে অন্তরে।
এ শোক-সাগরে দুষ্ট ডুবাইল মোরে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে নারি ॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে সর্ব্বজন।
সভাপর্ব্ব সমাপ্ত পাণ্ডব চলে বন ॥

সভাপর্ব্ব সমাপ্ত।